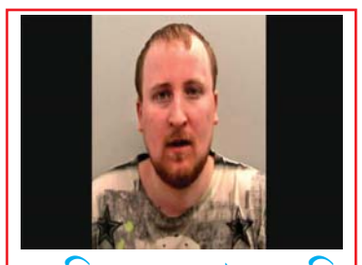

মুসল্লিদের হত্যার হুমকি দেয়ায় ব্রিটেনে যুবক আটক

সারে-জমিন

কলকাতা নিরাপদ শহর নয়, মানতে নারাজ মেয়র

রূপসী বাংলা

ইউক্রেন যুদ্ধ ও মোদির কিয়েভ মিশন

সম্পাদকীয়

প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি স্বাধীনতার ৭৭ বছর

রবি-আসর

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

রবিবার
১৮ আগস্ট, ২০২৪
২ ভাদ্র ১৪৩১
১২ সফর, ১৪৪৬ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

ডোপিংয়ের দায়ে নিষিদ্ধ শ্রীলঙ্কার উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান ডিকভেলা

খেলতে খেলতে

Vol.: 19 ■ Issue: 223 ■ Daily APONZONE ■ 18 August 2024 ■ Sunday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 10 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

হার্ট ও ব্রেনের চিকিৎসা সহ সমস্ত রোগের সুচিকিৎসার ঠিকানা

ASHSHEEFA HOSPITAL

আশ শিফা হসপিটাল

সহরার হাট ■ ফলতা ■ দক্ষিণ ২৪ পরগনা

প্রান্তিক জেলায় স্বল্পমূল্যে ICCU এবং ১০০ বেডের ক্যাথল্যাবযুক্ত মাল্টিস্পেশালিটি হসপিটাল

GNM (3 Years)

কোর্সে সরাসরি ভর্তি চলছে

ওয়েস্ট বেঙ্গল ও ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত

HS পাস ছেলে ও মেয়েদের জন্য নার্সিং এর অ্যাডমিশন শুরু হয়ে গেছে

অ্যাঞ্জিওগ্রাম

অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি

বেলুন সার্জারী

পেশমেকার

ডিরেক্টর

ডা. মো. ফারুকউদ্দিন পুরকাইত

MBBS, MD, Dip. Card

9123721642/9836001515

স্বাস্থ্যসাথী কার্ড গ্রহণযোগ্য

সঞ্জীবনী হেলথ কেয়ার নার্সিংহোম

গাইনী সমস্যা ?

OPD গাইনী সার্জেন

ডাঃ অলোক কুমার দে

এম.বি.বি.এস., এম.এস (ক্যাল), (G&O)
বৃহস্পতি ও রবিবার, সকাল - ৯টা

ডাঃ পার্থ ঘোষ

এম.বি.বি.এস., এম.এস (ক্যাল), (G&O)
প্রতি সোম, মঙ্গল, বৃহঃ, শুক্রবার- বেলা ১১টা

ডাঃ প্রীতি মিদ্যা

এম.বি.বি.এস., এম.এস (ক্যাল), (G&O)
প্রতি শনিবার, সকাল ১০টা

ডাঃ সাগরিকা রায়

এম.বি.বি.এস., এম.এস (ক্যাল), (G&O)
প্রতি সোমবার বেলা ১২টা

ডাঃ ইন্দ্রানী মণ্ডল

এম.বি.বি.এস., এম.এস (ক্যাল), (G&O)
প্রতি বুধ ও রবিবার, বেলা ১২টা

ডাঃ চিরঞ্জিৎ ঘোষ

এম.বি.বি.এস., এম.এস (ক্যাল), (G&O)
প্রতি বুধবার, বিকাল ৪টা

আমাদের পরিষেবা :

- ইমারাজেন্সী
- আই.সি.সি.ইউ এন্ড ক্রিটিক্যাল কেয়ার
- ব্রেন এন্ড ট্রমা
- ক্যাডিওলজি
- নেফ্রোলজি
- জেনারেল মেডিসিন
- চেস্ট মেডিসিন
- নিউরো মেডিসিন
- ফিজিওথেরাপি
- ডায়ালিসিস
- জেনারেল এন্ড ল্যাপারোস্কপি সার্জারী
- অর্থপেডিক সার্জারী
- প্লাস্টিক সার্জারী
- নিউরো সার্জারী
- অনকোলজি এন্ড ক্যান্সার সার্জারী
- গাইনোকোলজি এন্ড অবস্টেট্রিক
- ডার্মাটোলজি
- শিশু সুরক্ষা
- ইউ.এস.জি এন্ড ডপলার
- প্যাথলজি
- এক্স-রে
- ও.পি.ডি

স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে বিনামূল্যে অপারেশন

বিশদ জানতে স্ক্যান করুন

সঞ্জীবনী হেলথ কেয়ার নার্সিংহোম

শিয়াখালা, শ্রীপতিপুর, হুগলী

৩১নং বাস রুট (চৌমাথার নিকট), ফুরফুরা শরীফের দিকে

7432808135, 9800878028

www.sanjibanihealthcare.in

২৪ ঘন্টা ইমার্জেন্সী / ডাক্তার পরিষেবা

ইমার্জেন্সি সার্জারী ?

OPD জেনারেল সার্জারী স্পেশালিষ্ট

ডাঃ শুভম কুণ্ডু

এম.বি.বি.এস., এম.এস (কলি)
প্রতি বৃহস্পতিবার, বিকাল ৫টা

ডাঃ জে. কে. পোদ্দার

এম.বি.বি.এস., এম.এস. (কলি)
প্রতি মঙ্গল ও শুক্রবার- বিকাল ৫টা

ডাঃ প্রসেনজিৎ দাসগুপ্ত

এম.বি.বি.এস., এম.এস (কলি)
প্রতি শনিবার, সকাল ১০টা

ডাঃ ডি. চ্যাটার্জী

এম.বি.বি.এস., এম.এস, ডি.এন.বি.
প্রতি রবিবার, বেলা - ১১টা

প্রস্টেট-এর সমস্যা ?

OPD ইউরো সার্জারী

ডাঃ দাউদ খান

এম.বি.বি.এস., এম.এস.এম.সি.এইচ (ইউরো)
প্রতি বুধবার বিকাল ৪টা

নার্ভ-এর সমস্যা ?

OPD নিউরো সার্জেন ও সাইক্রিয়াটিস্ট

ডাঃ অঙ্কন মণ্ডল

এম.বি.বি.এস., এম.এস, এম.সি.এইচ (নিউরো সার্জেন)
প্রতি বৃহস্পতিবার, সকাল - ৮টা

ডাঃ মনিশ রায়

এম.বি.বি.এস., এম.ডি. (মনোরোগ)
প্রতি রবিবার, বেলা ১২টা

কিডনী-এর সমস্যা ?

OPD নেফ্রোলজি স্পেশালিষ্ট (কিডনী)

ডাঃ কানাইলাল কর্মকার

এম.বি.বি.এস., এম.ডি., ডি.এম (নেফ্রো)
প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহ

ডাঃ তারক চৌধুরী

এম.বি.বি.এস., এম.ডি., .ডি.এম (নেফ্রো)
প্রতি মাসের দ্বিতীয় বৃহস্পতিবার

হার্ট-এর সমস্যা ?

OPD হার্ট স্পেশালিষ্ট

ডাঃ সৌরভ গোস্বামী

এম.বি.বি.এস., এম.ডি., ডি.এম (কার্ডিও)
প্রতি শুক্রবার, সকাল-১০টা

ডাঃ শুভেন্দু মণ্ডল

এম.বি.বি.এস., এম.ডি.ডি.এম (কার্ডিও)
প্রতি বৃহস্পতিবার, বেলা ১২টা

ডাঃ অঞ্জন হেমব্রম

এম.বি.বি.এস., এম.ডি., ডি.এম (কার্ডিও)
প্রতি রবিবার, সকাল ১১টা

হাড়ের সমস্যা ?

OPD অর্থপেডিক সার্জেন (হাড়ের ডাক্তার)

ডাঃ মিলন দাস

এম.বি.বি.এস., এম.এস. (অর্থো)
প্রতি বৃহস্পতিবার, সকাল ৯টা

ডাঃ বিভাস বাঁক

এম.বি.বি.এস., এম.এস. (অর্থো)
প্রতি শনিবার, বেলা ১২টা

ডাঃ প্রণয় চ্যাটার্জী

এম.বি.বি.এস., এম.এস. (অর্থো)
প্রতিদিন সন্ধ্যা ৭টা

যে কোন রোগের সমস্যা ?

OPD মেডিসিন স্পেশালিষ্ট

ডাঃ এ. আলী

এম.বি.বি.এস.
প্রতিদিন

ডাঃ শুভঙ্কর ঘোষ

এম.বি.বি.এস., ডি.এন.বি
প্রতি রবিবার, বেলা ১১টা

ডাঃ মিন্টু ঘোষ

এম.বি.বি.এস.
প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার-দুপুর ১২টা

ডাঃ প্রান্তিক সর্দার

এম.বি.বি.এস., এম.ডি
(অনকল)

ডাঃ অভিজিৎ কোটাল

এম.বি.বি.এস., এম.ডি
(প্রতিদিন)

প্রথম নজর

দোষীর ফাঁসি চেয়ে বিক্ষোভ ক্যানিংয়ে

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● ,ক্যানিং

আপনজন: ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশরাম দাসের নেতৃত্বে আরজিকর কান্ডে অভিযুক্তের ফাঁসির দাবিতে এবং বিজেপি ও সিপিএমের চক্রান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিল হল তৃণমূলের তরফে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং এর বাসস্ট্যান্ডে এদিন এই মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলে ছিলেন হাজার হাজার তৃণমূলের কর্মী সমর্থক। এছাড়াও বেশ কিছু সাধারণ মানুষজন। প্লাকার্ড হাতে নিয়ে এদিন রাস্তায় নামেন তারা। মূলত আরজিকর কাণ্ডে দোষীকে চরম শাস্তি, বিজেপি সিপিএমের চক্রান্তের বিরুদ্ধে মানুষকে সচেতন করা, এবং দ্রুত সিবিআই তদন্ত শেষ করার দাবিতে এদিন এই মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। শনিবার বিকালে এই মিছিল অনুষ্ঠিত হলেও আজ রবিবার ক্যানিং বাসস্ট্যান্ডে একটি ধর্না কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে এই একই দাবিতে।

ব্লক তৃণমূলের বিক্ষোভ রসুলপুরে

সেখ সামসুদ্দিন ● মেমারি

আপনজন: সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে সারা বাংলা জুড়ে ব্লক ও শহরে চলছে অবস্থান-বিক্ষোভ। মেমারি ১ ব্লকের নিমো-১ অঞ্চলের রসুলপুর বাজারে নিমো ১ ও ২, দলুই বাজার ১ ও ২ ও আমাদপুর অঞ্চলকে নিয়ে বিক্ষোভ সমাবেশ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন মেমারি ১ ব্লক সভাপতি নিত্যানন্দ ব্যানার্জী, মেমারি ১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বিকাশ হাঁসদা, পূর্ত কর্মধ্যক্ষ পার্থ দাস বিদ্যুৎকর্মী দক্ষ মহঃ সাজাহান জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ আব্দুল হাকিম, বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ মহঃ মহসিন, কৃষি কর্মাধ্যক্ষ সমীরণ মজুমদার, নারী ও শিশু কল্যাণ কর্মাধ্যক্ষ তাসমিনা খাতুন, খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ গীতা দাস, মেমারি ১ ব্লক তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি কৌশিক মল্লিক সহ গ্রাম পঞ্চায়েত গুলির প্রধান উপপ্রধান সহ শাখা সংগঠনের নেতৃত্ব ও কর্মীবৃন্দ। প্রখর রৌদ্রে বেলা দুটো থেকে কর্মী সমর্থকদের নিয়ে বিক্ষোভ সমাবেশ শুরু করা হয়। এই বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে আরজিকর হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসকের খুন ও ধর্ষণে দোষীদের ফাঁসি চাওয়া হয়।

আরজিকর কান্ডে দ্রুত শাস্তির দাবি আইনজীবীদের

রঙ্গিলা খাতুন ● কান্দি

আপনজন: আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে তরুণী ডাক্তার খুনের ঘটনায় প্রতিবাদে নামলো কান্দি এবং বহরমপুরের আইনজীবিরা আর জি কর কান্ডে জড়িত দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবিতে প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছে গোটা রাজ্য। এবার দ্রুত বিচার প্রক্রিয়ার দাবিতে পথে নামলেন কান্দি ও বহরমপুরের আইনজীবীরা। মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমা আদালতের বার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে মোহাম্মদ নূরুল হাসানের নেতৃত্বে শনিবার কান্দি মহকুমা আদালত থেকে শুরু করে কান্দি শহরের বিভিন্ন এলাকায় প্রতিবাদ মিছিল হয় এবং তরুণী ডাক্তার ছাত্রীর খুন, ধর্ষণ এবং তার পরে হাসপাতালের ইমার্জেন্সিতে দুর্বৃত্তদের তাণ্ডবের ঘটনায় আইনজীবীদের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ জানানো হয়। কান্দির পাশাপাশি বহরমপুরে জেলা আদালত থেকে কয়েকশো আইনজীবী বিক্ষোভ মিছিল করে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজে যায়। সেখানে মেডিক্যাল কলেজের এম ইস ভি পি কে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। তারা জানান আর জি কর তরুণী ডাক্তার ছাত্রীর খুন, ধর্ষণ এবং তার পরে হাসপাতালের ইমার্জেন্সিতে দুর্বৃত্তদের তাণ্ডবে জড়িত দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবী করেন আইনজীবীরা। এ বিষয়ে কান্দি মহকুমা আদালতের বার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে মোহাম্মদ নূরুল হাসান বলেন, আরজিকর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের যে নারকীয় ঘটনা ঘটেছে তার নিন্দা জানিয়ে দোষীদের দ্রুত শাস্তি জানাচ্ছি। এমন ঘটনা যাতে আর না ঘটে সেই আশা করি।

বিরোধী দলগুলোকে তীব্র কটাক্ষ রচনার

জিয়াউল হক ● হুগলি

আপনজন: আর জি করের ঘটনা নিয়ে হুগলির থেকে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোকে তীব্র কটাক্ষ করলেন সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়।

শনিবার বেলা বারোটা নাগাদ হুগলির গুরাপে পলাশী হেমাঙ্গিনী সরোজিনী বিদ্যামন্দিরে সাইকেল গ্যারেজের উদ্বোধনে আসেন হুগলি সংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার পরে দুপুর ৩ টে নাগাদ তিনি চুঁচুড়ায় এসে বিধায়ক অসিত মজুমদারের সাথে পায়ে পা মেলান, তিনি এখানেও উই ওয়ান্ট জাষ্টিশের শ্লোগান তোলেন, অনুষ্ঠান শেষে তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন। আর জি করের ঘটনা নিয়ে প্রশ্ন করতেই তিনি বলেন আরজিকরের দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা নিয়ে সিপিএম বিজেপি উঠে পড়ে লেগেছে রাজনৈতিক রঙ লাগাতে। কে কি করছে সেদিকে তারা নজর দিচ্ছে সেটা না করে আমরা যদি সুবিচার চাই তাহলেই খুব ভালো হয়। আরজি করে তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার প্রতিবাদে যখন উত্তাল সারা দেশ সেই সময় ঘটনার বিচার চেয়ে চোখে জল ফেলতে দেখা যায় অভিনেত্রী তথা সংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। পাশাপাশি অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তকে শঙ্খ বাজিয়ে ঘটনার প্রতিবাদে করতে দেখা যায়। শিল্পীদের এই প্রতিবাদ নিয়ে সমাজ মাধ্যমে বিস্তর সমালোচনার ঝড় উঠেছে।
এ প্রসঙ্গে সাংসদ বিরোধীকে নিশানা করে তীব্র ভাষায় বলেন আরজিকর নিয়ে রচনা ব্যানার্জীর চোখে জল ফেলল কিংবা, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত শঙ্খ বাজালো তা নিয়ে অযথা সমালোচনা করবেন না এটা আপনাদের শোভা পায় না।
আপনারা গলাবাজি করছেন শুধুমাত্র কোন শিল্পী কে কি করল দয়া করে সেটা করবেন না।
ডাক্তারদের কর্মবিরতি প্রসঙ্গে সাংসদের জানান ঠাকুরের পরেই হচ্ছেন ডাক্তাররা, তারা আমাদের জীবন দান করে।
ডাক্তারও আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছে। আমরা হাতজোড় করে আবেদন করব আপনারা মুমূর্ষ রোগীদের পাশে গিয়ে দাঁড়ান।
অন্যদিকে আরজি করের ঘটনা নিয়ে কলকাতা পুলিশকে প্রশংসা করলেন রচনা।

কলকাতা নিরাপদ শহর নয়, মানতে নারাজ মেয়র ফিরহাদ

সুব্রত রায় ● কলকাতা

আপনজন: আরজি কর ঘটনা প্রসঙ্গে মেয়রের মন্তব্য,অত্যন্ত দুঃখের ঘটনা ।আগেও বলেছি এই ঘটনায় দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া উচিত। তার মানে এটা নয় যে কলকাতা নিরাপদ শহর নয়। এই বাংলা রবীন্দ্র ঠাকুরের বংশধর বিবেকানন্দর বংশধর। শনিবার কলকাতা পৌরসভায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মেয়র বলেন,৬২% কম ডেঙ্গি ,ম্যালেরিয়া ৫৩% কম । ডেঙ্গি এবং ম্যালেরিয়া নিয়ে হ্যান্ড মাইকিং বাড়াতে হবে বলে জানান মেয়র। ভাড়াটে নিয়ে একটা সমস্যা হচ্ছে। আগে দুটো বিল দেখে দখলদার এবং মালিকদের কাছে আলাদা করে ট্যাক্স চাওয়া হবে। অনেক সময় শরিকি বিবাদের জেরে ভাড়া তুলে দেন বাড়ির মালিকরা । অনেক জায়গায় ওয়েস্টেড ল্যান্ড দখলদারি হয়ে যাচ্ছে। হকার সমীক্ষা সম্পূর্ন হয়েছে।৫৫৬৯০ জনকে চিহ্নিত করা হয়েছে। যে দাড়িয়ে থাকবে সেই হকার। আমি দখল করে রাখলাম সেটা হবে না। বেআইনি নির্মাণ নিয়ে আমরা ব্যবস্থা গ্রহণ করছি। মেয়র বলেন,আমরা হলফ নিয়ে বলতে পারি যে বেআইনি নির্মাণ হবে না। জল জমা প্রসঙ্গে মেয়র বলেন,ভারী বৃষ্টি হলে জল জমবে। কিন্তু সেই ভাবে বৃষ্টি না হলে জল জমবে না বলে জানান মেয়র। আরজি কর ঘটনা প্রসঙ্গে মেয়রের মন্তব্য,অত্যন্ত দুঃখের আগেও বলেছি। এই ঘটনায় দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া উচিত। তার মানে এটা নয় যে কলকাতা নিরাপদ শহর নয়। এই বাংলা রবীন্দ্র ঠাকুরের বংশধর বিবেকানন্দ বংশধর। যতদিন এই বাংলা থাকবে কলকাতা সংস্কৃতি কৃষ্টি বজায় থাকবে। ন্যাশনাল ওমেন কমিশন নিয়ে তিনি বলেন এটা বিচার বিভাগীয় বিষয়। কলকাতার সংস্কৃতি প্রতি যে আমার যে বিশ্বাস সেটা থাকবে। আমার মেয়র মৃত্যু হয়েছে এই ব্যথা আমার বুক থেকে মিটবে না। কিন্তু তার মানে এটা নয়। যে আরো অনেক লোকের মৃত্যু হোক। চিকিৎসকরা ভগবানের রূপ। দয়া করে আপনাদের উপরে যে বিশ্বাস। নিশ্চিত ভাবে যে অন্যায় হয়ে সেটা নিশ্চিত ভাবে অন্যায়। হাসপাতালে ভাঙচুর হয়েছে সেটা ও অন্যায় হয়েছে। কিন্তু তাদের কাছে আহ্বান যে আপনারা কাজে ফিরে আসুন। যেটা অন্যায় হয়েছে সেটা অন্যায় হয়েছে। কিন্তু তার জন্য যারা নিরীহ তাদের কেন শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। যে দোষী তার শাস্তি নিয়ে আমি একমত। আইন ব্যবস্থা করে সেটা করবে। কিন্তু বাড়ির লোক কেন শাস্তি পাবে। দাদার লোক ,দিদির লোক নয়। যারা অন্যায় করেছে তাদের শাস্তি হবে। আইনের হাত অনেক লম্বা । আমরা কেউ অন্যায় করে পার পাব না। আরজি কর নিয়ে দলের মধ্যে কোনো মতভেদ নয়। অভিষেক চোখের সমস্যার জন্য আসেননি। অভিষেক সব সময় সক্রিয় আছে। এই নয় যে মুখ দেখিয়ে সক্রিয় থাকতে হবে। অভিষেক তো নেতৃত্ব দেন। মমতা বন্দোপাধ্যায় আদর্শ নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। শান্তনু সেনকে কোনো দিন হেলথ এডভাইজার করা হয়নি। মমতা বন্দোপাধ্যায় কোনো দিন ভুল করতে পারেন না। সেটা আমি বিশ্বাস করি। আগে তদন্ত হোক তখন দেখা যাবে। কুণাল ঘোষের ভুল স্বীকার করে শুধরে নেওয়ার দাবিতে প্রতিক্রিয়া ফিরহাদ হাকিমের।

বসিরহাটে প্ল্যাকার্ড হাতে, বুকে কালো ব্যাচ লাগিয়ে পথে তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বসিরহাট

আপনজন: :আর জি কর কান্ডের পর মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী শনিবার বসিরহাট মহকুমায় সর্বত্র পথে নামল তৃণমূল কংগ্রেস। প্ল্যাকার্ড হাতে, বুকে কালো ব্যাচ লাগিয়ে সিবিআইয়ের সঠিক তদন্ত এবং দোষীদের শাস্তির দাবিতে সংগঠিত হলো প্রতিবাদ মিছিল। আওয়াজ উঠলো, সিবিআই সিবিআই। বিচার চাই বিচার চাই। ফাঁসি চাই ফাঁসি চাই।এদিন প্রতিবাদ পদ যাত্রা হয় বসিরহাট উত্তর বিধানসভার অন্তর্গত মুরারিশা চৌমাথা থেকে পেট্রোল পাম্প পর্যন্ত। পদযাত্রা থেকে বার বার অভিযুক্তদের ফাঁসির দাবি তোলা হয় উপস্থিত ছিলেন হাসনাবাদ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি এসকেন্দার গাজী, প্রধান প্রতিনিধি মুরারিশা অঞ্চল আখের আলী মন্ডল সহ বিভিন্ন জনেরা। একইসঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস সরকারকে বদনাম করার বাম বিজেপির চক্রান্তের প্রতিবাদ জানানো হয়। মিছিলে যোগ দেন হাসনাবাদ ব্লকের একাধিক তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রীবর্গ। অন্যদিকে বসিরহাটের দু নম্বর ব্লকের মাটিয়া থেকে একটি বিশাল পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয় এই পদযাত্রায় পা মেলান বসিরহাট উত্তর বিধানসভার বিধায়ক রফিকুল ইসলাম, বসিরহাট উত্তর বিধানসভার চেয়ারম্যান এটিএম আব্দুল্লাহ রনি সহ একাধিক বিশিষ্ট জনেরা। এদিন তৃণমূলের পদযাত্রা থেকে আওয়াজ তোলা হয় রাম-বাম-শ্যাম (বিজেপি-সিপিএম-কংগ্রেস) এক হয়ে বাংলার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছে। নেতৃত্বের কথায়, রাজনীতির আগুন লাগাতে চাইছে। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি নানাভাবে পুলিশকে প্ররোচিত করছে বলে অভিযোগ উঠেছে। তাদের দাদারা বাম জমানায় কী কাণ্ড ঘটিয়েছেন, সেটা স্মরণ করার কথা বলেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্ব। অন্যদিকে বসিরহাট এক নম্বর ব্লকের পক্ষ থেকে নিমদাড়িয়া কোদালিয়া পঞ্চায়েতে এক বিশাল পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয় এই পথযাত্রায় শামিল হন বিধায়ক সপ্তসী ব্যানার্জি, বসিরহাট এক নম্বর ব্লকের মৎস্য কর্মাধ্যক্ষ সারিকুল ইসলাম এবং পূর্ত কর্মদক্ষ শফিকুল ইসলাম দফাদার, টাকি পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান ফারুক গাজী ছাড়াও তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক নেতৃত্ব।

জেলা জুড়ে থানায় থানায় বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন শ্রমিক সংগঠনের

তানজিমা পারভিন ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: ১০ মাস নয় ১২ মাস বেতন,বেতন বৃদ্ধি ও সম কাজে সম মজুরি দেওয়া সহ একাধিক দাবি তুলে এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত সারা বাংলা মিড ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের প্রথম মালদহ জেলা সম্মেলন শনিবার অনুষ্ঠিত হল হরিশ্চন্দ্রপুরের তুলসীহাটা বীরেন্দ্র কুমার মৈত্র উপবাজার চত্বরে।মালদহ জেলার প্রায় এক হাজার মিড ডে মিল কর্মী এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।উপস্থিত ছিলেন এ আই ইউ টি ইউ সি র জেলা সম্পাদক কমরেড অংশধর মন্ডল,জেলা কমিটির সদস্য কমরেড কার্তিক বর্মন,রাজ্য সম্পাদিকা সুনন্দা পন্ডা ও মালদহ জেলা সংগঠক জেলা সম্পাদিকা সাথী চৌধুরী সহ অন্যরা।রাজ্য সম্পাদিকা সুনন্দা পন্ডা বলেন,গোটা রাজ্য জুড়ে মিড ডে মিল কর্মীদের বঞ্চনার প্রতিবাদে লড়াই,আন্দোলন চলছে। কিন্তু মিড ডে মিল কর্মীদের মানোন্নয়নে রাজ্য সরকার উদাসীন।
বর্তমান দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির নিরিখে মিড ডে মিল কর্মীদের ন্যূনতম আট হাজার টাকা দেওয়া ও মিড ডে মিল কর্মীদের দশ মাসের পরিবর্তে বারো মাসের বেতন দেওয়া,গোটা রাজ্য জুড়ে মিড ডে মিল কর্মীদের বঞ্চনার প্রতিবাদ জানিয়ে সম কাজে সম মজুরি দেওয়া,
মিড ডে মিল কর্মীদের ছাঁটাই বন্ধ করা সহ বিভিন্ন দাবিতে মিড ডে মিল কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ হবার কথা বলেন তিনি।
মিড ডে মিল কর্মী রৌশনেরা বিবি,আসগরী খাতুন ও প্রতিমা মন্ডলরা প্রশ্ন তোলে বলেন,মে মাসে গ্রীষ্মের ছুটি ও অক্টোবরে পূজার ছুটি মিলিয়ে মোট ২০ দিন রান্নার কাজ করতে হলেও এই ২ মাসের বেতন তাঁদের দেওয়া হয় না কেন?হরিয়ানাতে মাসিক বেতন ৭ হাজার টাকা,কেরালায় ৯ হাজার টাকা, তামিলনাড়ু সরকার ১০ হাজার টাকা দেয়, অথচ 'এগিয়ে বাংলা' প্রচারের কারিগর পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১০-১৫ রাঁধুনির গ্রুপে বেতন দেয় মাত্র ১৫০০ টাকা।এই টাকা ভাগাভাগি করে নিতে হয়। আমাদের দৈনিক মজুরি পড়ে ১০-১৫ টাকা। বেতন নির্ধারণের সময় তাদের কি একবারও মনে হয় না যে,এই টাকায় কোনও পরিবারের বাঁচা কি সম্ভব?

তরুণী ডাক্তারকে ধর্ষণ ও হত্যার প্রতিবাদে গর্জে উঠল নদিয়া

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: আর জি কর হাসপাতালে তরুণী ডাক্তারকে ধর্ষণ ও নৃশংসভাবে হত্যা করার প্রতিবাদে ও দোষীদের অবিলম্বে চিহ্নিত করে ফাঁসিরদাবিতে শনিবার নদীয়া জেলা জুড়ে তৃণমূল কংগ্রেস প্রতিবাদ মিছিল করা হয়।প্রতিবাদ মিছিলটি শহরের প্রাণকেন্দ্র রাধা বাজার মোড় থেকে বেরিয়ে নবদ্বীপ শহরের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা গুলি প্রদক্ষিণ করে।মিছিলের অগ্রভাগে উপস্থিত ছিলেন নবদ্বীপ বিধানসভা কেন্দ্রের পঞ্চোম্বারের বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী পুন্ডরীকাক্ষ সাহা সহ নবদ্বীপ পৌরসভার পুরপিতা বিমান কৃষ্ণ সাহা।
এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন নবদ্বীপ সহ যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা শিক্ষক সুজিত সাহা। এদিনের প্রতিবাদ মিছিলে নবদ্বীপ পৌরসভার ২৪ টি ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ছাড়াও শিল্পী সংগঠন থেকে শুরু করে শিক্ষক সংগঠন, মহিলা সংগঠনের কয়েক হাজার কর্মী সমর্থক অংশগ্রহণ করেন। এদিনের প্রতিবাদ মিছিল প্রসঙ্গে নবদ্বীপ পুরসভার পুরপিতা বিমান কৃষ্ণ সাহা জানান, সম্প্রতি আরজিকর হাসপাতালে দুর্ভাগ্যজনক যে ঘটনা ঘটেছে, মূলত তারই প্রতিবাদে দোষীদের ফাঁসির দাবিতে নবদ্বীপ সহ তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে আজকের এই প্রতিবাদ মিছিলের আয়োজন করা হয়েছে। পাশাপাশি এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে যারা রাজনৈতিক ফায়দা লুটতে চাইছেন আজকের এই মিছিল থেকে তাদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ প্রতিবাদ জানাচ্ছি। প্রাকৃতিক দুর্যোগকে উপেক্ষা করেও আজকের প্রতিবাদ মিছিলে প্রায় ১৫ হাজার মানুষ সমবেত হয়েছেন। এছাড়াও মমতা ব্যানার্জি তুমি সত্যের পথে এগিয়ে চলো।

সিঙ্গুরে বিক্ষোভ মিছিল শাস্তির দাবিতে

সেখ আবদুল আজিম ● সিঙ্গুর

আপনজন: সিঙ্গুর দোলুইগাছা হোটেল ধার থেকে কল্পনা সিনেমা হল পর্যন্ত সুবিশাল মিছিল। এদিন আর জি কর কাণ্ডের ঘটমায় দোষীর শাস্তির দাবিতে মিছিলে অংশগ্রহণ করেন তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা।সিঙ্গুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে মিছিলের আয়োজন করা হয়।মিছিলে মন্ত্রী বেচারাম মান্না ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন হুগলী জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ মদন মোহন কোলে, এছাড়াও সিঙ্গুর বিধানসভার ১৬ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মহিলা প্রধান, উপপ্রধান ছাড়াও একাধিক নেতৃত্বৃন্দ। এদিন প্রায় ৫০ জন কর্মী পুনরায় তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় পতাকা হাতে তুলে নেন মন্ত্রী বেচারাম মান্নার হাত থেকে।।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

দ. বারাসতে ধিক্কার মিছিল

মিসবাহ উদ্দিন ● দক্ষিণ বারাসত

আপনজন: আর, জি, কর, হাসপাতালের নারকিয় ঘটনায় দোষীদের ফাঁসি চাই এবং সিবিআই তদন্ত রবিবারের মধ্যে সম্পন্ন করার দাবিতে জয়নগর বিধান সভায় প্রতিবাদ মিছিল হয়। তাতে উপস্থিতি ছিলেন জয়নগর বিধান সভার বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস, জয়নগর ১ নং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি তুহিন বিশ্বাস , জয়নগর ১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ঋতুপর্ণা বিশ্বাস, ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের শাখা সংগঠনের সভাপতি সহ জেলা পরিষদ সদস্যা, বন্দনা লস্কর পঞ্চায়েত সমিতি কর্মাধ্যক্ষ প্রধান উপ-প্রধান অঞ্চল সভাপতি সহ তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব।

আবাস বরাদ্দে দুর্নীতির অভিযোগে বিরোধীদের প্রতিবাদ লোহাপুরে

মোহাম্মদ সানাউল্লা ● লোহাপুর

আপনজন: আবাস যোজনা নিয়ে যে দুর্নীতির বিরোধিতায় পথে নামল নলহাটি দুই নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলের সদস্যরা। শনিবার বিকেলে নলহাটি ২ নম্বর ব্লকের লোহাপুর এস বি আই ব্যাঙ্ক থেকে এফসিআই গোডাউন পর্যন্ত মিছিল করে আবাস যোজনায় স্বজন পোষণের দুর্নীতির প্রতিবাদ করে। একই সঙ্গে তারা দাবি করেন এর বিরুদ্ধে দরকার হলে জেলা শাসককেউ ঘেরাও করবে। প্রয়োজন পড়লে নবান্ন ঘেরাও করে প্রতিবাদ জানাবেন। একই সঙ্গে তারা আইনের দ্বারস্থ হবেন বলে আওয়াজ তোলেন।কারণ হচ্ছে সংখ্যালঘু আবাস নিয়ে নলহাটি দুই নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বরুন ভট্টাচার্য গোপনীয়তা করছেন। বিডিও সহযোগিতা করছেন না। ফলে সংখ্যালঘু স্বামী পরিত্যক্তা বিধবা মহিলাদের জন্য যে আবাস এসেছে তা সঠিক ভাবে বন্টন হয়েছে কিনা তা কেউ বুঝে উঠতে পারছেন না। নলহাটি ২ নম্বর ব্লক এলাকায় সংখ্যালঘুদের জন্য কতগুলি ঘর এসেছে। গত সপ্তাহে তা জানতে যান পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলের সদস্য তাইজউদ্দিন মন্ডল অর্ফে মধু। কিন্তু বিডিও তার সদ উত্তর দিতে পারেননি বলে তিনি ব্লক অফিসে বিক্ষোভ দেখান। যার ফলে তিনি তৃণমূল কর্মীদের কাছে হেনস্তা স্বীকার হন। একই সঙ্গে সংখ্যালঘু আবাস যোজনার ঘর নিয়ে গোপনীয়তা রাখতে চাইছেন বিডিও। এমন অভিযোগ নিয়ে বাম কংগ্রেস জোটের পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী সদস্যরা এবং দুই দলের নেতাকর্মীরা পথে নেমে জানালেন প্রতিবাদ। সেখানে উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেস জেলা সভাপতি মিল্টন রশিদ, সিপিআইএম নেতা খাইরুল হাসান, সিটু নেতা আব্দুস সালাম, বিরোধী দলনেতা সাব্বির হোসেন জয় সহ স্থানীয় নেতা কর্মীরা।

আরজি কর ও নানুর কান্ডে জড়িতদের ফাঁসির শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: আরজি কর ও পূর্ব বর্ধমানের নানুর কান্ডে জড়িতদের ফাঁসির শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন। মূলত ছয় দফা দাবিতে আদিবাসী সিঙ্গেল অভিযান (এএসএ) এর তরফে শনিবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাটে এই বিক্ষোভ কর্মসূচি করা হয়। উল্লেখ্য, আরজিকর হাসপাতালে চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় উত্তাল রাজ্য। অন্যদিকে, পূর্ব বর্ধমানের নান্দুর গ্রামে বাড়ির পাশেই গলা কাটা দেহ উদ্ধার হয় এক তরুণীর। এই সমস্ত ঘটনার প্রতিবাদে এদিন বিক্ষোভ কর্মসূচিতে শামিল হয় আদিবাসী সিঙ্গেল অভিযান এর কর্মী ও সমর্থকেরা। রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পুলিশ মন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগ দাবি করেন তাঁরা।
এবিষয়ে আদিবাসী সিঙ্গেল অভিযানের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সভাপতি পরিমল মার্ডি বলেন, 'কর্তব্যরত অবস্থায় একজন চিকিৎসকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে। মহিলাদের সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ হওয়া পুলিশ মন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে হবে।গ্রাম থেকে শহর সর্বত্র মহিলাদের সুরক্ষা, সুনিশ্চিত করতে হবে। এই সমস্ত ছয় দফা দাবিতে আজ আমরা বিক্ষোভ কর্মসূচিতে শামিল হয়েছি।'

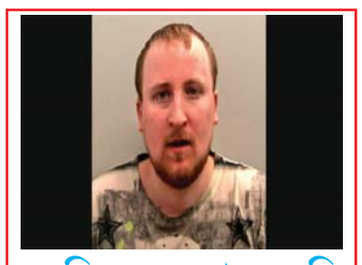

মুসল্লিদের হত্যার হুমকি দেয়ায় ব্রিটেনে যুবক আটক

সারে-জমিন

কলকাতা নিরাপদ শহর নয়, মানতে নারাজ মেয়র

রূপসী বাংলা

ইউক্রেন যুদ্ধ ও মোদির কিয়েভ মিশন

সম্পাদকীয়

প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি স্বাধীনতার ৭৭ বছর

রবি-আসর

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

রবিবার
১৮ আগস্ট, ২০২৪
২ ভাদ্র ১৪৩১
১২ সফর, ১৪৪৬ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

ডোপিংয়ের দায়ে নিষিদ্ধ শ্রীলঙ্কার উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান ডিকভেলা

খেলতে খেলতে

Vol.: 19 ■ Issue: 223 ■ Daily APONZONE ■ 18 August 2024 ■ Sunday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 10 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষকে ফের জেরা সিবিআইয়ের

আপনজন ডেস্ক: গত ৯ আগস্ট আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের বক্ষব্যাধি বিভাগে ৩১ বছরের শিক্ষানবিশ চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষকে ফের শনিবার জিজ্ঞাসাবাদ করল সিবিআই। শুক্রবার ঘোষকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হয়েছিল এবং পরে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। শনিবার তাকে আবার জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হয়। প্রায় ৯ ঘণ্টা জেরার পর তিনি সিজিও কমপ্লেক্স থেকে বের হয়ে আসেন। শনিবার সিবিআই ওই দিন খাবার ডেলিভারি করা ফুড ডেলিভারি বয়কেও আটক করে । সিবিআই সূত্রের খবর, চিকিৎসক মহলে বেআইনি কেলেঙ্কারি নিয়ে চলা একটি বড় চক্রের কথা তাঁদের জানিয়েন সন্দীপ ঘোষ। রাজ্য সরকারের ঘনিষ্ঠ বেশ কয়েকজন বিখ্যাত চিকিৎসক এই চক্রের সঙ্গে জড়িত বলে অভিযোগ। তবে সন্দীপ ঘোষের জিজ্ঞাসাবাদকে স্বাগত জানান আন্দোলনরত পড়ুয়ারা।

রাতে মহিলা কর্মী-সুরক্ষায় চালু হচ্ছে ‘রাত্তিরের সাথী’

সুব্রত রায় ● কলকাতা

আপনজন: বিরাট পদক্ষেপ মমতার, রাতে মহিলা কর্মজীবীদের সুরক্ষায় চালু হচ্ছে ‘রাত্তিরের সাথী’ আরজি করে এক তরুণি চিকিৎসকের ধর্ষণ-হত্যা নিয়ে উত্তাল বাংলা-সহ গোটা দেশ। এমনকী এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আসরে নেমেছে বিরোধী দলগুলিও। তারা এটাকে রাজনিতক হাতিয়ার করছে। সেই সঙ্গে আসরে নেমেছে একাধিক সংগঠন।

দোষীদের শাস্তির দাবিতে পথে নেমেছেন খোদ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার মধ্যেই রাজ্যে মহিলা কর্মজীবীদের জন্য বিরাট পদক্ষেপ নিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাতে কর্মক্ষেত্রে দায়িত্বে থাকা ও কর্মক্ষেত্র থেকে বাড়ি ফেরা মহিলা কর্মজীবীদের জন্য চালু করা হচ্ছে ‘রাত্তিরের সাথী’ প্রকল্প।

গত সপ্তাহে আরজি কর মেডিকেল কলেজ এবং হপসিটালে একজন শিক্ষানবিশ চিকিৎসককে ধর্ষণ ও হত্যার পটভূমিতে নিরাপত্তার বিষয়টি সামনে এসেছিল। তাই ‘রাত্তিরের সাথী’ প্রকল্প নিয়ে সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, সরকারি হাসপাতাল, মেডিক্যাল কলেজ, হোস্টেল এবং অন্যান্য জায়গায় মহিলাদের রাতের শিফটে নিরাপদ কাজের পরিবেশ তৈরি করাই এই কর্মসূচির লক্ষ্য।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখ্যউপদেষ্টা আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় একটি প্রোটোকল তৈরি করেছেন।

কী সুবিধা দেওয়া হচ্ছে ‘রাত্তিরের সাথী’ প্রকল্পে?

১) রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ, বিভিন্ন হস্টেল-সহ বিভিন্ন জায়গায় মহিলা কর্মজীবীদের জন্য আলাদা শৌচালয় ও বিশ্রামাগারের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

২) মহিলা কর্মজীবীদের নিরাপত্তার জন্য রাতে কর্মস্থলে রাখা হবে ‘রাত্তিরের সাথী’ নামে বিশেষ মহিলা স্বেচ্ছাসেবক।

৩) প্রতিটি কর্মস্থল সিসি ক্যামেরার নজরদারির আওতায় আনা হচ্ছে। ২৪ ঘন্টা ধরে চলবে বিশেষ নজরদারি।

৪) মহিলা কর্মজীবীদের জন্য চালু করা হচ্ছে বিশেষ সঙ্কেতযুক্ত বিশেষ মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন (মোবাইল অ্যাপ)। প্রতিটি মহিলা কর্মজীবীর ফোনে ওই মোবাইল অ্যাপ ডাউনলোড বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। মোবাইল অ্যাপের সঙ্গে স্থানীয় থানার যোগাযোগ থাকবে। অর্থাৎ কোনও মহিলা কর্মজীবী বিপদে পড়লে ওই মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমেই সরাসরি থানায় বিশেষ বার্তা পাঠাতে পারবেন।

৫) মহিলা কর্মজীবীদের জন্য বিশেষ হেল্পলাইন নম্বর চালু হচ্ছে। আপাতত ১০০ ও ১০২ নম্বরে সাহায্য চেয়ে ফোন করতে পারবেন।

৬) জেলা হাসপাতাল থেকে শুরু করে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালগুলিতে বিশেষ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সেই সঙ্গে হাসপাতাল এবং মেডিকেল কলেজগুলিতে ঢোকা প্রত্যেকেরই শ্বাস পরীক্ষা করা হবে। অর্থাৎ কেউ মদ্যপ অবস্থায় রয়েছেন কিনা, তা দেখা হবে।

৭) মহিলা কর্মজীবীদের যৌন নির্যাতন রুখতে প্রতিটি হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ-সহ বিভিন্ন অফিসে বিশাখা কমিটি গঠনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

৮) হাসপাতাল-মেডিকেল কলেজ সহ বিভিন্ন অফিসে মহিলাদের নৈশকালীন ডিউটি বরাদ্দ করার ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি বিষয়ে নজর রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যাতে মহিলা কর্মজীবীর সঙ্গে তাঁর পরিচিত কিংবা কোনও মহিলা সঙ্গিনীকে ডিউটি দেওয়া হয় তার উপরে বিশেষ জোর দিতে বলা হয়েছে।

৯) বেসরকারি সংস্থাগুলিকেও ‘রাত্তিরের সাথী’ প্রকল্প কার্যকর করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও আরও বেশ কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

ক) প্রতিটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, মহিলা হস্টেলে রাত ভর চলবে বিশেষ পুলিশ পেট্রলিং।

খ) মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এখন থেকে চিকিৎসক-সহ প্রতিটি কর্মীকে গলায় ঝোলাতে হবে সচিত্র পরিচয়পত্র।

গ) নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে প্রতিটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং হাসপাতালগুলিতে নিরাপত্তা আধিকারিক নিযুক্ত করা হচ্ছে। তাঁরাই পুরো নিরাপত্তা তদারকির দায়িত্বে থাকবেন।ঘ) কোনও মহিলা চিকিৎসক কিংবা কর্মীকে একটানা ১২ ঘন্টার বেশি ডিউটি দেওয়া যাবে না।

ঙ) সম্ভব হলে মহিলাদের নাইট ডিউটি থেকে বাদ দেওয়া হবে। সেই সঙ্গে সরকারি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, জেলা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল ও হাসপাতালে নিরাপত্তারক্ষী পুরুষ ও মহিলা নিরাপত্তারক্ষীর সমন্বয়ে প্রহরী থাকতে হবে।

মমতা মহিলা, তিনি মেয়েদের যন্ত্রণা বোঝেন: অখিলেশ

আপনজন ডেস্ক: সমাজবাদী পার্টির সভাপতি অখিলেশ যাদব শনিবার বলেন, কলকাতায় চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় বিজেপি রাজনীতি করছে।

এই মামলায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সমর্থন করে যাদব বলেন, তিনি নিজে একজন মহিলা, তিনি একজন মহিলার যন্ত্রণা বোঝেন।

বিজেপিকে আক্রমণ করে তিনি বলেন, বিজেপি এই বিষয়ে রাজনীতি করছে, যা তাদের উচিত নয়। এই ঘটনায় চিকিৎসকরা প্রতিবাদ করছেন, কিন্তু বিজেপি রাজনীতি করছে।

মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের বাসভবনের কাছে লখনউতে এক দলিত মহিলার আত্মহননের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে তিনি অভিযোগ করেন, বিজেপির লোকেরা এই বিষয়ে কথা বলছে না।

৬৯ হাজার শিক্ষক নিয়োগ মামলায় নতুন বাছাই তালিকা প্রস্তুত করার এলাহাবাদ হাইকোর্টের নির্দেশ সম্পর্কে এসপি প্রধান বলেন, ক্ষুব্ধ যুবকরা এখন ন্যায়বিচার পাবেন এবং সরকার যে “বৈষম্যমূলক” করেছে তা সংশোধন করা হবে।

এত বড় আন্দোলন আগে কখনও দেখা যায়নি, বিক্ষুব্ধ যুবকরা লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যান।

মোদির বিরোধিতায় ল’ বোর্ড

‘মুসলমানরা কোনও মূল্যে শরিয়া আইন ত্যাগ করতে পারে না’

আপনজন ডেস্ক: অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের (এআইএমপিএলবি) মুখপাত্র ডঃ সৈয়দ কাসিম রসুল ইলিয়াস একটি প্রেস বিবৃতিতে প্রধানমন্ত্রীর স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। সেই সঙ্গে বলেছেন, অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড স্বাধীনতা দিবসে ধর্মনিরপেক্ষ দেওয়ানি বিধি এবং সাম্প্রদায়িক কোড পরিত্যাগ করার প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্তকে ফিতনা হিসাবে বিবেচনা করে এবং এটি স্পষ্ট করা প্রয়োজন বলে মনে করে যে মুসলমানরা কোনও মূল্যে শরিয়া আইন (মুসলিম ব্যক্তিগত আইন) ত্যাগ করতে পারে না। পারিবারিক আইন শরিয়া প্রদত্ত, যা কোনো মুসলমান কোনো মূল্যে ত্যাগ করতে পারে না। দেশের নিজস্ব আইনসভা শরিয়ত অ্যাপ্লিকেশন অ্যাক্ট, ১৯৩৭ পাস করেছে এবং ভারতের সংবিধানে ধর্ম অনুসরণ করা, এটি অনুসারে জীবনযাপন করা এবং নিজের সংস্কৃতি রক্ষা করাকে একটি মৌলিক অধিকার হিসাবে ঘোষণা করেছে। তিনি বলেন, অন্যান্য ধর্মের পারিবারিক আইনও তাদের নিজস্ব ধর্ম এবং প্রাচীন ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে - তাই তাদের হস্তক্ষেপ করা এবং সবার জন্য একটি ধর্মনিরপেক্ষ কোড তৈরি করার চেষ্টা মূলত ধর্মকে অস্বীকার করা এবং পশ্চিমের অনুকরণ, যার অধিকার কখনই জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দেওয়া যায় না - দেশের সংবিধানের উল্লেখ করার সময় এটি উপেক্ষা করা হয়। সংবিধানের চতুর্থ অধ্যায়ের গাইডলাইনে অভিন্ন দেওয়ানি বিধির উল্লেখ রয়েছে - এই অধ্যায়ে উল্লিখিত সমস্ত নির্দেশাবলী প্রয়োজনীয় এবং প্রয়োজনীয় নয় বা সেগুলি আদালত দ্বারা প্রয়োগযোগ্য নয় এবং তৃতীয় অধ্যায়ে উল্লিখিত মৌলিক অধিকারগুলির উপর অগ্রাধিকার রয়েছে - আমাদের সংবিধান একটি ফেডারেল রাজনৈতিক কাঠামো এবং একটি রঙিন সমাজের কল্পনা করে, যেখানে ধর্মীয় সম্প্রদায় এবং সাংস্কৃতিক ঐক্য তার ধর্ম পালন, নিজের সংস্কৃতি ও সভ্যতা বজায় রাখা এবং নিজের বিধিবিধান মেনে চলার অধিকার তার আছে।

বোর্ডের মুখপাত্র আরও বলেছেন যে প্রধানমন্ত্রী সাংবিধানিক শব্দ ইউনিফর্ম সিভিল কোডের পরিবর্তে ধর্মনিরপেক্ষ দেওয়ানি কোডের ব্যবহারও ইচ্ছাকৃত এবং উস্কানিমূলক।

শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সমাজ কল্যাণ সংস্থা

নাবাবীয়া মিশন

প্রাথমিক বিভাগ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক

মাইনান, খানাকুল, হুগলি

আলহাজ্ব মোস্তাক হোসেন (প্রধান পৃষ্ঠপোষক, নাবাবীয়া মিশন)
সেখ নুরুল হক - আই.এ.এস (চেয়ারম্যান একাডেমিক কাউন্সিল, নাবাবীয়া মিশন)
সেখ সাহিদ আকবার (সাধারণ সম্পাদক, নাবাবীয়া মিশন)

বালক ও বালিকা আলাদা ক্যাম্পাস

২০২৫ শিক্ষাবর্ষে পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের প্রবেশিকা (M- CAT) পরীক্ষার ফর্ম দেওয়া চলছে।

ফর্ম নেওয়া ও জমা দেওয়ার শেষ তারিখ - ১৫/০৯/২০২৪

পরীক্ষার তারিখ - ২৯/০৯/২০২৪
রবিবার বেলা - ১২ টা

ফর্ম প্রাপ্তিস্থান - মিশন অফিস
Email id - nababiamission786@gmail

Mob. 9732381000, 9732086786

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ২২৩ সংখ্যা, ২ ভাদ্র ১৪৩১, ১২ সফর, ১৪৪৬ হিজরি

নায়ক হইতে খলনায়ক

সমগ্র পৃথিবীতে আজ ব্যক্তিপূজা মারাত্মক রূপ ধারণ করিয়াছে। বিষয়টি কতটা ভয়ংকর তাহা কল্পনাও করা যায় না; কিন্তু ইহা লইয়া তেমন একটা উচ্চবাচ্য আছে বলিয়া মনে হয় না। ইহা গণতন্ত্রের জন্য এক অশনিসংকেত। সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য বিপজ্জনক; কিন্তু তাহার পরও সর্বত্র চলিতেছে ব্যক্তিপূজার প্রতিযোগিতা ও জয়জয়কার। বিশেষত, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে ইহা একটি ব্যাধিতে পরিণত হইয়াছে।

ব্যক্তিপূজাকে ইংরেজিতে বলা হয় পারসোনালিটি কাল্ট (Personality Cult)। কোনো বিশেষ ব্যক্তির প্রতি নিরঙ্কুশ আনুগত্য প্রকাশকে বলা হয় পারসোনালিটি কাল্ট বা ব্যক্তিপূজা। ইহা আতঙ্কজনক এই কারণে যে, যত বড়ই হউন, মানুষ হিসাবে সেই ব্যক্তিটিরও ভুলবিভ্রান্তি-বিচ্যুতি হইতে পারে; কিন্তু ব্যক্তিপূজারিরা তাহার ধার ধারেন না। তাহাদের নিকট তোষামোদি হইল এক মোক্ষম অস্ত্র ও শিল্প। ইহার মাধ্যমে তাহারা অন্যায়, অনিয়ম ও দুর্নীতির আশ্রয় লইয়া নানা ব্যক্তি ও গোষ্ঠীগত স্বার্থ হাসিল করে। স্বার্থ যত বড়, ভক্তি বা পূজার উপকরণ, আয়োজন ও প্রকাশও তত বড়। এমনিতে বাংলায় পূজা কথাটি ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে অর্চনা, আরাধনা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হইলেও ইহার আরেকটি দ্যোতনা রহিয়াছে। গুণকীর্তন বা স্তুতির নামও পূজা। এমনকি আমরা যে সংবর্ধনা ও সম্মাননা প্রদান করি, তাহাও এক অর্থে পূজার নামান্তর; কিন্তু রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ব্যক্তিবিশেষ বা নেতার প্রতি অতিমাত্রায় ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে গিয়া একসময় এমন অবস্থাও তৈরি হয়, যাহা অন্ধবিশ্বাস ছাড়া আর কিছুই নহে। ইহার কারণে বিভিন্ন ধর্মীয় ও রাজনৈতিক মতবাদের সর্বনাশ হইয়াছে। দেখা দিয়াছে ফেরকা বা ভাঙন। যেমন—অনেকে মনে করেন, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের মূল অনুঘটক ব্যক্তিপূজা। এমনিতেই কমরেডদের নিষ্ঠা, সততা, সংগ্রামী চেতনা ও জীবন উত্সর্গ করিতে প্রস্তুত থাকাটা প্রশ্নাতীত; কিন্তু বিপ্লব-উত্তর চার দশকে সোভিয়েত সমাজদেহে যে প্রধানতম ক্ষত তৈরি হয়, তাহার জন্য দায়ী ব্যক্তিপূজা। ১৯৭৪ সালের দিকে সমগ্র সোভিয়েত ইউনিয়ন যেন ভুগিতেছিল ব্রেজনেভ ম্যানিয়ায়। তাহার ছবি প্রতিদিন টেলিভিশনের পর্দায় দেখা যাইত। মাস্টারদের ক্লাস তাহার বন্দনা ছাড়া শুরু করা যাইত না। থিসিসের প্রথম অধ্যায়ে তাহার বাণীর উপস্থিতি ছিল বাধ্যতামূলক। এখন তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে কি আমরা ইহারই প্রতিফলন দেখিতে পাইতেছি না? সরকারি আমলা হইতে শুরু করিয়া রাজনৈতিক নেতাকর্মী এমনকি স্পর্শকাতর বিভাগের লোকজনও কি ব্যক্তিপূজায় নিমগ্ন নহেন? একদিকে ঘুষ, দুর্নীতি, কালোবাজারি, অর্থপাচার, ব্যাংক লোপাট ইত্যাদি অপকর্ম বাড়িতেছে, অন্যদিকে সমানতালে বাড়িতেছে ব্যক্তিবন্দনা। ইহার মাধ্যমে সকল অন্যায়-অপকর্ম কি জায়েজ বা হালাল করিবার বন্দোবস্ত করা হইতেছে না? ব্যক্তিপূজার নামে এই ভক্তিবাদ প্রদর্শনের হেতু কী, তাহা আজ দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। তবে ইহার পরও অনেকে রহিয়াছেন যাহারা ব্যক্তিপূজায় বিশ্বাসী নহেন। তাহারা দল বা প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে যেইটুকু না বলিলেই বা না করিলেই নহে, তাহাই করেন বা বলেন মাত্র; কিন্তু প্রতিষ্ঠান বা পারফরম্যান্সের চাইতে ব্যক্তিবিশেষের বন্দনায় শুধু হিতে বিপরীতই হয়। উত্তর কোরিয়াসহ বিভিন্ন দেশের সমাজ ও রাষ্ট্রে ব্যক্তিবিশেষই আজ প্রধান কথা। এইরূপ সমাজ ও রাষ্ট্র টিকসই হইতে পারে না। কোনো না কোনো সময় ভিতর হইতেই ভাঙিয়া পড়িবার দশা যে হইবে না তাহা নিশ্চয়তা দিয়া বলা যায় না। এই জন্য আমরা দেখি, ইসলাম ধর্মে ব্যক্তিপূজা বা তাক্বলিদ নিষিদ্ধ। প্রিন্সিপাল বা মূলনীতির অনুসরণকে প্রাধান্য না দিয়া ব্যক্তিপূজার ফল হয় অশুভ; কিন্তু ইহা যখন সর্বনাশ ডাকিয়া আনে, তখন আর কিছুই করিবার থাকে না। তখন পূজার্হ ব্যক্তির নায়ক হইতে খলনায়কে পরিণত হইতে সময় লাগে না।

যুগান্তর দলের দুঃসাহসী যুব বিপ্লবী ছিলেন ক্ষুদিরাম বসু

১৯০৬ সালের মার্চে মেদিনীপুরের এক কৃষি ও শিল্পমেলায় রাজদ্রোহমূলক ইস্তেহার বণ্টনকালে ক্ষুদিরাম প্রথম পুলিশের হাতে ধরা পড়লেও পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। পরবর্তী মাসে অনুরূপ এক দুঃসাহসী কর্মের জন্য তিনি পুলিশের হাতে ধরা পড়েন এবং আদালতে বিচারের সম্মুখীন হন। কিন্তু অল্প বয়সের বিবেচনায় তিনি মুক্তি পান। লিখেছেন বেবি চক্রবর্ত্তী...

১৯০৬ সালের মার্চে মেদিনীপুরের এক কৃষি ও শিল্পমেলায় রাজদ্রোহমূলক ইস্তেহার বণ্টনকালে ক্ষুদিরাম প্রথম পুলিশের হাতে ধরা পড়লেও পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। পরবর্তী মাসে অনুরূপ এক দুঃসাহসী কর্মের জন্য তিনি পুলিশের হাতে ধরা পড়েন এবং আদালতে বিচারের সম্মুখীন হন। কিন্তু অল্প বয়সের বিবেচনায় তিনি মুক্তি পান। ১৯০৭ সালে হাটগাছায় ডাকের থলি লুট করা এবং ১৯০৭ সালের ৬ ডিসেম্বর নারায়ণগড় রেল স্টেশনের কাছে বঙ্গের ছোটলাটের বিশেষ রেলগাড়িতে বোমা আক্রমণের ঘটনার সাথে তিনি জড়িত ছিলেন। একই বছরে মেদিনীপুর শহরে অনুষ্ঠিত এক রাজনৈতিক সভায় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যপন্থি রাজনীতির বিরুদ্ধে তিনি বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী ও স্বদেশী আন্দোলনের কর্মীদের প্রয়োজনভিত্তিক কঠোর সাজা ও দমননীতির কারণে কলকাতার প্রধান প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড বাঙালিদের অত্যন্ত ঘৃণার পাত্রে পরিণত হয়েছিলেন। যুগান্তর বিপ্লবীদল ১৯০৮ সালে তাঁকে হত্যার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং প্রফুল্ল চাকী ও ক্ষুদিরামের উপর এ দায়িত্ব পড়ে।

কর্তৃপক্ষ কিংসফোর্ডকে কলকাতা থেকে দূরে মুজাফফরপুরে সেশন জাজ হিসেবে বদলি করে দিয়েছিলেন। দুই যুবক ৩০ এপ্রিল স্থানীয় ইউরোপীয় ক্লাবের গেটের কাছে একটি গাছের আড়ালে অতর্কিত আক্রমণের জন্য ওত পেতে থাকেন। কিন্তু অত্যাচারী ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডের গাড়ির মতো অন্য একটি গাড়িতে ভুলবশত বোমা মারলে গাড়ির ভেতরে একজন ইংরেজ মহিলা ও তাঁর মেয়ে মারা যান। এই ঘটনার পর ক্ষুদিরাম ওয়ানি রেলস্টেশনে পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। তিনি বোমা নিক্ষেপের সমস্ত দায়িত্ব নিজের উপর নিয়ে নেন। তখন ক্ষুদিরামের বয়স ছিল ১৮ বছর ৭ মাস ১১ দিন। তিনি কনিষ্ঠতম বিপ্লবী হিসেবে সম্মানিত।

অন্যদিকে প্রফুল্ল চাকি গ্রেপ্তারের আগেই আত্মহত্যা করেন। কিন্তু অপর কোনো সহযোগীর পরিচয় দিতে বা কোনো গোপন তথ্য প্রকাশ করতে রাজি হননি।১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ থেকে আন্দোলন ১৯০৮ সাল পর্যন্ত চলমান ছিল। এ আন্দোলন ছিল গান্ধী-পূর্ব আন্দোলনসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সফল। প্রাথমিক পর্যায়ে সংবাদপত্রে বিবৃতি প্রদান, অসংখ্য সভা-সমাবেশ অনুষ্ঠিত ও স্মারকলিপি পেশ করে এবং ১৯০৪ সালের মার্চ ও ১৯০৫ সালের জানুয়ারি মাসে কলকাতা টাউন হলে অনুষ্ঠিত বিশাল সম্মেলন প্রভৃতি নরমপন্থী উপায়ে বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনার বিরোধিতা করা হয়েছিল। এ সকল কৌশলের সার্বিক ব্যর্থতা নতুন ধরনের বিরোধিতা যথা ব্রিটিশ পণ্য বর্জন, রাখি বন্ধন, অরন্ধন ইত্যাদি পন্থা অনুসন্ধানে বঙ্গভঙ্গ বিরোধীদের অনুপ্রাণিত করে।

তাত্ত্বিকভাবে, স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যে দুটি মূলধারা শনাক্ত করা যেতে পারে 'গঠনমূলক স্বদেশী' এবং 'রাজনৈতিক চরমপন্থা'। স্বদেশী আন্দোলনকে সফল করার জন্য 'বর্জননীতি' ছিল মূল হাতিয়ার। 'গঠনমূলক স্বদেশী' ছিল স্বদেশী শিল্পকারখানা, জাতীয় স্কুল, গ্রাম উন্নয়ন ও সংগঠন গড়ার প্রচেষ্টার মাধ্যমে আত্মসংস্থানের ধারা। প্রফুল্লচন্দ্র রায় অথবা নীলরতন সরকারের ব্যবসায়িক উদ্যোগ, সতীশচন্দ্র মুখার্জী কর্তৃক প্রবর্তিত জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক চিত্রিত ঐতিহ্যবাহী হিন্দু সমাজের পুনর্জাগরণের মাধ্যমে গ্রামসমূহে গঠনমূলক কাজের ভেতর দিয়ে এটা প্রকাশ লাভ করে। পুনর্গঠন প্রচেষ্টায় অশ্বিনীকুমার দত্তের স্বদেশ বান্ধব সমিতিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এরূপ অবস্থাকে রবীন্দ্রনাথ আত্মশক্তির উন্নয়ন বলে অভিহিত করেছেন।

রাজনৈতিক চরমপন্থী আদর্শের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট বাংলার উত্তেজিত শিক্ষিত যুবকদের কাছে এর আবেদন অতি সামান্যই ছিল। গঠনমূলক স্বদেশী প্রচারকদের সঙ্গে তাদের মৌলিক পার্থক্য ছিল পন্থা-পদ্ধতি নিয়ে। ১৯০৭ সালের এপ্রিলে অরবিন্দ ঘোষের পর পর প্রকাশিত কয়েকটি নিবন্ধে এ বিষয়ে বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ মতবাদ (Doctrine of Passive Resistance) নামে এগুলি পুনর্মুদ্রিত হয়। তিনি 'সুসংগঠিত ও অব্যাহতভাবে ব্রিটিশ পণ্যের বর্জন, আনুষ্ঠানিক কর্তৃত্বমূলক শিক্ষা, বিচার এবং নির্বাহী প্রশাসন' সংক্রান্ত কর্মসূচি উপলব্ধি করেন স্বদেশী শিল্প-কারখানা, স্কুল ও সালিশি আদালতের ইতিবাচক উন্নয়ন দ্বারা সমর্থিত। একই সঙ্গে আইন অমান্য আন্দোলন, রাজভক্তদের সামাজিকভাবে বর্জন এবং ব্রিটিশের নিপীড়ন সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেলে সশস্ত্র সংগ্রামের আশ্রয় গ্রহণের অভীপ্সাও তাঁর ছিল।

> রবীন্দ্রনাথ যদিও কয়েক বছর ধরে পুনর্জাগরণবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, কিন্তু সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদের ফলে ১৯০৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে গভীর উপলব্ধি থেকে পরপর প্রকাশিত কয়েকটি নিবন্ধে তিনি উল্লেখ করেন যে, দাঙ্গার জন্যে ব্রিটিশদের শুধু দোষারোপ করা ছিল এক অপর্যাপ্ত প্রতিক্রিয়া।

আধুনিকতাবাদী এবং হিন্দু পুনর্জাগরণবাদী ধারার মধ্যে সাংস্কৃতিক মতাদর্শ নিয়ে আরেকটি বিতর্ক সৃষ্টি হয়। সাধারণভাবে স্বদেশী মনোভাব ধর্মীয় পুনর্জাগরণের সঙ্গে রাজনীতিকে সংশ্লিষ্ট রাখার প্রচেষ্টায় ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত ছিল। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী দাবি করতেন যে, মন্দিরসমূহে স্বদেশী শপথ পদ্ধতি ব্যবহারকারী তিনিই প্রথম ব্যক্তি। জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনায় প্রায়শ শক্তিশালী পুনর্জাগরণবাদী উপকরণ অন্তর্নিহিত ছিল এবং বর্জনকে কার্যকর করার চেষ্টা করা হয়েছিল ঐহিত্যবাহী বর্ণপ্রথার বিধিনিষেধের মাধ্যমে। বন্দে মাতরম, সন্ধ্যা বা যুগান্তরের পাতায় এরূপ আগ্রাসী হিন্দুবাদ প্রায়ই অচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত থাকত, অথচ সঞ্জীবনী বা প্রবাসীর মতো ব্রাহ্ম পত্রিকাসমূহে এই মতের সমালোচনা করা হতো। হিন্দু পুনর্জাগরণবাদী ধারার সঙ্গে নতুন প্রদেশ মুসলমানদের জন্য অধিকতর চাকরির সুযোগ সৃষ্টি করবে এ ধরনের ব্রিটিশ প্রচারণা যুক্ত হয়ে উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মুসলমানদের স্বদেশী আন্দোলন-বিরোধী করে তুলতে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করে। সাম্প্রদায়িক ঐক্যের জন্য গজনবী, রসুল, দীন মোহাম্মদ, দাদার, লিয়াকত হোসেন প্রমুখ স্বদেশী আন্দোলনে বিশ্বাসী মুসলমানদের একটি সক্রিয় গ্রুপের আবেগঘন আবেদন সত্ত্বেও পূর্ববঙ্গে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছিল। হিন্দু জমিদার এবং মহাজনদের মধ্যে যারা মূর্তি সংরক্ষণের জন্য 'ঈশ্বরবৃত্তি' নামক দস্তুরি আরোপ করতে শুরু করেছিল তারাই এই দাঙ্গার লক্ষ্যে পরিণত হয়েছিল। সুতরাং বাংলায় মুসলমান সম্প্রদায়ের এক বিরাট অংশ স্বদেশী আন্দোলন হতে বিরত থাকে এবং মধ্যপন্থী বা চরমপন্থী রাজনীতিতে বিশ্বাসী হিন্দু ভদ্রলোকগণ এ আন্দোলনে অগ্রগামী ভূমিকা গ্রহণ করে।

আন্দোলনটির স্বতঃস্ফূর্ততার এরূপ একটি সীমাবদ্ধতা রবীন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য বিদগ্ধজনের চোখে ধরা পড়েছিল। রবীন্দ্রনাথ যদিও কয়েক বছর ধরে পুনর্জাগরণবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, কিন্তু সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদের ফলে ১৯০৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে গভীর উপলব্ধি থেকে পরপর প্রকাশিত কয়েকটি নিবন্ধে তিনি উল্লেখ করেন যে, দাঙ্গার জন্যে ব্রিটিশদের শুধু দোষারোপ করা ছিল এক অপর্যাপ্ত প্রতিক্রিয়া।

এ সকল সাংস্কৃতিক সীমাবদ্ধতার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণভাবে বুর্জোয়া আকাঙ্ক্ষা সম্বলিত কিন্তু প্রকৃত বুর্জোয়াদের বাস্তব সমর্থন ছাড়া ব্রিটিশপণ্য বর্জন ও স্বদেশী আন্দোলনের ইতিহাস বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরে। বর্জন নীতি প্রাথমিক পর্যায়ে কিছু সাফল্য অর্জন করে ১৯০৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতার কাস্টমস্ কালেক্টর ম্যানচেস্টার কাপড়ের বিক্রয়ে কিছু পড়তিভাব লক্ষ্য করেন।

এ অবনতি কলকাতার মাড়োয়ারি ব্যবসায়ী এবং ব্রিটিশ উৎপাদকদের মধ্যে বাণিজ্যিক শর্তাদির ক্ষেত্রে বিবাদ সৃষ্টিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। এটিও গুরুত্বপূর্ণ যে, ভারতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ব্যবহৃত সামগ্রীসমূহের মধ্যে জুতা এবং সিগারেটের চাহিদাই সবচেয়ে বেশি হ্রাস পায়।

এরূপ সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও স্বদেশী মতবাদ তাঁত শিল্প, রেশম বয়ন এবং আরও কতিপয় ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্পে উল্লেখযোগ্য পুনর্জাগরণ সাধন করতে সক্ষম হয়েছিল। আধুনিক শিল্পের বিকাশ ঘটাতেও বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল। এভাবে ১৯০৬ সালের আগস্ট মাসে বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং পোর্সেলিন, ক্রোম, সাবান, ম্যাচ ও সিগারেট-এর ক্ষেত্রেও কয়েকটি সফল উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

স্বদেশী বাংলায় জাতীয় শিক্ষা প্রচেষ্টার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বৈচিত্র্য দেখা যায়।

এ জাতীয় শিক্ষা প্রচেষ্টা মাতৃভাষার মাধ্যমে কারিগরি শিক্ষা

তাঁকে মৃত্যুদন্ড প্রদান করা হয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষ্য অনুসারে মুজফফরপুর কারাগারে ১৯০৮ সালের ১১ আগস্ট ফাঁসিতে তাঁর মৃত্যু হয়। "একবার বিদায় দে মা ভারতবাসী "-- অশ্রুসিক্ত সেই গান আজও এই সাহসী বীর বাঙালী বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসু নিঃস্বার্থ দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগ চিরসম্মরণীয়।

শশী থারুর

ইউক্রেন যুদ্ধ ও মোদির কিয়েভ মিশন

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যেদিন মস্কোতে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে তাঁর বিতর্কিত বৈঠকটি করছিলেন, কাকতালীয়ভাবে ওই দিন ওয়াশিংটনে ন্যাটোর শীর্ষ সম্মেলন চলছিল। এর এক মাসের কিছু বেশি সময় পর (চলতি আগস্টের শেষের দিকে) মোদি ইউক্রেন সফর করতে যাচ্ছেন।

কিয়েভের একটি শিশু হাসপাতালে এবং ইউক্রেনজুড়ে যেদিন রাশিয়া বিমান হামলা চালিয়ে কমপক্ষে ৪২ জন বেসামরিক নাগরিককে হত্যা করেছিল, সেদিন সংবাদমাধ্যমে পুতিনের সঙ্গে মোদির কোলাকুলির ছবি সম্প্রচারিত হচ্ছিল। সেই ছবি ব্যাপক ক্ষোভ উসকে দিয়েছিল। ওই দিন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি বলেছিলেন, মস্কোতে বিশ্বের সবচেয়ে নিকৃষ্ট রক্তপিপাসু অপরাধীকে এমন একটি দিনে বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের নেতার এভাবে আলিঙ্গন করাটা শান্তিপ্রচেষ্টার ওপরে একটি ধ্বংসাত্মক আঘাত।

তাহলে মোদির এই আচরণের ব্যাখ্যা কী হতে পারে? ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে ভারত সতর্ক পথে হাঁটছে। দুই বছরের বেশি সময় ধরে ভারত রাশিয়ার সঙ্গে তার দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ক এবং জাতিসংঘ সনদের প্রতি সমর্থনের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ক্রেমলিনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার বিষয়ে ভারতের অনীহার কারণ সহজেই বোঝা যায়। ভারত বাইরে থেকে যত অস্ত্র কিনেছে, তার ৪০ শতাংশের বেশি কিনেছে রাশিয়ার কাছ থেকে। তবে এটিও নিশ্চিত করে বলা যায়, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে রাশিয়া থেকে ভারতের অস্ত্র কেনা অনেকটা কমে গেছে। যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ইসরায়েল এবং অন্যান্য পশ্চিমা দেশ থেকে বেশি অস্ত্র ও প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম কিনছে দেশটি। অস্ত্র ও প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম খাতে ভারতের ক্ষেত্রে অতীতের জের তার বর্তমানের ওপর অনেক বেশি প্রভাব ধরে রেখেছে। কেননা ভারতের ৮৬ শতাংশ সামরিক সরঞ্জামই রাশিয়ান 'বংশোদ্ভূত' এবং সেগুলো চালু রাখতে হলে রাশিয়ার খুচরা যন্ত্রাংশ লাগবেই।

এদিকে রাশিয়ার ওপর পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞার মধ্যেই রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের জ্বালানি সম্পর্ক গভীর হয়েছে। ২০২১-২২ সালে ভারত যেখানে রাশিয়া থেকে ২৪০ কোটি ডলারের অপরিশোধিত তেল আমদানি করেছিল, বড় ধরনের মূল্য ছাড় পেয়ে সেখানে ২০২৩-২৪ সালে তারা রাশিয়া থেকে আমদানি করেছে ৪ হাজার ৬৫০ কোটি ডলারের তেল। মূলত মস্কোর ওপর পশ্চিমাদের অবরোধের সুবাদেই রাশিয়া ভারতের তেল ও গ্যাসের প্রধান সরবরাহকারী হয়ে উঠেছে।

পশ্চিমারা এখন স্বীকার করছে, ভারত রাশিয়ার কাছ থেকে এই বিপুল পরিমাণ জ্বালানি কেনার কারণে বিশ্বব্যাপী জ্বালানির দাম বৃদ্ধি ঠেকানো গেছে। এ কারণে পশ্চিমারা ভারতের এই জ্বালানি কেনাকে নীরবে ক্ষমার চোখে দেখে আসছে।

এই সবকিছুর পরিপ্রেক্ষিতে ভারত এখন পর্যন্ত ইউক্রেন যুদ্ধের জন্য রাশিয়ার সমালোচনা থেকে বিরত থেকেছে। ইউক্রেনে যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়ে জাতিসংঘে অনুষ্ঠিত কয়েক দফা ভোটাভুটিতে ভোটদান থেকেও বিরত থেকেছে। মস্কোতে পুতিনের সঙ্গে মোদির বৈঠকের পর যে যৌথ বিবৃতি প্রকাশ করা হয়েছিল তা থেকে বোঝা যায়, রাশিয়া ইউক্রেনের দখলকৃত অংশকে নিজের অংশ বলে যে দাবি করে আসছে, তাতে ভারত সায় দিচ্ছে। একই সঙ্গে ভারত রাশিয়ার এই আগ্রাসনমূলক অভিযানকে স্বীকৃতি না দেওয়ার ব্যাপারেও সতর্ক অবস্থানে রয়েছে। মস্কোতে পুতিনের সঙ্গে বৈঠকের সময় মোদি স্পষ্ট করেই বলেছেন, এই যুদ্ধের সমাধান যুদ্ধক্ষেত্রে পাওয়া যাবে না।

যদিও যুক্তরাষ্ট্র সরকার রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের এই ভারসাম্যমূলক সম্পর্ককে মেনে নিয়েছে, তারপরও মোদির মস্কো সফরকে তারা 'দুঃখজনক' বলে আখ্যায়িত করেছে। এর মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র এই বার্তা দিচ্ছে যে চীনের আধিপত্য মোকাবিলার ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে একটি অপরিহার্য অংশীদার হিসেবে গণ্য করলেও রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের ঘনিষ্ঠতা ওয়াশিংটন ও দিল্লির বিপক্ষীয় সম্পর্কে টানাপোড়েন তৈরি করতে পারে।

ইউক্রেন যুদ্ধ অবসানে ভারতের অগ্রণী ভূমিকা রাখা ওয়াশিংটনের সঙ্গে দিল্লির সম্পর্ক বাড়ানোর ক্ষেত্রে বড় ধরনের ভূমিকা রাখতে পারে। এ ক্ষেত্রে মোদি তার কিয়েভ সফরকে কাজে লাগাতে পারেন। মোদির মস্কো সফর যেমন ওয়াশিংটনের বিরক্তি উৎপাদন করেছিল, তেমনি তাঁর ইউক্রেন সফর মস্কোকে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া জানাতে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। তারপরও মোদির ইউক্রেন সফর অত্যন্ত জরুরি। এই সফরের মধ্য দিয়েই ইউক্রেন যুদ্ধ ইস্যুতে ভারতের মধ্যস্থতা করার সক্ষমতা বৈশ্বিক মঞ্চে প্রদর্শিত হতে পারে।

শশী থারুর ভারতের কংগ্রেস পার্টির পার্লামেন্ট সদস্য

সৌজন্যে: প্রজেক্ট সিন্ডিকেট, সংক্ষিপ্তাকারে অনুবাদ

প্রথম নজর

হেরা গুহায় ক্যাবল কার তৈরি করবে সৌদি আরব

আপনজন ডেস্ক: পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ হওয়া হেরা গুহায় সাধারণ মানুষের প্রবেশ আরও সহজ করতে সৌদি আরব ক্যাবল কার সিস্টেম নির্মাণের পরিকল্পনা করেছে। দেশটির লক্ষ্য ২০২৫ সালের মধ্যে এই সেবা চালু করা। ক্যাবল কারের মাধ্যমে দর্শনার্থীরা সহজেই হেরা গুহায় পৌঁছাতে পারবেন। এই গুহাটি পবিত্র কাবা শরীফ থেকে ৪ কিলোমিটার দূরে এবং ৬৩৪ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত। মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এই গুহায় আল্লাহর কাছ থেকে কোরআনের প্রথম বাণী পেয়েছিলেন। সৌদি সরকার হেরা গুহার আশেপাশের এলাকাকে একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা করছে। ক্যাবল কার সিস্টেম নির্মাণ এই বৃহত্তর পরিকল্পনার অংশ।

বিখ্যাত জাবাল আল নূর পাহাড়ে অবস্থিত হেরা গুহাটি 'আলোর পাহাড়' নামেও পরিচিত। পাহাড়টির আকৃতি উটের কুঁজের মতো এবং এতে অনেক খাড়া ঢাল রয়েছে। হেরা গুহায় একসঙ্গে পাঁচজন মানুষ বসতে পারেন। এটি মুসলিমদের জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান, কারণ এর সঙ্গে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর স্মৃতি এবং ইসলামের ইতিহাস গভীরভাবে জড়িয়ে আছে। ইসলামের আবির্ভাব এবং কোরআন অবতীর্ণের আগে হেরা গুহাটি তেমন পরিচিত ছিল না।

বিক্ষোভে উত্তাল পাকিস্তানের বেলুচিস্তান

আপনজন ডেস্ক: মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজগুলোতে ভর্তি পরীক্ষার ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদে আন্দোলনে নেমেছেন পাকিস্তানের বেলুচিস্তানের ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীরা। কোয়েটা প্রেসক্লাবের সামনে শিক্ষার্থীরা তাদের দাবি সম্বলিত বিভিন্ন প্ল্যাকার্ড নিয়ে জড়ো হন। পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম ডন জানিয়েছে, পাকিস্তানে মেডিকেল এবং ডেন্টাল কলেজের ভর্তি পরীক্ষা একই সঙ্গে হয়। এই পরীক্ষার নাম মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কলেজ অ্যাডমিশন টেস্ট (মেডিক্যাট)। চলতি বছর মেডিক্যাট পরীক্ষার ফি ৮ হাজার রুপি নির্ধারণ করেছে কর্তৃপক্ষ। জানা গেছে, ভর্তি পরীক্ষার ফি বাড়ানোর কারণে বহু দরিদ্র শিক্ষার্থী পরীক্ষা দিতে পারছে না বলে অভিযোগ করেছে শিক্ষার্থীরা। তারা শিক্ষাকে সহজলভ্য করতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। এদিকে পাকিস্তানজুড়ে ইন্টারনেট ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারে মারাত্মক সমস্যার মুখে পড়ছেন ব্যবহারকারীরা। দেশটিতে ইন্টারনেট সচল থাকলেও এর গতি কম। ফলে বিঘ্নিত হচ্ছে ব্যবসা-বাণিজ্য। তবে কেন এমন ঘটছে এর কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারেনি পাকিস্তান টেলিকমিউনিকেশন অথরিটি (পিটিএ)। দেশটির বহু ব্যবহারকারী জানিয়েছেন, তারা অনেক ওয়েবসাইটে প্রবেশ করতে পারছেন না। তবে কেউ কেউ ভিপিএন ব্যবহার করছেন।

এর আগে নিরাপত্তা হুমকির অজুহাত তুলে গত ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের কয়েক দিন আগে ও পরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স বন্ধ করে দিয়েছিল পাকিস্তান সরকার। সংবাদমাধ্যম ডয়চে ভেলে জানিয়েছে, সম্প্রতি বেলুচিস্তানে সরকারবিরোধী বড় ধরনের বিক্ষোভ হয়েছে। বেলুচিস্তান প্রদেশে চীন-সমর্থিত বিমানবন্দর প্রকল্পের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষদের অসন্তোষ বাড়ছে বলে মনে করেন বিশ্লেষকেরা। উল্লেখ্য, বেলুচিস্তানের বন্দর শহর গোয়াদরে চীনের সহায়তায় আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর তৈরি করেছে পাকিস্তান। এটি এখন উদ্বোধনের অপেক্ষায়। এরই মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতিগত বেলুচরা প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংসের অভিযোগ তুলে সরকারের বিরুদ্ধে ব্যাপক বিক্ষোভ শুরু করেছে। বেলুচদের রাজনৈতিক এবং আর্থসামাজিক অধিকার নিয়ে কাজ করা সংগঠন বেলুচ ইয়াকজেহতি কমিটির (বিওয়াইসি) নেতা মাহরাং বালুচ বলেন, পাকিস্তান সরকার হাজার হাজার বেলুচকে জোরপূর্বক গুম ও বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে।

তুরস্কের পার্লামেন্টে তুমুল হাতাহাতি

আপনজন ডেস্ক: সরকারবিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত থাকার দায়ে বিরোধী এক নেতাকে জেলে দেওয়া নিয়ে বিতর্কের জেরে তুরস্কের পার্লামেন্টে হাতাহাতির ঘটনা ঘটেছে। শুক্রবার দেশটির ইতিহাসে বিরল এই ঘটনা ঘটে। সংবাদমাধ্যম রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত জুন মাসে কথিত জঙ্গি যোগসূত্রের জন্য দক্ষিণ-পূর্ব তুরস্কে ডিইএম পার্টির মেয়রকে আটকের ঘটনা নিয়ে তার দলের আইনপ্রণেতাদের সঙ্গে ক্ষমতাসীন একেপির আইনপ্রণেতাদের হাতাহাতির ঘটনা ঘটে।

এ ঘটনার ভিডিও ফুটেজে দেখা যায়, বিরোধী দলীয় নেতা আহমেত সিক পার্লামেন্টে বক্তৃতা দেওয়ার সময় তার দিকে ধেয়ে আসেন ক্ষমতাসীন একেপি দলের আইনপ্রণেতারা। এ সময় তাকে কিল-ঘুষি মারতে থাকেন। এছাড়া অনেকে তাকে ঘুষি দিতে ছুটে আসছেন এবং আরো কয়েকজন এই হাতাহাতিতে যোগ দিচ্ছেন। কেউ কেউ অন্যদের আটকানোরও চেষ্টা করছেন। স্পিকারের পোডিয়ামে রক্ত ছড়িয়ে পড়তে দেখা গেছে।

সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, ২০১৩ সালে সমাজকর্মী ওসমান কাভালাকে নিয়ে সরকার উৎখাতের অভিযোগ ওঠে বিরোধী নেতা আতালয়ের বিরুদ্ধে। ২০২২ সালে তাকে ১৮ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। বর্তমানে ওসমান কাভাল ও আতালয় উভয়ই কারাগারে আছেন। তাদের দুজনই এসব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। কারাগারে থাকার পরেও গত বছর এমপি নির্বাচিত হন তুরস্কের বিরোধী দল টিআইপির নেতা আতালয়। পরে তাঁর সংসদ সদস্য পদ স্থগিত হয়। তবে আদালত পরে তার সংসদ সদস্য পদ ফিরিতে দেওয়ার নির্দেশ দেন।

এমপক্সকে কেন বিশ্বব্যাপী জরুরি স্বাস্থ্য অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে

আপনজন ডেস্ক: বিশ্বজুড়ে বাড়ছে এমপক্স ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব। আফ্রিকা, ইউরোপের পর সর্বশেষ এশিয়ার পাকিস্তানে তিনজন রোগী শনাক্ত হয়েছে। দ্রুত ছড়িয়ে পড়ায় ছোঁয়াচে এ ভাইরাস নিয়ে জনস্বাস্থ্যের জন্য সতর্কতা জারি করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিওএইচও)। আগে মাঙ্কিপক্স নামে পরিচিত অত্যন্ত সংক্রামক এই রোগে গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্রে অন্তত ৪৫০ জনের মৃত্যু হয়েছে।

গুটিবসন্তের একই গোত্রীয় ভাইরাস হলেও এমপক্স সাধারণত অনেক কম ক্ষতিকারক। প্রথমে এটি প্রাণী থেকে মানুষের মধ্যে স্থানান্তরিত হয়েছিল। কিন্তু এখন এটি মানুষ থেকে মানুষেও ছড়ায়। এই রোগে আক্রান্তদের প্রাথমিক লক্ষণগুলোর মধ্যে রয়েছে জ্বর, মাথাব্যথা, ফোলা, পিঠে এবং পেশিতে ব্যথা। আক্রান্ত ব্যক্তির একবার জ্বর উঠলে গায়ে ফুসকুড়ি দেখা দিতে পারে। সাধারণত মুখ থেকে শুরু হয়ে পরে হাতের তালু এবং পায়ের তলদেশসহ শরীরের অন্যান্য অংশে তা ছড়িয়ে পড়ে। অত্যন্ত চুলকানো বা ব্যথাদায়ক এই ফুসকুড়িগুলো পরিবর্তন হয় এবং বিভিন্ন ধাপ পেরিয়ে স্ক্যাব বা গোল গোল পুরু আস্তরে পরিণত হয়ে শেষে পড়ে যায়। এর ফলে দাগ সৃষ্টি হতে পারে। সংক্রমণের ১৪ থেকে ২১ দিনের মধ্যে এটি নিজে নিজেই ঠিক হয়ে যেতে পারে। তবে ছোট শিশুসহ ঝুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠীর জন্য কিছু ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত মারাত্মক। এর আক্রমণের কারণে গুরুতর ক্ষেত্রে মুখ, চোখ এবং যৌনাঙ্গসহ পুরো শরীরে ক্ষত তৈরি হতে পারে। গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্রের মতো পশ্চিম এবং মধ্য আফ্রিকার গ্রীষ্মমন্ডলীয় রেইনফরেস্ট সমৃদ্ধ দেশের প্রত্যন্ত গ্রামগুলোতে এমপক্স সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। এই অঞ্চলগুলোতে প্রতি বছর হাজার হাজার মানুষ এতে আক্রান্ত হয় আর শত শত মানুষের মৃত্যু হয়, যার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় ১৫ বছরের কম বয়সী শিশুরা। বর্তমানে অনেকগুলো দেশে বিভিন্ন প্রাদুর্ভাব একইসঙ্গে দেখা যাচ্ছে- বিশেষ করে কঙ্গো এবং এর প্রতিবেশী দেশগুলোতে। রোগটি সম্প্রতি বুরুন্ডি, রুয়ান্ডা, উগান্ডা এবং কেনিয়াতে দেখা গেছে যা সাধারণত সেখানে দেখা যায় না। এমপক্সের দুটি ধরন রয়েছে - ক্লেড ১, যা সাধারণত আরও গুরুতর হয় এবং ক্লেড ২। ক্লেড ১ ভাইরাস - কয়েক দশক ধরে কঙ্গোতে বিক্ষিপ্ত প্রাদুর্ভাবের কারণ ছিল এবং এখন ছড়িয়ে পড়া ধরনটিও এটি। ক্লেড ১'র কিছু ধরনে প্রাপ্তবয়স্কদের তুলনায় শিশুরা বেশি আক্রান্ত হবার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে।

এমপক্স সংক্রমিত ব্যক্তির সঙ্গে যৌন সম্পর্ক, সরাসরি সংস্পর্শ কিংবা আক্রান্ত ব্যক্তির কাছাকাছি এসে কথা বলা বা শ্বাস নেয়ার মতো ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের মাধ্যমে এটি একজনের থেকে অন্যজনে ছড়িয়ে পড়ে। ভাইরাসটি ফাটা চামড়া, শ্বাসতন্ত্র বা চোখ, নাক বা মুখ দিয়ে শরীরে প্রবেশ করতে পারে। ভাইরাসে দূষিত হয়েছে এমন জিনিস যেমন বিছানা, পোশাক এবং তোয়ালে স্পর্শের মাধ্যমেও এটি ছড়াতে পারে। বানর, ইঁদুর এবং কাঠবিড়ালির মতো কোনো প্রাণী যদি এতে সংক্রমিত হয় আর কেউ যদি ওই সংক্রমিত প্রাণীর সঙ্গে বেশি কাছাকাছি আসে তবে তিনি এতে আক্রান্ত হতে পারেন। ২০২২ সালের বৈশ্বিক প্রাদুর্ভাবের সময় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যৌন সম্পর্কের মাধ্যমে ভাইরাসটি ছড়িয়ে পড়ে। কঙ্গোর বর্তমান প্রাদুর্ভাবের বড় একটি কারণ আক্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে যৌন সম্পর্ক ও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। ছোট শিশুসহ অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে এমপক্স পাওয়া গেছে।

রোগের উপসর্গযুক্ত ব্যক্তির স্বাস্থ্যকর্মী এবং পরিবারের সদস্যসহ তার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসা যে কেউ এই ভাইরাসে আক্রান্ত হতে পারেন। কে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে রয়েছে সে সম্পর্কে আরও বুঝতে বিশেষজ্ঞরা পরিস্থিতি নিয়ে গবেষণা করছেন। এদের মধ্যে অল্পবয়সী শিশুরা থাকতে পারে। কারণ একদিকে তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল, অন্যদিকে অঞ্চলটির অনেকেরই পুষ্টির অভাব রয়েছে। ফলে রোগের বিরুদ্ধে তাদের লড়াই করা বেশি কঠিন হয়ে যায়।

মুসল্লিদের হত্যার হুমকি দেয়ায় ব্রিটেনে যুবক আটক

আপনজন ডেস্ক: মসজিদে অগ্নিসংযোগ ও মুসল্লিদের হত্যার হুমকি দেয়ার অভিযোগে ব্রিটেনে ব্লেক হেড্রি নামক এক ব্যক্তিকে আটক করেছে প্রশাসন।

শুক্রবার (১৬ আগস্ট) আরব নিউজের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানা গেছে। অভিযোগ প্রমাণিত হলে শুক্রবার হেড্রিকে আড়াই বছরের কারাদণ্ড দেয়ার কথা রয়েছে। সংবাদমাধ্যমটি জানিয়েছে, সোমবার (৫ আগস্ট) টেলিফোনে হুমকি দেন হেড্রি। এ সময় তিনি বলেন, 'ভবনের ভেতরে থাকা সবাইকে হত্যা করে ফেলবে।' হুমকি দেয়ার তিন দিন পর তাকে গ্রেফতার করা হয় বলে জানিয়েছে বিবিসি। মেট্রোপলিটন পুলিশ জানিয়েছে, 'এ হুমকির পর থেকে মুসলিম ও অভিভাসীরা নিরাপত্তা শঙ্কায় ভুগছে। তবে চিন্তার কারণ নেই। আমরা হেড্রির কল রেকর্ডগুলো ২৪ ঘণ্টা ধরে দেখছি। আশা করি, অভিবাসী ও মুসলিম সম্প্রদায় ন্যায়বিচার পাবে। তারা শঙ্কা মুক্ত হবে।' মেট্রোপলিটন পুলিশ কমান্ডার লুইস পুডফুট এক বিবৃতিতে বলেন, 'আমরা বুঝতে পারছি যে সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে দেশে যে সহিংস ঘটনা ও অপরাধ দেখা গেছে, তাতে মুসলিমরা নিজেদের নিরাপত্তা নিয়ে বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন। আমাদের টিম এই সময়ের মধ্যে সংঘটিত সকল অপরাধ তদন্ত করছে। আমরা মুসলিমদের আস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছি।' এর আগে সোমবার (২৯ জুলাই) আয়োজিত নৃত্যকর্মশালায় ছুরিকাঘাতে তিন শিশুর মৃত্যু হয়। এছাড়াও আরো আট শিশু এবং দু'জন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি গুরুতর জখম হন। আহতরা আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। ঘটনার পর হঠাতই রটে যায়, আক্রমণকারী একজন শরণার্থী মুসলিম। তিনি নৌকাযোগে যুক্তরাজ্যে এসেছিলেন। এই ভুয়ো তথ্যকে কেন্দ্র করে সাউথপোর্টের শোকের আবহাওয়া পরিণত হয় ক্ষোভে, যার আগুন ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ে যুক্তরাজ্যের একাধিক শহরে। ফলে সেখানে দাঙ্গা পরিস্থিতি দেখা দেয়। যদিও এই ঘটনায় অভিযুক্ত হিসেবে অ্যাঞ্জেল মুগানওয়া রুদাকুবানার নামে এক তরুণকে গ্রেফতার করা হয়েছে। কিন্তু তার সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই বলে পুলিশ জানিয়েছে।

হাইতিতে কারাগার থেকে পালানোর সময় ১২ আসামি নিহত

আপনজন ডেস্ক: ক্যারিবীয় দ্বীপরাষ্ট্র হাইতির একটি কারাগার থেকে পালানোর সময় ১২ জন আসামি নিহত হয়েছেন।

শুক্রবার (১৬ আগস্ট) সেন্ট-মার্কের একটি কারাগারে এই ঘটনা ঘটেছে। এটি রাজধানী থেকে প্রায় ৫৫ মাইল (৮৮ কিলোমিটার) উত্তরে অবস্থিত। সেন্টমার্ক শহরের মেয়র জানান, হাইতিতে চলমান গ্যাং সহিংসতার কারণে দীর্ঘায়িত মানবিক সংকটের মধ্যে সাম্প্রতিক মাসগুলোতে ঘটা এ ধরনের তৃতীয় ঘটনা এটি। রাষ্ট্রীয় প্রসিকিউটর ভেনসন ফ্রাঙ্কোইস জানান, শুক্রবার বিকেলে কারাগারের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। সেখানে প্রায় ৫৪০ বন্দি রয়েছেন। স্থানীয়দের পলাতকদের বিষয়ে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে বলেও জানান তিনি।

তিনি আরো জানান, পরিস্থিতি বর্তমানে নিয়ন্ত্রণে আছে। তবে ফলাফল বিপর্যয়কর। পুলিশের সব আবাসস্থল পুড়ে গেছে। সংরক্ষণাগারগুলোও পুড়ে গেছে। আসামিরা তাদের সেল ছাড়া সবকিছুই পুড়িয়ে দিয়েছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া এ ঘটনার ভিডিওগুলোতে দেখা গেছে, কারাবন্দিরা দেয়ালের ওপর উঠছে এবং কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা দেয়ালের ওপাশ থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে। একটি বিকট বিস্ফোরণের শব্দ এবং আগুনও দেখা গেছে ভিডিওতে।

স্থানীয় সরকারি কর্মকর্তা ওয়াল্টার মন্টাস জানিয়েছেন, বন্দিরা বেশকিছু দিন ধরে খাবারের সঙ্কটে ভুগছেন। এতে ভয়ানক স্বাস্থ্য পরিস্থিতির মুখে পড়েন তারা। এমন পরিস্থিতির মধ্যেই কারাগার থেকে পালান বন্দিরা।

এ ঘটনা সম্পর্কে হাইতির জাতীয় পুলিশ বিভাগ তাৎক্ষণিকভাবে কোনও মন্তব্য করেনি।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

মার্কিন-জার্মান ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা গুঁড়িয়ে দিলো মস্কো

আপনজন ডেস্ক: রাশিয়ার পশ্চিম সীমান্তবর্তী কুরস্ক শহর দখল ও পুনরুদ্ধারের পাল্টাপাল্টি দাবিতে জমে উঠেছে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ। এরমধ্যেই ইউক্রেনে মোতায়েন করা যুক্তরাষ্ট্র-জার্মানির তিন ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা মস্কো গুঁড়িয়ে দিয়েছে।

রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, রুশ ক্ষেপনাস্ত্র হামলায় মার্কিন প্যাট্রিয়ট ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার পাশাপাশি জার্মান নির্মিত আইআরআইএসটি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও ধ্বংস করা হয়েছে। শুক্রবার (১৬ আগস্ট) একটি ভিডিও প্রকাশ করে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়।

ভিডিওতে দিপ্রোপেত্রোভস্ক অঞ্চলের একটি মাঠে দুটি প্যাট্রিয়ট লঞ্চার এবং একটি এএন/এমপিকিউ-৬৫ রাডার স্টেশনের ড্রোন ফুটেজ দেখানো হয়েছে। এরপর ক্ষেত্রটিতে একটি ইস্কান্দার-এম ক্ষেপণাস্ত্রের ক্লাস্টার বোমার সাহায্যে আঘাত করা হয়। এতে রাডার স্টেশন এবং পেট্রিয়ট লঞ্চার দুটিই ধ্বংস হয়ে যায়।

এর আগে রুশ বিমান হামলা মোকাবেলায় যুক্তরাষ্ট্র এবং ন্যাটো সামরিক জোটভুক্ত দেশগুলোর কাছে সাহায্যের আবেদন জানিয়েছিলেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। তার আবেদনের প্রেক্ষিতে ইউক্রেনকে অনির্দিষ্ট সংখ্যক বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দিয়েছিলো যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা।

এদিকে কুরস্ক অঞ্চলে কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ একটি সেতু ধ্বংস করেছে ইউক্রেন। রুশ সেনাবাহিনীর রসদ সরবরাহের জন্য সেতুটি ব্যবহার করতো ক্রেমলিন। সেতুটি ধ্বংসের কারণে সেনাদের সরবরাহ ব্যবস্থায় প্রভাব পড়বে বলে মনে করা হচ্ছে।

তবে, সেতুটি ধ্বংসের বিষয়ে এখন পর্যন্ত কোনো মন্তব্য করেনি রুশ কর্তৃপক্ষ।

২০২২ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি ইউক্রেনে সামরিক অভিযান শুরুর ঘোষণা দেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। এরপর এ পর্যন্ত টানা ৯০৪ দিনের মতো চলছে এই যুদ্ধ। এতে দুই পক্ষের বহু সেনা ও বেসামরিক নাগরিক হতাহত হলেও এখন পর্যন্ত এ যুদ্ধ বন্ধের কোনো লক্ষণ নেই। উল্টো দুই দেশের সীমান্ত অঞ্চলে বেড়েছে সংঘাত।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.৫০মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.১১ মি.

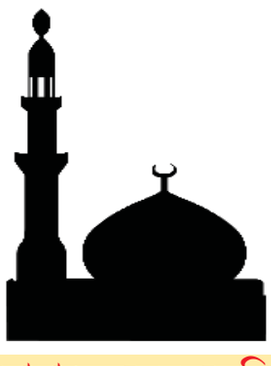

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.৫০	৫.১৪
যোহর	১১.৪৫	
আসর	৪.১৪	
মাগরিব	৬.১১	
এশা	৭.২৫	
তাহাজ্জুদ	১১.০১	

লেবাননে ইসরায়েলের হামলা, নিহত বেড়ে ১০

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ লেবাননের নাবাহিত শহরের একটি আবাসিক ভবনে ইসরায়েলি বিমান হামলায় নিহত বেড়ে ১০ জনে দাঁড়িয়েছে। এ ছাড়া এ ঘটনায় আহত হয়েছে আরো তিনজন। লেবাননের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় শনিবার ভোরে এ তথ্য জানিয়েছে। লেবাননের সূত্রগুলো আবাসিক ভবনে হামলা হওয়ার কথা জানালেও ইসরায়েল দাবি করেছে, তারা দেশটির সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহর একটি অস্ত্র ঘাঁটি লক্ষ্য করে এই হামলা চালিয়েছিল। তবে এই হামলায় হতাহতের বিষয়ে কোনো তথ্য দেয়নি ইসরায়েল।

সুদানে আধাসামরিক বাহিনীর হামলায় নিহত ৮০

আপনজন ডেস্ক: মধ্য সুদানের সিন্নার রাজ্যের জলকনি গ্রামে আধাসামরিক বাহিনী আরএসএফের হামলায় অন্তত ৮০ জন নিহত হয়েছেন। স্থানীয়দের বরাত দিয়ে শনিবার (১৭ আগস্ট) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে এনডিটিভি। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শুক্রবার রাতে মধ্য সুদানের সিন্না ইয়ুথ গ্যাদারিং নামক একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের এক বিবৃতিতে বলা হয়, বৃহস্পতিবার আধাসামরিক বাহিনী আরএসএফ মধ্য সুদানের সিন্নার রাজ্যের জলকনি গ্রামে হামলা চালিয়েছে। এতে অন্তত ৮০ জন নিহত হয়েছেন। বিবৃতিতে আরো বলা হয়, আরএসএফ সদস্যরা ওই গ্রামে মেয়েদের অপহরণের জন্য গিয়েছিল। এ সময় স্থানীয়রা বাধা দিলে নির্বিচারে গুলি চালায় আরএসএফ সদস্যরা। এ নিয়ে আরএসএফের পক্ষ থেকে কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

গত জুন থেকেই আরএসএফ রাজ্যের রাজধানী সিঙ্গাসহ সিন্নার রাজ্যের বড় অংশ নিয়ন্ত্রণ করছে আরএসএফ। অন্যদিকে সিন্নার রাজ্যের পূর্বাঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে সুদানের সামরিক বাহিনী সুদানিজ আর্মড ফোর্সেসের (এসএএফ) নিয়ন্ত্রণে। ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর মাইগ্রেশনের মতে, সিন্নার রাজ্যে লড়াইয়ে সাত লাখ ২৫ হাজারের বেশি মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে। গত বছরের এপ্রিল থেকে চলমান এসএফ ও আরএসএফের মধ্যকার লড়াইয়ে প্রাণ হারিয়েছে ১৬ হাজার ৬৫০ জন।

পাকিস্তানে বৈদ্যুতিক খুঁটিতে ঝুলন্ত অবস্থায় ৫ গুলিবিদ্ধ মরদেহ উদ্ধার

আপনজন ডেস্ক: পাকিস্তানের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশ বেলুচিস্তানে একটি বৈদ্যুতিক খুঁটিতে পাঁচজনের গুলিবিদ্ধ মরদেহ ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। শুক্রবার (১৬ আগস্ট) বেলুচিস্তানের দালবন্দিন শহরের একটি কলেজের কাছে স্থানীয় সময় ভোরে মরদেহগুলো পাওয়া যায় বলে এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম ডন নিউজ। জানা গেছে, ওই শহরে বিচ্ছিন্নতাবাদী জঙ্গি গোষ্ঠীগুলো একটি দীর্ঘ এবং রক্তক্ষয়ী বিদ্রোহ চালিয়েছে। স্থানীয় একজন সিনিয়র সরকারি কর্মকর্তা আতিক শাহওয়ানি বলেন, 'পাঁচটি গুলিবিদ্ধ মরদেহ একটি বৈদ্যুতিক তোরণে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে।' তিনি আরো জানান, সম্ভবত গত বৃহস্পতিবার তাদের হত্যা করা হয়েছিল। নিহতদের পরিচয় এখনো শনাক্ত করা যায়নি। এছাড়া স্থানীয় পুলিশের কাছে নিখোঁজ হয়েছেন এমন কোনো অভিযোগ নথিভুক্ত হয়নি। সিনিয়র পুলিশ সুপার (এসএসপি) মীর হুসেন লেহরি বলেছেন, মরদেহগুলোর পরিচয় শনাক্ত করা যায়নি। তাদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। তিনি বলেন, 'ধারণা করা হচ্ছে, নিহত সবাই আফগান নাগরিক। আঙুলের ছাপ ব্যবহার করে মৃত ব্যক্তির পরিচয় নিশ্চিত করার জন্য ন্যাশনাল ডাটাবেস অ্যান্ড রেজিস্ট্রেশন অথরিটি (নাদ্রা)-কে অনুরোধ করা হয়েছে।'

প্রথম নজর

কাশীপুর গান শেল ফ্যাক্টরিতে স্বাধীনতা দিবস

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কাশীপুর

আপনজন: কাশীপুর গান এন্ড শেল ফ্যাক্টরিতে মহাসমারোহে পালিত হল ৭৮ তম স্বাধীনতা দিবস। এ উপলক্ষে সকালে ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন গান এন্ড শেল ফ্যাক্টরির জেনারেল ম্যানেজার সুবীর কুমার সাহা । স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে সপ্তাহব্যাপী নানা অনুষ্ঠানে কারখানার সকল স্তরের কর্মচারীরা যোগ দেন। ভারত সরকারের নির্দেশমতো 'মায়ের নামে একটি গাছ' অনুষ্ঠানে কর্মচারীরা বিপুল উৎসাহে যোগদান করেন। কারখানার বিভিন্ন জায়গায় এবং কর্মচারীরা তাদের আবাসস্থলে প্রায় তিন হাজার চারাগাছ রোপন করেন। স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে গান এন্ড শেল ফ্যাক্টরির জেনারেল ম্যানেজার সুবীর কুমার সাহা কারখানার সকল স্তরের কর্মীদের সপ্তাহব্যাপী বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য ভূয়সী প্রশংসা করেন।

'পাশে আছি'র 'বঙ্গ সংস্কৃতি উৎসব'

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হুগলি

আপনজন: : হুগলি জেলার হাজীগরের চেরাগ্রামে "পাশে আছি" সামাজিক সংগঠনের উদ্যোগে ১৪ এবং ১৫ই আগস্ট ২ দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়ে গেল স্বাধীনতার উৎসব 'বঙ্গ সংস্কৃতি উৎসব'। বুধবার রক্তদান শিবির এবং বিনামূল্যে স্বাস্থ পরীক্ষা শিবিরের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। রাজমিস্ত্রি হয়েও কিভাবে ১ টাকার পাঠশালা চালিয়ে চলেছেন সেই গল্প শোনালেন পুলক মন্ডল, এছাড়াও ছিলেন পেশায় আর্মি কিন্তু নেশায় একজন সমাজসেবী শক্তি পাল, সি. আই. ডি অফিসার সংযুক্তা আচার্য, আবু আফজাল জিন্না সহ আরও অনেকে। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পায়েল সরকার, বিধায়িকা অসীমা পাত্র, রাজ্য কোহিনুর মজুমদার প্রমুখ। আছি'র সম্পাদক সাহিল মল্লিক বলেন, সামাজিক সংগঠন সর্বদাই মানুষের পাশে থাকব।

মাদ্রাসায় স্বাধীনতা দিবস পালিত

আপনজন ডেস্ক: হুগলী জেলার গুড়াপ থানার অন্তর্গত চেড়াগ্রাম হেজবুল্লাহ দারুল উলুম সিনিয়র মাদ্রাসায় মহা সমারোহের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হলো ৭৮ তম স্বাধীনতা দিবস। মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মাওলানা মনিরুল ইসলাম সাহেব ও সেক্রেটারি জনাব বাহরুল মোল্লা সাহেবের পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিলেন মাদ্রাসার শিক্ষক তৌফিক উদ্দিন মোল্লা। উপস্থিত ছিলেন মাদ্রাসার শিক্ষক মাওলানা কুতুবুদ্দিন, মাওলানা এবাদুর রহমান, আব্দুস সবুর, মনির হোসেন, ওসমান গনি, মাওলানা আনোয়ার হোসেন লস্কর, গৈরিক ব্যানার্জি, স্বপন বিশ্বাস, মিজানুর রহমান মল্লিক, মনিরুল হক ও নূরে হাবিব প্রমুখ।

বাঁকুড়ার অমরকানন আশ্রম হেরিটেজের আশায় দিন গুনছে

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: অবিভক্ত বাংলায় ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের রেশ এসে পৌঁছেছিল রুখা শুখা লাল মাটির জেলা বাঁকুড়াতেও। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে দেশ মাতৃকার শৃঙ্খল মোচনে বিশেষ ভূমিকা রয়েছে এই জেলার। আর এই কর্মকাণ্ডে বিশেষ ভূমিকা রয়েছে 'ঋষিকল্প' গোবিন্দ প্রসাদ সিংহের। স্বাধীনতার ৭৭ তম বর্ষে সেই ইতিহাসকে আরও একবার ছুঁয়ে দেখতে আমরা পৌঁছে গিয়েছিলাম গোবিন্দ প্রসাদ সিংহের হাতে তৈরী অমরকানন রামকৃষ্ণ সেবাদল আশ্রমে। গোবিন্দ প্রসাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ১৯২৫ সালের ২ জুলাই এই আশ্রমের দ্বারোদ্ঘাটন করেন 'জাতীর জনক' মহাত্মা গান্ধী। এছাড়াও পরবর্ত্তী সময়ে এখানে এসেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র, কাজী নজরুল ইসলামরাও। কাজী নজরুল ইসলাম এই আশ্রমে বসেই লেখেন 'অমরকানন মোদের অমর কানন/ বন কে বলেরে ভাই আমাদের এ তপোবন' গানটি। গোবিন্দ প্রসাদ সিংহের হাতে তৈরী অমরকানন রামকৃষ্ণ সেবাদল আশ্রমের মাটির বাড়িতে বিভিন্ন সময়ে রাত্রীবাস করেছেন গান্ধীজি, নেতাজী, নজরুল ইসলাম প্রত্যেকেই। আশ্রম কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে সেই বাড়ি আজও অক্ষত অবস্থায় মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। এলাকার মানুষ চান অবিলম্বে ওই বাড়িটিকে 'হ্যারিটেজ' ঘোষণা করা হোক।

স্বাধীনতা দিবস তেলিয়া ইকরা অ্যাকাডেমিতে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● দেগঙ্গা

আপনজন: প্রতিবছরের মতোই বছরেও দেগঙ্গার প্রত্যন্ত গ্রামে পালিত হল স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও ডেঙ্গু দূরীকরণ , বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের কর্মদক্ষ মফিদুল হক সাহাজি সোহাই শ্বেতপুর অঞ্চলের উপপ্রধান রিঙ্কু সাহাজি বিশিষ্ট সমাজসেবি ডাক্তার ফিরোজ সাহাজি মাস্টার সন্দীপ ঘোষ তেলিয়া ও গোবর্ধনপুর গ্রাম সংসদের মেম্বার রাশেদ আলী মোল্লা নূর হোসেন রিন্টু বিশিষ্ট শিক্ষক নিজাম হোসেন শিক্ষা প্রেমি আলমগীর হোসেন স্কুলের সভাপতি ইউনুস আলী মল্লিক পরিচালক মিনাউল ইসলাম সহ বিশিষ্টজনেরা। অনুষ্ঠানে সকালে ডেঙ্গু সচেতনতা উপর বিশেষ প্রভাত ফেরির আয়োজন করা হয় পরে বিভিন্ন সংস্কৃতি অনুষ্ঠান ও প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান অতিথি অতিথিদের বিভিন্ন পর্যায়ের আলোচনা মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে সামগ্রিক অনুষ্ঠানে খুশি এলাকার মানুষ থেকে অভিভাবক অভিভাবিকা সকলেই।

নূরে আলম চাইল্ড মিশনে স্বাধীনতা দিবস

নিজস্ব প্রতিবেদক ● দেগঙ্গা

আপনজন: বেড়াচাঁপার নূরে আলম চাইল্ড মিশনে ৭৮ তম স্বাধীনতা দিবস মহাসাম্বড়ে উদযাপিত হল শুক্রবার। জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন মিশনের সভাপতি শহিদ বিশ্বাস। স্বাধীনতা বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহিত করতে অঙ্কন ও ক্যুইজ প্রতিযোগীতার আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি শিক্ষার্থীরা কবিতা আবৃত্তি, সংগীত, ছড়া, বক্তৃতা, মোকালামা পরিবেশন করে। মিশনের ছাত্র-ছাত্রীদের পরিবেশিত শহিদ স্মরণে একটি নাটিকা সকলকে মুগ্ধ করে। মিশনের প্রধান শিক্ষিকা রেহেনা পারভীন বলেন, "শিশুদের

পড়াশোনার পাশাপাশি সৃজনাত্মক প্রতিভা ও দেশপ্রেম জাগাতে স্বাধীনতা দিবসে বিভিন্ন দেশপ্রেমমূলক সংগীত ,অঙ্কণ,বক্তৃতা প্রভৃতি বিষয়ের আয়োজন করা হয়।"

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মিশনের ডাইরেক্টর আব্দুর রহমান,শিক্ষক শহিদুল ইসলাম,মোর্তজা মল্লিক, আব্দুর রউফ প্রমুখ।

আপনজন: ফুরফুরা শরীফের বেলপাড়া শিশু বিকাশ মিশন হাইস্কুলে বৃক্ষ রোপণ ও ডেঙ্গু সচেতনতার মাধ্যমে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন। ছবি: সেখ আব্দুল আজিম

আল-আমীন মিশন একাডেমির মেদিনীপুর শাখায় স্বাধীনতা দিবসে মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: আল-আমীন মিশন একাডেমি মেদিনীপুর এলাহিগঞ্জ, হরিশপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর ৭৮তম স্বাধীনতা দিবস অনুষ্ঠান প্রথাগত নিয়মিত স্বাধীনতা দিবস অনুষ্ঠান পালন করা হল সাড়ম্বরে। সেই অনুষ্ঠানের সাথে যোগ হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সকালে পতাকা উত্তোলন হয়। সকাল ৭.৩০ টায় গার্লস ক্যাম্পাসে। পতাকা উত্তোলন করেন সেক আখতারুল আমিন ডব্লুবিসিএস (এক্সি)। সকাল ৯ টায় পতাকা উত্তোলন হয় বয়েজ ক্যাম্পাসে। উত্তোলন করেন সফিরুদ্দিন কাজী, সম্পাদক, এলাহিয়া হাই মাদ্রাসা (উচ্চ মাধ্যমিক), তাঁকে সহযোগিতা করেন সেক তোজাম্মেল হোসেন, প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক, এলাহিয়া হাই মাদ্রাসা (উচ্চ মাধ্যমিক)। উভয় স্থানে ছাত্র-ছাত্রীরা, শিক্ষক শিক্ষিকারা, অতিথিবর্গ সকলে বীর শহীদদের স্মরণ করে স্বাধীনতা জয়ধ্বনি দিয়ে, দেশাত্মকবোধক গান ও কথার মধ্য দিয়ে সেই সাথে জাতীয় সংগীত গেয়ে প্রথম পর্বের অনুষ্ঠান শেষ হয়।

তারপর সকাল ১১ টা থেকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর সুশান্ত কুমার চক্রবর্তী, উপাচার্য, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়; সেক আলি হোসেন, হিসাবরক্ষক, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়; দিলদার হোসেন, ডাইরেক্টর, আল-আমীন

আল-আমীন মিশন একাডেমির মেদিনীপুর শাখায় ৭৮তম স্বাধীনতা দিবস অনুষ্ঠান সাড়ম্বরে পালিত হয়। (ডানদিকে) বক্তব্য রাখছেন বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সুশান্ত কুমার চক্রবর্তী।

মিশন স্টাডি সার্কেল; জাহাঙ্গীর মল্লিক ডব্লুবিসিএস (এক্সি), ম্যানেজার (ডব্লুবিমেডিএফসি) ; সেক মোমিনুর রহমান, ডাইরেক্টর, অ্যাডমিশন টেস্ট, আল-আমীন মিশন; সমাজসেবী ফকরুদ্দিন মল্লিক ও আরো অনেকে। উপাচার্য ছাত্রদের ভবিষ্যৎ জীবনে চলার পথ বিজ্ঞানসম্মত ভাবে, সহজ-সরল ও স্বাবলীল ভাবে জীবনে এগিয়ে চলার পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, যথার্থ সুনাগরিক হয়ে দেশকে এগিয়ে নিয়ে চলো। আল-আমীন মিশনে এসে তিনি খুশী। এ নিয়ে বলেন, আল-আমীন মিশন ৩৮ বছর ধরে সে কাজটি করে চলেছেন তা প্রকৃতই দরকার ছিল। হয়ত আরোও আগে থেকে শুরু হলে ভালো হত। দিলদার হোসেন ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বলেন, "এখন পৃথিবী দ্রুত চেঞ্জ হচ্ছে সেটা অনেকেই দেরিতে বুঝতে পারি। তথাপি অ্যাডভ্যান্সড হতে হবে। তার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হবে। নিজেকে ভাবনায় অনেক উঁচুতে নিয়ে যেতে হবে। প্রতি মুহূর্তেই আমাদের যেকোন ক্ষেত্রে বাধায় সম্মুখীন হতে হয়, তার সাথে চ্যালেঞ্জ করেই এগিয়ে যেতে হবে। নিজেকেই নিজের জায়গা তৈরী করে নিতে হবে।"

জাহাঙ্গীর সাহেব তার বক্তব্যে বলেন, ৭৮ তম স্বাধীনতা দিবসে আমার একটাই পরামর্শ স্বাধীনতা আর উৎশৃঙ্খলতা এক নয়। ঘুড়ি চাইবে আকাশে উড়তে, সুতো ছিঁড়ে আরো উড়তে চাইবে। কিন্তু কতক্ষণ! তারপর সেটি যেকোন জায়গায় পড়ে যাবে। এই স্বাধীনতার কোন মূল্য নেই। প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জন করো ও করতে দাও। মোমিনুর সাহেব বলেন, কোন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতাতে দুই খেলোয়াড়ের কথা, খেলার মাঠে কিভাবে প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েও সহযোগিতা করা। উদাহরণ তুলে ধরেন দৌড় প্রতিযোগিতায় কেনিয়ার আবেল মোতাই কীভাবে অনেক পিছনে থেকেও সফল হয়েছেন। একেবারে শেষের দিকে প্রথম প্রতিযোগী প্রথম হতে পারবে না কিন্তু দ্বিতীয় প্রতিযোগী ইভান্ট ফার্নান্ডেজ প্রথম হতে চলেছে, ওই সময় দ্বিতীয় প্রতিযোগী প্রথম প্রতিযোগীকে ঠেলে এগিয়ে দেন। তার আদর্শ ও উচিত চিন্তা ভাবনা প্রথম প্রতিযোগীই (মোতাই) প্রাপ্য। ছাত্রদের মধ্যে এই আদর্শ নীতি বোধ তুলে ধরেন।

এছাড়াও দেশাত্মবোধক গান, কবিতার মধ্য দিয়েই অনুষ্ঠানটি কয়েক ঘন্টা চলতে থাকে। এভাবেই শেষ হয় অনুষ্ঠান।

বনগাঁ ও বাগদার বিভিন্ন মাদ্রাসায় স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

এম মেহেদী সানি ● বাগদা

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগণার বনগাঁ ও বাগদার বিভিন্ন মাদ্রাসায় বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে ৭৮তম স্বাধীনতা দিবস পালিত হয়েছে। বাগদার 'মাদ্রাসা আশরাফুল উলুম'-এ জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন বাগদার নবনির্বাচিত বিধায়ক মধুপর্ণা ঠাকুর। এ সময়ে মাদ্রাসার শিক্ষকদের পাশাপাশি বনগাঁ মহকুমার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। এক আলচনা সভায় বক্তারা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মহান অবদানের কথা তুলে ধরেন। বিধায়ক মধুপর্ণা বলেন, মনে হচ্ছে তিনি এখন আর ঠাকুর নগরের বাসিন্দা নন, বাগদার বাসিন্দা। বাগদার হেলেঞ্চাতে ঘর দেখা হচ্ছে, অফিস খোলা হবে। মাদ্রাসার যেকোনো সমস্যায় তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেন মধুপর্ণা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, বনগাঁ হাইস্কুলের বিশিষ্ট শিক্ষক ও জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের বনগাঁ শাখার সভাপতি আশরাফ আলি মণ্ডল। তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনে আলেমদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ করে বক্তব্য রাখেন।

এছাড়া হেলেঞ্চা হাই স্কুলের বিশিষ্ট শিক্ষক অঘোর চন্দ্র হালদার, বাগদা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুদেবী মণ্ডল, বাগদা পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ পরিতোষ সাহা, জনস্বাস্থ্যের কর্মাধ্যক্ষ শুক্লা মণ্ডল, বয়রা পঞ্চায়েতের প্রধান সুষমা মণ্ডল, আষাঢু পঞ্চায়েতের প্রধান সুমনা মণ্ডল, বাগদা পঞ্চায়েতের উপ-প্রধান সুনীল পাল, বয়রা পঞ্চায়েতের উপ-প্রধান অসিত মণ্ডল, বিশিষ্ট সমাজকর্মী আনারুল দফাদার, শাহাদত মণ্ডল, মশিয়ার মণ্ডল, আনোয়ার হোসেন প্রমুখ। এদিন মাদ্রাসার পক্ষ থেকে বাগদা গ্রামীণ হাসপাতালে রোগীদের হাতে ফলের প্যাকেট, পানির বোতল ইত্যাদি তুলে দেওয়া হয়।

অন্যদিকে, 'বনগাঁ জহিরুদ্দিন জুনিয়র মাদ্রাসা'য় স্বাধীনতা দিবস পালনের অনুষ্ঠানে এলাকার মুসলিম নেতৃবৃন্দের পাশাপাশি বনগাঁ পুরসভার চেয়ারম্যান তথা প্রাক্তন বিধায়ক গোপাল শেঠ এবং অন্যরা উপস্থিত ছিলেন। বাগদার 'হরিহরপুর মাদ্রাসা আশরাফিয়া'য় প্রতিবারের ন্যায় এবারেও জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা দিবস পালন করা হয়েছে।

ফুরফুরা আহলে সুন্নাতুল জামাতের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে স্বাধীনতা দিবস

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ফুরফুরা

আপনজন: পীরজাদা আব্বাস সিদ্দিকী আলকোরায়েশী ভাইজান ফুরফুরা শরীফ আহলে সুন্নাতুল জামাত (এ) কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করলেন। এ বছরও তিনি বিগত বছরের ন্যায় স্বাধীনতা দিবস উদযাপন সহ কৃতি ছাত্রদের সম্বর্ধনা ও শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। পতাকা উত্তোলনের পরপরই বক্তব্য পর্ব চালু হয়। এদিন পীরজাদা আব্বাস সিদ্দিকী সাহেবের বক্তব্য শোনার জন্য মানুষের ভিড় ছিল লক্ষণীয় । তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামীদেরকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বক্তব্য শুরু করেন ,স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস তুলে ধরেন। তেমনি বর্তমান ভারত বর্ষের অবস্থা নিয়েও গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি বললেন পরাধীন ভারতে যেমন ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ভারতকে লুটে পুটে খেয়েছেন, তেমনি স্বাধীন ভারত বর্ষ কেও লুটে পুটে খাওয়ার চিন্তাতে মগ্ন হয়ে আছে কিছু দল, কিছু নেতা । আমাদের সেটি হতে দিলে চলবে না। তিনি বর্তমান নিয়ে কথা বলতে গিয়ে মনিপুর

রাজ্যের জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করেন। আনিশ খান, আবু সিদ্দিকীর সহ অন্যান্যদের হত্যার বিচার না হওয়ায় গভীর দুঃখ প্রকাশ করেন। আর, জি, কর হাসপাতালে যে ভাবে ড: মৌমিতা দেবনাথকে শারীরিক নির্যাতন করে, খুন করা হল , তার বিরুদ্ধে এদিন সোচ্চার হন। প্রকৃত দোষীদের উপযুক্ত শাস্তির দাবী তোলেন।

তিনি আরো বলেন, নিজেদের মধ্যে ভেদাভেদ না করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অক্ষুন্ন রেখে চলতে হবে। তিনি আরো বললেন ভারতীয় সংবিধানকে সম্মান করতে হবে এবং সংবিধানের প্রতিটি কথা সকল ভারতবাসীর মেনে চলা উচিত।

এদিন তিনি সমাজে শিক্ষার প্রসারের জন্য সকলের কাছে আবেদন রাখেন। এদিন তিনি শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে প্রায় ১০০ জন ছোট ছোট বাচ্চাদের হাতে শিক্ষা সামগ্রী তুলে দেন এবং তাদেরকে পড়াশুনা করে বড় মানুষ হওয়ার কথা বলেন। অনুষ্ঠানটিকে আলোকিত করতে উপস্থিত ছিলেন আবু আফজাল জিন্না সাহেব (রিসালাত পত্রিকার বার্তা সম্পাদক), আব্দুল ফাত্তাহ (ফুরফুরা সিনিয়র মাদ্রাসার হোস্টেল ইনচার্জ), অফিস সম্পাদক ও রিসালাত পত্রিকার প্রচার সচিব আবু সালেহ মুসা এবং মনজুর হোসেন (ফুরফুরা শরীফ আহলে সুন্নাতুল জামাত (এ) দত্তপুকুর থানা শাখা কমিটির কোষাধ্যক্ষ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

জিরানগাছার ইনস্টিটিউটে স্বাধীনতা দিবস

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ভাঙড়

আপনজন: সারাদেশের সঙ্গে উদযাপিত হল ভাঙ্গড়ের জিরানগাছা খিদমাতুল কুরআন ইনস্টিটিউটে স্বাধীনতা দিবস। সকাল ৮টা ৩০মিনিটে পতাকা উত্তোলন করেন ইনস্টিটিউটের প্রধান শিক্ষক কারী মানসুর আহমেদ। এদিন দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা ও আত্মার মঙ্গল কামনা করা হয় এবং স্বাধীনতা আন্দোলনে সাধারণ নাগরিকদের পাশাপাশি আলিম-ওলামাদেরও বিশেষ ভূমিকা ছিল তা উপস্থিত বিশিষ্টজনদের বক্তৃতায় ফুটে ওঠে। ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীরা দেশাত্মবোধক সংগীত, কবিতা আবৃতি, সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা সহ নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দেশের ৭৮তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করেন। বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন হাফেজ শামসুজ্জোহা, মাওলানা শামীম ইসলাম, মাওলানা খুরশিদ আলম প্রমুখ।

ওড়িশায় বাঙালি শ্রমিক হেনস্থার প্রতিবাদে হকার্সদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কেশপুর

আপনজন: ওড়িশায় বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর আক্রমণের প্রতিবাদে এবার বিক্ষোভে সামিল বাংলার শ্রমিকরা। শুক্রবার বিকেলে কেশপুর ব্লকের কয়েকশ পরিযায়ী হকার্স কেশপুরের রাজপথে প্রতিবাদ মিছিল করলো। উড়িষ্যা রাজ্যে বাংলার হকারদের উপরে উড়িষ্যার বাসিন্দাদের দ্বারা বাংলাদেশি তকমা লাগিয়ে উত্যক্ত করার প্রতিবাদে এবং অবিলম্বে হকারী লাইসেন্স (ডি এম অনুমোদিত) ব্যবস্থা করার দাবিতে বিশাল প্রতিবাদ মিছিল হলো। অবিলম্বে এই দাবি মানা না হলে বৃহত্তর আন্দোলনে ঝাঁপানোর বার্তা দিল আন্দোলনকারীরা।

বাংলাদেশের ঘটনার পরই ওড়িশায় বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর শুরু হয় অত্যাচার। বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই ছবি ভাইরাল। তা নিয়ে প্রতিবাদেও সোচ্চার হয়েছে বিভিন্ন সংগঠন। পশ্চিম মেদিনীপুরের কেশপুর থেকেও ওড়িশায় হকারি করতে যায় বহু মানুষ। তাদের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে ওড়িশার মানুষজন। সেই অভিযোগ তুলে মঙ্গলবার কেশপুর জুড়ে বিক্ষোভে সামিল হয়েছে শতাধিক হকার। রোজকার হারিয়ে আক্রান্ত হওয়া সেই ফেরিওয়ালারা শুক্রবার বিকেলে মিছিল করে হাজির হলেন কেশপুর বিডিও অফিসে। ক্ষোভ উগরে দেন তারা ওড়িশার সরকার ও সে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝির বিরুদ্ধে। ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রীর ছবি নিয়ে ক্ষোভ উগরে দেন তারা। উল্লেখ্য, ওড়িশায় রাজ্যের একাধিক শ্রমিককে হেনস্থা করা হচ্ছে। এদের অধিকাংশই ফেরিওয়ালা। এদের বলা হচ্ছে বাংলাদেশি। রাজ্যের বাইরে প্রায়শই যেমন শোনা যায় বাঙালি মানেই বাংলাদেশি, সেইভাবেই আক্রমণের শিকার হচ্ছেন বাংলার ফেরিওয়ালারা।

নেতৃত্বে থাকা স্থানীয় আসিফ ইকবাল বলেন, এ রাজ্যের হকার ও ফেরিওয়ালাদের সঙ্গে উড়িষ্যার লোকজন যা করেছে তা চরম নিন্দনীয়। আমরা এটার ধিক্কার জানাচ্ছি।

মগরাহাটে অটোস্ট্যান্ডে তৃণমূল কংগ্রেসের বিক্ষোভ

ওয়ারিশ লস্কর ● মগরাহাট

আপনজন: শনিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাট দু নম্বর ব্লকের অটো স্ট্যান্ডে অবস্থান বিক্ষোভ দেখালেন তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী সমর্থকরা। আরজিকর কান্ড নিয়ে পুরো রাজ্য জুড়ে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মতো মগরাহাট ব্লকেও অবস্থান বিক্ষোভ আয়োজন করেন কর্মীরা। উপস্থিত ছিলেন জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ প্রতিমা মন্ডল, মগরাহাট পূর্বের বিধায়িকা নমিতা সাহা, সভাপতি রুনা ইয়াসমিন, সহ সভাপতি সেলিম লস্কর ছাড়াও একাধিক কর্মী সমর্থকরা।

প্রথম নজর

কলেজে লার্নার সেন্টারের সূচনায় সাংসদ খলিলুর

আসিফ রনি ● নবগ্রাম

আপনজন: নবগ্রাম অমর চাঁদ কুন্ডু কলেজে নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের লার্নার সাপোর্ট সেন্টারে শুভ উদ্বোধন করে কলেজ পরিদর্শন করলেন জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ খলিলুর রহমান ।

নবগ্রাম অমরচাঁদ কুন্ডু কলেজে নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে শুরু হচ্ছে বিএ অনার্স ও এম এ।

শনিবার তার আনুষ্ঠানিক ভাবে শুভ উদ্বোধন হল। ফিতা কেটে শুভ উদ্বোধন করলেন জঙ্গিপুর লোকসভার সাংসদ খলিলুর রহমান ও নবগ্রামের বিধায়ক কানাই চন্দ্র মন্ডল।সঙ্গে ছিলেন নবগ্রাম অমর চাঁদ কুন্ডু কলেজের প্রিন্সিপাল সৌমিত্রকর ও নবগ্রাম পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি মোঃ এনায়েতুল্লা।

এছাড়াও এদিন নবগ্রাম অমরচাঁদ কুন্ডু কলেজ ঘুরে দেখেন জঙ্গিপুরের সাংসদ। পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে কথা বলেন, বিভিন্ন কার্যকলাপ নিয়েও কথা বলেন কলেজের প্রিন্সিপাল ও অধ্যাপক অধ্যাপিকাদের সাথে।

সিবিআইয়ের বিরুদ্ধে মিছিল খুজুটিপাড়ায়

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: বীরভূমের তৃণমূল নেতা হুঁশিয়ারি দিলেন আরজিকর কাণ্ডে যদি সঠিক বিচার না হয় তাহলে সি বি আইয়ের দপ্তর ঘেরাও করা হবে। আজ নানুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ হইতে নানুর থানার অন্তর্গত খুজুটিপাড়ায় আর জি করের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে একটি প্রতিবাদ মিছিলের আয়োজন করা হয়েছিল। এই প্রতিবাদ মিছিলে কয়েক হাজার মানুষ ধর্ম মত নির্বিশেষে আরজিকর কাণ্ডে কঠিন থেকে কঠিনতম শাস্তির দাবিতে পথে নেমেছিলেন। এই প্রতিবাদ মিছিলে উপস্থিত ছিলেন বীরভূম জেলা সভাধিপতি কাজল শেখ, নানুরের বিধায়ক বিধান চন্দ্র মাঝি, বোলপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী অসিত মাল, নানুর তৃণমূল ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

আর জি করের ঘটনা খুবই দুঃখজনক এই ঘটনায় যারা দোষী তাদের বিরুদ্ধে মানুষ পথে নেমেছে এবং দোষীদের বারবার ফাঁসির দাবি তুলছেন মানুষজন। রাম বাম শ্যামের চক্রান্ত বন্ধ হোক এবং দোষীদের ফাঁসি হোক এই দাবিতে জেলায় জেলায় বিক্ষোভ।

প্রতিবাদে সাংবাদিকরা

আপনজন: সাংবাদিক সংগঠন ওয়েস্ট বেঙ্গল নিউস পোর্টাল রিপোর্টার্স ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের সাংবাদিকরা আরজি করে মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণের প্রতিবাদে মোমবাতি মিছিল করলেন। চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতাল থেকেই মৌন মিছিল শুরু হয় শেষ হয় চুঁচুড়া থানার সামনে।

খুদে পড়ুয়া, শিক্ষকরা হাতে কালো ফিতা বেঁধে শামিল প্রতিবাদে

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: আর জি কর কাণ্ডে উত্তপ্ত রাজ্য।রাজ্যের গণ্ডি ছাড়িয়ে দেশজুড়ে ঘটনার প্রতিবাদ হচ্ছে।প্রতিবাদে শামিল জনসাধারণও।শুধু রাজ্যবাসীকে নয় আপামর বাঙালিকে নাড়িয়ে দিয়েছে।এবার প্রতিবাদে নাম লেখালেন পড়ুয়া ও শিক্ষকরা। ধর্ষণকাণ্ডে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে ও মেয়েদের নিরাপত্তার দাবিতে প্ল্যাকার্ড হাতে রাস্তায় নামলেন তাঁরা।

শনিবার হরিশ্চন্দ্রপুরের তুলসীহাটা বিবেকানন্দ শিশু অঙ্গন স্কুলের ক্ষুদে পড়ুয়া ও শিক্ষকরা হাতে কালো ফিতা বেঁধে প্ল্যাকার্ড নিয়ে পথে নেমে মিছিল করেন।

অপরদিকে দৌলতপুর এলাকার ছাত্র ছাত্রী ও টিউশন শিক্ষকরা পথে নেমে দোষীদের ফাঁসির দাবি তুলে বিক্ষোভ দেখান।মিছিলে উঠল 'উই ওয়ান্ট জাস্টিসে'র স্লোগান।

শিক্ষিকা ও ছাত্রিরা বলেন, কলকাতার আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের এক চিকিৎসক তরুণীকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে।

সেই কাণ্ডের দোষীদের ফাঁসির সাজা চাই।আজ তাঁর ওপর হামলা হয়েছে,কালকে আমাদের ওপরও নির্যাতন হতে পারে।তাই আমাদের প্রতিবাদ।এই দোষীদের শাস্তি চাই।

জলঙ্গিতে জনসংযোগে জেলা পরিষদের সদস্য

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন:ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের অঞ্চলের গ্রামে পৌঁছিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলার পাশাপাশি তাদের সমস্যার কথা শুনলেন জেলা পরিষদের সদস্য।মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের ৭৮ নং সদস্য রাজ্জাক হোসেন শনিবার সকাল সকাল চোয়াপাড়া, জলঙ্গী,ঘোষপাড়া অঞ্চলের জনপ্রতিনিধি সহ দলীয় কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে জনসংযোগ শুরু করেন।

বিশেষ করে সীমান্ত লাগোয়া ঘোষপাড়া অঞ্চলের নেতৃত্ব দের সঙ্গে নিয়ে পদ্মার জল বাড়ায় যে সমস্যা গুলো দেখা দিয়েছে সেই সব স্থান গুলো পরিদর্শন করার পাশাপাশি সব রকম সাহায্যর আশ্বাস দেন।এবং অসহায় দুঃস্থ পরিবাররের সদস্যদের হাতে ত্রিপল তুলে দেন।এদিন সীমান্ত এলাকায় হঠাৎ করে জনপ্রতিনিধিকে কাছে পেয়ে খুশি সীমান্ত এলাকার সাধারণ মানুষ। জেলা পরিষদের সদস্য রাজ্জাক হোসেন বলেন আমাকে ভোটাররা ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছেন তাই আমার সাধ্যমত আমি তাদের পাশে থাকার চেষ্টা করছি মাত্র,তাদের সুখদুঃখের কথা শুনলাম এদিন,বিশেষ করে ঘোষপাড়া অঞ্চলের চরের মানুষের জন্য একটি ব্রিজের খুবই প্রয়োজন আর সেই ব্রিজ হলে একাধিক গ্রামের মানুষ উপকৃত হবে,তাই আমি জেলা পরিষদের মিটিংয়ে ব্রিজের জন্য আবেদন করবো যাতে করে একটি ব্রিজ উপহার দেওয়া যায় এই অঞ্চলের জন্য। এদিন জেলা পরিষদের সদস্য রাজ্জাক হোসেন এর সঙ্গে ছিলেন রাজদুল ইসলাম,টনিক মোল্লা সহ আরও অনেকেই।

ইতিহাস ঐতিহ্য বিষয়ক সেমিনার নেতড়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদক ● নেতড়া

আপনজন: ১৫ আগস্ট ৭৮তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে ডায়মন্ডহারবারের নেতড়ার সদভাব মন্ডপ ভবনে অনুষ্ঠিত হলো "বাংলার রেনেসাঁ" পত্রিকার সম্পাদক আজিজুল হক সাহেবের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ইতিহাস ঐতিহ্য ও শিক্ষা বষয়ক সেমিনার।

উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন প্রাক্তন আই.এ.এস. অফিসার লিয়াকত আলি সাহেব। বিশেষ অতিথির আসন অলংকৃত করেন কলকাতা হাইকোর্টের ভাষান্ত বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অফিসার রফিকুল ইসলাম সাহেব। সম্মানীয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষ্ণকলি বেরা মহাশয়া। শিক্ষারত্ন নুর নবী জমাদার রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত সমাজসেবী এম সাহউদ্দিন পিয়াদা, রাষ্ট্রীয় পুরস্কৃত কবি ও সমাজপ্রেমী আলহাজ্ব শেখ রবিয়েল হক সাহিত্যিক শেখ ইনসুর আলি, অধ্যাপিকা সালেহা বেগম, অধ্যাপক সৈয়দ বাসির -হিলাল, "আলোর সন্ধানে" পত্রিকার পক্ষ থেকে কবি সরবত আলি মণ্ডল, কবি জাহাঙ্গীর দেওয়ান, শিক্ষাবিদ আনোয়ার হুসাইন কাশেমী , সমাজসেবী আব্দুল আলিম মোল্লা। প্রকাশিত হয় প্রাবন্ধিক কৃষ্ণকলি বেরা রচিত প্রবন্ধ গ্রন্থ "সন্দর্ভ" ও আজিজুল হক সম্পাদিত – জীবনী গ্রন্থ "মহীয়সী রমণী কৃষ্ণকলি বেরা" এবং কবি শেখ ইনসুর আলি রচিত কাব্যগ্রন্থ 'সুর ছন্দে বিজ্ঞান কবিতা সমগ্র।'

আরজি কর কাণ্ডে দোষীদের ফাঁসির দাবি সুন্দরবন এলাকায়

নকীব উদ্দিন গাজী ● কুলপি

আপনজন: গতকালই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছিল আরজিকর কাণ্ডে দোষীদের শাস্তির দাবিতে জেলায় জেলায় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে করা হবে প্রতিবাদ মিছিল হয়। আর এরপরই শনিবার দিন দক্ষিণ ২৪ পরগনা বিভিন্ন জায়গায় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আরজিকড় কাণ্ডের দোষীদের শাস্তির দাবিতে ও সিবিআই যে তদন্ত করছে তা অবিলম্বে দোষীদের শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে পাশাপাশি আর জি কর হাসপাতালে যারা হামলা চালালো সরকারি জিনিস ক্ষতি করল তাদেরকে গ্রেফতার করতে হবে। শাস্তির দিতে হবে।এই দাবিকে সামনে রেখে প্রতিবাদ মিছিল করা হয়। কুলপি বিধানসভার পক্ষ থেকে বিধায়ক ও ব্লক সভাপতি এর উদ্যোগে প্রতিবাদ মিছিলের শামিল হন তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকেরা। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন কুলপি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সুপ্রিয় হালদার , তৃণমূল কংগ্রেসের সংখ্যালঘু সেলে ব্লক সভাপতি আব্দুর রহিম মোল্লা তৃণমূল কংগ্রেসের যুব সভাপতি শামসুল আলম মির , বিধায়ক যোগঞ্জন হালদার বলেন চিকিৎসকের মৃত্যু নিয়ে একদল রাজনীতি করছে সরকার দোষী ব্যক্তিদের শাস্তির ব্যবস্থা করছে তদন্ত চলছে , বিরোধীরা লুটপাট চালাচ্ছে সরকারি সম্পত্তি ক্ষতি করছে।গঙ্গাসাগরে সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরার নেতৃত্বে মহিলাদের নিয়ে প্রতিবাদ নামে মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা বলেন একের পর এক সরকারি জিনিস নষ্ট করে দিচ্ছে বিরোধীরা মৃত্যু নিয়ে রাজনীতি করছে তার প্রতিবাদ জানায় ধিক্কার জানাই।

অন্যদিকে পাথরপ্রতিমাতেও বিধায়কের সমীর কুমার জানা উদ্যোগে পাথরপ্রতিমা কলেজ মোড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকদের পক্ষ প্রতিবাদ মিছিল হয়।

কাকদ্বীপে ও একই ছবি দেখা গেল আরজিকর কাণ্ডে দোষীদের ফাঁসির দাবিতে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিবাদ মিছিলে শামিল হাজার হাজার কর্মী সমর্থক। নামখানাতে ও প্রতিবাদ মিছিলে শামিল হন তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা।

সবমিলিয়ে শনিবার দিন তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিবাদ বৃক্ষ মিছিল করে।

ধর্ষকের ফাঁসির দাবিতে ছাত্র সমাজ রাজপথে

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: গত একসপ্তাহ কেটে গেলো আসল দোষীদের চিহ্নিত করতে পারেনি পুলিশ,সেই ঘটনার কেস হাই কোর্ট পর্যন্ত গড়ায় এবং সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেয়া হয় সেই মত জোরকদমে শুরু হয়েছে তদন্ত কাজ।অনেক জনকে ইতি মধ্যে সিজিও কমপ্লেক্সে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে।আর সেই ঘটনায় যেমন ডাক্তাররা কর্মবিরতি কর্মসূচি পালন করছে,পাশাপশি সাধারণ মহিলারাও রাস্তায় নেমে আন্দোলন শুরু করেছে ।সেই আন্দোলনের অংশ হিসেবে এবার জলঙ্গীর রাজপথে নেমে ফাঁসির দাবিতে রাস্তায় ছাত্র সমাজ বেরিয়েছে।এদিনের মিছিল থেকে একটাই দাবি দোষীদের চিহ্নিত করে সঙ্গে সঙ্গে ফাঁসি দিতে হবে।এক আন্দোলন কারী ছাত্রী বলেন আমাদের পোশাকের দোষ দেওয়া হয়,কিন্তু পোশাকের দোষ না দোষ আমাদের সমাজের তাই সমাজ পরিবর্তন করতে হবে সেই সমাজ পরিবর্তন করার জন্য আমরা ছাত্র সমাজ রাজপথে নেমে আন্দোলন শুরু করেছি।আগামীতে আরো বেশি আন্দোলন হবে যদি দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা না নেওয়া হয়। একই ভাষায় আরেক আন্দোলন কারি বলেন আমরা কোনো রাজনৈতিক ভাবে আন্দোলন শুরু করিনি আমরা ছাত্র সমাজ রাজপথে নেমে আন্দোলন শুরু করেছি,মিছিল শেষে পদ্মা নদীর ধারে মোমবাতি জ্বালিয়ে শেষ করা হয় ।এদিন ছাত্র সমাজ যে ভাবে রাস্তায় নেমেছিল তা ঐতিহাসিক আন্দোলন বলে মনে করছেন এলাকার বিশিষ্ট জনেরা।

বনগাঁয় ৩৪টি শ্রমিক সংগঠনের স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

এম মেহেদী সানি ● বনগাঁ

আপনজন: বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা আইএনটিটিইউসি'র সভাপতি নারায়ণ ঘোষের তত্ত্বাবধানে ৩৪ টি ট্রেড ইউনিয়ন এবং তিনটি ব্যবসায়ী সমিতির হাজার হাজার সাধারণ মানুষের উপস্থিতিতে উদযাপিত হলো ৭৮ তম স্বাধীনতা দিবস, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রাও অনুষ্ঠিত হয়। ৭৮ তম স্বাধীনতা দিবসে ৭৮ ফুট লম্বা জাতীয় পতাকা নিয়ে বনগাঁ শহর পরিক্রমা করেন শ্রমিকরা। রঙিন হয়ে ওঠে বনগাঁর রাজপথ। এ দিন স্বাধীনতা দিবসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে ঐক্যবদ্ধ থেকে সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলার আহ্বান জানান নারায়ণ ঘোষ। পাশাপাশি খেটে খাওয়া শ্রমিক কর্মচারীদের পাশে থাকার বার্তা দেন তিনি। পাশাপাশি বনগাঁ নিউমার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে সাড়ম্বরে উদযাপিত হয় ৭৮তম স্বাধীনতা দিবস। পতাকা উত্তোলন করেন ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক ও তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের জেলা সভাপতি নারায়ণ ঘোষ। উপস্থিত ছিলেন কার্যকরী সভাপতি নিত্য গোপাল দাস, শুকদেব সাধু সহ অন্যান্যরা। এদিন রক্তদান শিবির, চক্ষু পরীক্ষা শিবির ও স্বাস্থ্য শিবিরেরও আয়োজন করা হয়।

ওড়িশায় বাঙালি শ্রমিক হেনস্থার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: ওড়িশায় বাংলার শ্রমিকদের হেনস্থা করার প্রতিবাদে জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ করে বিক্ষোভ দেখালো হেনস্তারত শ্রমিকেরা। ঘটনা কে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ালো মালদহের রতুয়া থানার লস্কর পুর এলাকায়।

শনিবার সকাল ১১ টা থেকে শুরু হয় এই বিক্ষোভ, জাতীয় সড়কের সামনে চেয়ার ও বেঞ্চ পেতে বিক্ষোভের শামিল হন শ্রমিকেরা। দীর্ঘক্ষণ ধরে চলে বিক্ষোভ, ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় রতুয়া থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। বিক্ষোভকারীদের দাবি, আমাদের উপর অন্যায় অত্যাচার হয়েছে। উড়িষ্যায় আমরা কর্মরত ছিলাম সেখান থেকেই আমাদের রুটিরুজি। আমাদেরকে বাংলাদেশে তকমা দিয়ে মারধর করা হয়। আমরা আজ রতুয়া চাচোল এবং মালতিপুরের উড়িষ্যায় কর্মরত সমস্ত পরিযায়ী শ্রমিকরা একত্রিত হয়ে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে।

২৪ ঘন্টা বহির্বিভাগ বন্ধ বাঁকুড়ায়

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: আই এম এর ডাকে ২৪ ঘন্টা বহির্বিভাগ পরিষেবা বন্ধ, বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বহির্বিভাগের গেট খুললেও দ্বিধায় রয়েছে দূর দুরান্ত থেকে আসা রোগী সহ রোগীর আত্মীয়রা । আর জি কর ঘটনার জেরে আজ দেশজুড়ে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন। ধর্মঘটের আওতায় বাইরে রাখা হয়েছে শুধুমাত্র আপাদকালীন পরিষেবা কে। কিন্তু বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বহির্বিভাগের সামনে কোন রকম বন্ধের নটিস না থাকায় বা কোন খবর না পেয়ে আজও ভিড় জমিয়েছেন অনেক রোগী সহ রোগীর আত্মীয়। অন্যান্য দিনের তুলনায় বহিঃ বিভাগের সামনে ভিড় নেই। কিন্তু যে ক জন খবর না পেয়ে এসেছেন হাসপাতালের বহির্বিভাগের সামনেও দ্বিধায় রয়েছেন তারা।

বিক্ষোভ মেমারিতে

আপনজন: মেমারি শহরের বামুনপাড়া মোড়ে শহর তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির সভাপতি স্বপন ঘোষালের নেতৃত্বে বিক্ষোভ সমাবেশে অনুষ্ঠিত হয়।
ছবি: সেখ সামসুদ্দিন

প্রতিবাদ মিছিল জলঙ্গিতে

অপনজন: আর জি কর হাসপাতালের নারকীয় ঘটনায় দোষীদের ফাঁসির দাবিতে প্রতিবাদ মিছিল করলেন জলঙ্গী ব্লক উত্তর জোন তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি সহ জনপ্রতিনিধি ও দলীয় কর্মী সমর্থকরা।
ছবি ও তথ্য: সজিবুল ইসলাম

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

স্কুল প্রতিষ্ঠাতার স্মরণ সভা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● খড়গ্রাম

আপনজন:মুর্শিদাবাদ জেলার খড়গ্রাম ব্লকের শেরপুরে শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করা হল বিশিষ্ট চিন্তাবীদ সমাজসেবী স্কুলপ্রতিষ্ঠিতা আলহাজ্ব মীর মতিউর রহমানের স্মরণ সভা ও দরুদ পাঠ।

শেরপুরে মেয়েদের শিক্ষার অগ্রগতি জন্য তিনি নিজের যায়গা স্কুলের জন্য দান করে দেন, তাছাড়া সমাজের আগ্রগতির জন্য সর্বদা কাজ করে গেছেন। এই স্মরণ সভা থেকে শিক্ষার প্রতি তাঁর ভালবাসা এবং সমাজের অসংখ্য কাজ করেছেন তা তুলে ধরা হয় । এই স্মরণসভায় উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক আশিষ মার্জিত , পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মঞ্জু আক্তারা বিবি, বীরভূমের এস ডি এল আর ও রবিউল ইসলাম, এছাড়া উপস্থিত ছিলেন মীর আশরাফ আলী ও মুস্তাক আহমেদ প্রমুখ।

ডাক্তার খুনের বিরুদ্ধে বামফ্রন্ট ও কংগ্রেসের বিক্ষোভ মিছিল

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ ● বীরভূম

আপনজন: আর জি কর এর ঘটনা নিয়ে সপ্তাহকাল জুড়ে রাজ্যজুড়ে প্রতিবাদের ঢেউ দৈনন্দিন উথলে উঠছে বিভিন্ন রাজনৈতিক, চিকিৎসক,মানবাধিকার সহ অন্যান্য সংগঠনের আন্দোলনে। উক্ত ঘটনার পাশাপাশি নলহাটি বিডিও র বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ আন্দোলনে নলহাটির লোহাপুরে সোচ্চার হয়ে ওঠে বাম- কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা। আন্দোলনকারীদের বক্তব্য তৃণমুল কংগ্রেসের অত্যাচার, আবাসনের কাটমানি, বিডিও অফিসে বসে মাতলামি এসবের বিরুদ্ধেই মূলত আজকের বিক্ষোভ প্রদর্শন। পাশাপাশি আর জি কর এর ঘটনার সাথে জড়িত দুষ্কৃতকারীদের গ্রেফতার করে উপযুক্ত শাস্তির দাবি তোলা হয়। এছাড়া গত ১৪ ই আগস্ট রাতে আর জি কর হাসপাতালে যে ভাঙচুর হয় সেখানে রাজ্য পুলিশ দিয়ে তদন্ত করানো হচ্ছে। সেক্ষেত্রে রাজ্যপাল ও রাষ্টপতি র নিকট অনুরোধ পশ্চিম বঙ্গে আর জি কর এর ঘটনা সহ যে কোনো ধরনের খুনখারাপি সংক্রান্ত তদন্তভার সিবিআই এর হাতে তুলে দেওয়া হয়। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যেহেতু পুলিশ মন্ত্রী সাধারণ মানুষের আন্দোলনকে ক্রিমিনাল আন্দোলন তৈরি করে আন্দোলনকে দমানোর চেষ্টা করবে। কিন্তু বাংলার মানুষ জেগেছে, আর মমতাকে ছাড়বে না, নবান্ন থেকে তাড়িয়ে ছাড়বে। বিডিও র শাসক বিরোধী সদস্যদের প্রতি বিমাতৃসুলভ আচরণের প্রতিবাদ জানাতেই বাম- কংগ্রেসের যৌথ বিক্ষোভ প্রদর্শন বলে জানিয়েছেন জাতীয় কংগ্রেসের জেলা সভাপতি তথা প্রাক্তন বিধায়ক মিল্টন রসিদ। এছাড়াও বিক্ষোভ প্রদর্শন কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় কংগ্রেসের জেলা পরিষদ অধ্যক্ষ সাব্বির হোসেন, বামফ্রন্টের জেলা পরিষদের প্রাক্তন অধ্যক্ষ খায়রুল হাসান সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

ভাঙড়, হাড়োয়ার খারেজি মাদ্রাসায় স্বাধীনতা দিবস

সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে ● ভাঙড়

আপনজন: দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার ভাঙড় ও উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার হাড়োয়ার খারেজি মাদ্রাসায় উৎসাহ উদ্দীপনায় ৭৮ তম স্বাধীনতা দিবস উৎযাপন করা হল। বৃহস্পতিবার ভাঙড়ের শানপুকুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কাঠজ্বালা-ছেলেগোয়ালিয়া সিদ্দিকিয়া আমিনিয়া খারেজী মাদ্রাসা ও হাড়োয়ার কুলটি গ্রাম পঞ্চায়েতে এলাকার রাধানগর আমিনিয়া খারেজি মাদ্রাসায় স্বাধীনতা দিবস পালন করা হয়। কাঠজ্বালা-ছেলেগোয়ালিয়া সিদ্দিকিয়া আমিনিয়া খারেজি মাদ্রাসায় যৌথভাবে পতাকা উত্তোলন করেন স্থানীয় শানপুকুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মিরাজুল ইসলাম ও মাদ্রাসা পরিচালক ইজাজুল ইসলাম। স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের মধ্যে 'ভারতের মানচিত্র অঙ্কন' বিষয়ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতার গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন বক্তারা। দেশাত্মবোধক সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়। দুপুরে মধ্যাহ্ন ভোজের আয়োজন করে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ। রাধানগর আমিনিয়া খারেজি মাদ্রাসায় পতাকা উত্তোলন করেন মাদ্রাসা পরিচালক মাওলানা আমিনুর রহমান। মাদ্রাসার পক্ষ থেকে প্রভাতফেরি বের করা হয়। এসময় রাস্তায় কর্তব্যরত পুলিশকর্মীদের উত্তরীয় পরিয়ে দেন মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা। দেশাত্মবোধক সঙ্গীত পরিবেশন এবং স্বাধীনতার গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করা হয়।

দৈনিক বাংলা সংবাদপত্র
আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

রবি-আসর

- প্রবন্ধ: স্বাধীনতার ৭৭ বছর: প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি
- নিবন্ধ:আদিবাসী জনগোষ্ঠী ও সুন্দরবনের জীবন জীবিকা
- অণুগল্প: মেঘ-রৌদ্র
- ধারাবাহিক গল্প: রূপা এখন একা
- ছড়া-ছড়ি: বাবা, আমার আর ডাক্তার হওয়া হলো না!

প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি
স্বাধীনতার ৭৭ বছর

ভারতের ইতিহাসে ১৯৪৭ সাল একটি মর্মান্তিক বছর। এই বছরটিতেই দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি দেশ গড়ে উঠে। কিন্তু এর ফলে প্রায় দেড় কোটি মানুষ বাস্তুহারা হয়ে পড়েছিল । সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় হাজার হাজার মানুষ নিহত হয়েছিল, সেই স্মৃতিপটে মন আজ ও আঁতকে উঠে। দাঙ্গা, উদ্বাস্তু সমস্যা, জন্মভূমি পৈত্রিক ভিটাবাড়ি ছেড়ে যাওয়ার যন্ত্রণা আজ ও হৃদমাঝে হাজারো স্মৃতিকে উস্কে দেয়। ১৯৪৭সালের ১৫ আগস্ট হলো অগনিত ভারতবাসীর নিকট প্রত্যাশিত দিন। লিখেছেন এম ওয়াহেদুর রহমান...

ভারতের ইতিহাসে ১৯৪৭ সাল একটি মর্মান্তিক বছর। এই বছরটিতেই দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি দেশ গড়ে উঠে। কিন্তু এর ফলে প্রায় দেড় কোটি মানুষ বাস্তুহারা হয়ে পড়েছিল । সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় হাজার হাজার মানুষ নিহত হয়েছিল , সেই স্মৃতিপটে মন আজ ও আঁতকে উঠে। দাঙ্গা, উদ্বাস্তু সমস্যা, জন্মভূমি পৈত্রিক ভিটাবাড়ি ছেড়ে যাওয়ার যন্ত্রণা আজ ও হৃদমাঝে হাজারো স্মৃতিকে উস্কে দেয়। ১৯৪৭সালের ১৫ আগস্ট হলো অগনিত ভারতবাসীর নিকট প্রত্যাশিত দিন। এই দিনটির জন্য মহাত্মা গান্ধী, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু,বিনয়,বাদল, দীনেশ ,মানবেন্দ্র রায়,বাঘা যতীন,চিত্ত প্রিয়, রাসবিহারী বসু, সুশীল কুমার সেনগুপ্ত, কানাইলাল দত্ত,নীরেন্দ্র সেনগুপ্ত প্রমুখ অকুতোভয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে সামিল হয়েছিলেন। ১৯৪৭ - এর ১৫ আগস্ট ব্রিটিশদের হাত থেকে স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনা হয়েছিলো বলেই আজ আমরা সগর্বে বলতে পারি - আমরা ভারতীয়, স্বাধীন ভারতের নাগরিক । তবে এই দিনটিত মানের গহীনে উঁকি মারে ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলা হলে ও কি তা বাস্তবে সম্পূর্ণরূপে কার্যকর হয়েছে ? আমরা কি দেশকে দারিদ্র্য মুক্ত করতে সক্ষম হয়েছি ? বিশ্বের, প্রায় প্রত্যেক জাতিরই স্বাধীনতা দিবস তাদের ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকে। এই স্বাধীনতা দিবসে লক্ষ্য লক্ষ্য তাজা প্রাণের বিনিময়ে বিশ্বের মানচিত্রে অভ্যুদয় ঘটে। মানুষ স্বপ্ন দেখে ও স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসে। ভারতের আপামর জনসাধারণ ও স্বপ্ন দেখেছিল পরাধীনতার শিকল ভাঙার, স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার। স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত একটি অধিকার। এই অধিকার কেউ কেড়ে নিতে পারে না। ভারতের জনগণ ব্রিটিশ শাসন-

শোষনের হাত থেকে মুক্তির অন্বেষায় স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ফলে ব্রিটিশ অপশাসন ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল। ভারতের স্বাধীনতা অর্জিত হয়। আজকের দিনটি অর্থাৎ ১৫ আগস্ট আত্মবিশ্লেষণের দিন। এই দিনে ভারতীয়রা স্মরণ করে সে সব শহীদের কথা , অসীম সাহসী বীর যোদ্ধাদের কথা। যাঁরা তাদের আত্মবলিদানের জন্য অমর হয়ে আছেন।তাঁরাই আমাদের প্রেরণার উৎস। তাঁরা প্রাণের মায়া মমতা ত্যাগ করে জীবনকে বাজি রেখে স্বাধীনতা সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছিলেন। নতুন প্রজন্মের নিকটে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন হয়তো নিছকই একটি সেলিব্রেশন কিংবা ফেস্টিভ মুড ছাড়া আর কিছু নয়। ভারতে এই সাত দশকের স্বাধীনতার দিবসে ৭৫ শতাংশ ডিসকাউন্টের মজা কিংবা হুল্লোড় ব্যাতিত যেন আর কিছু নয়।তাই ১৫ আগস্ট দিনটি শপিং মলগুলির নিকটে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ । ১৯৪৭ এর ১৫ আগস্ট ভারতের জনগণের অবিরাম আন্দোলনের ফলে ব্রিটিশ রাজের অবসান ঘটে সর্বোপরি স্বাধীনতার পর ভারতীয় সংবিধান কার্যকর হয়। কিন্তু স্বাধীনোত্তর ভারতে সার্বিক উন্নয়নের ধারা অব্যাহত থাকলে ও হয়তো এখন ও সাধারণ মানুষের অন্ন,বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থানের নূন্যতম চাহিদা মেটানো পুরোপুরি সম্ভব হয়নি। কর্মসংস্থানের অভাবে হয়তো বেকার সমস্যা বৃদ্ধি পেয়েছে । সেই সঙ্গে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি দূর্বিষহ আকার ধারণ করেছে। ভারতে প্রতিবছরই ১৫ আগস্ট মহান উদ্দীপনা তথা দেশপ্রেমের সাথে স্বাধীনতা দিবস উদযাপিত হয়। নয়া দিল্লির লালকেল্লায় ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। সরকারি ভবন, স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি সহ বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান গুলিতে ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। দিবসটি উদযাপনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, কুচকাওয়াজ এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় । যাঁদের অকাল বলিদানের বিনিময়ে ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে স্বাধীনতা এসেছিল ১৫ আগস্ট দিনটিতে তাঁদের শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করা হয়। ভারতের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতীক এই দিনটি ভারতীয়দের নিকট গর্ব তথা আনন্দের তাৎপর্য বহন করে। ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা লাভের পেছনে ছিল দুশো বছরের আপসহীন সংগ্রামের এক কঠিন আত্মত্যাগ। ভারতের স্বাধীনতার অন্যতম উল্লেখযোগ্য প্রাপ্তি হলো গণতন্ত্র, যেখানে জনগণই শেষ কথা বলার অধিকারী । স্বাধীনতার ৭৬ বছর পূর্ণ করতে সক্ষম হয়েছে দেশ। বস্তুত স্বাধীনতা দিবস উদযাপন মানেই দেশভাগের ইতিহাস ফিরে দেখা। ব্রিটিশ রাজের দুশো বছরের নিপীড়ন, অত্যাচার শেষে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অক্লান্ত পরিশ্রমের বিনিময়ে যে স্বাধীনতা,তা কখনো ভোলার নয়। তবে ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে সুষ্ঠ পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশের মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে অগ্রসর হলেই হয়তো লাখো শহীদের স্বপ্ন পূরণ হবে। এই দিনটিতে আনন্দে আত্মহারা না হয়ে আত্মবিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। এর জন্য প্রয়োজন মানুষে মানুষে প্রীতির বন্ধন রচনা করা, মানবিক মূল্যবোধ সম্পর্কে সচেতন হওয়া ।৭৭ বছরে পদার্পণ করলো ভারতের স্বাধীনতা। কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নাগপাশ ছিন্ন করার যে লড়াই, তাতে মহাত্মা গান্ধী, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, মাতঙ্গীনি হাজরা সহ হাজার হাজার বীর সেনানীদের অবদানকে শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করাই হলো স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের অন্যতম স্বার্থকতা।

আদিবাসী জনগোষ্ঠী ও সুন্দরবনের জীবন জীবিকা

হাসান লস্কর

এখনও পিছিয়ে আদিবাসী জনগোষ্ঠী২০১১ সালের আদমশুমারি অনুসারে, সুন্দরবনের উপজাতী গোষ্ঠীর জনসংখ্যা ছিল ২,১১,৯২৭ জন। এটি প্রধানত চারটি গোষ্ঠী নিয়ে গঠিত - মুন্ডা, সাঁওতাল, ভূমিজ এবং ওরাওঁ উপজাতি। বর্তমানে দুই লাখেরও বেশি উপজাতি মানুষ সুন্দরবনের সবচেয়ে প্রান্তিক জনসংখ্যার গোষ্ঠী হিসেবে রয়ে গেছে। কুলতলী উন্নয়ন খন্ডের অধীনে দেউলবাড়ী দেবীপুর , মেরিগঞ্জ ২ পঞ্চায়েত অন্তর্গত জায়গায় এইরকম আদিবাসী জনগোষ্ঠী এখনও নিজের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে বদ্ধপরিকর। ইতিহাস রোমন্থন করলে দেখা যায় অধিবাসী জনগোষ্ঠী প্রথম দিকে সুন্দরবনের বসতি স্থাপনকারী ছিল। কিন্তু সময়ের সাথে এদের জীবনযাত্রা বদলাতে শুরু করে। তথ্য বলছে যে, ১৮ শতকে, ব্রিটিশ বিচারক টিলম্যান হেনকেল সুন্দরবন পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। রাজ্যের প্রথম ভূমি সংস্কার উদ্যোগ হিসাবে পরিচিত এই পরিকল্পনায় বিস্তীর্ণ পতিত জমিকে কৃষি জমিতে রূপান্তরিত করা হয়েছিল এবং সেই রাজস্ব জনগণের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছিল। তবে জমিদারদের সাথে ব্রিটিশ সরকারের লড়াইয়ের কারণে এই উদ্যোগটি বিফল হয়ে যায়।এই সময়, রাঢ় বেঙ্গল বাঁকুড়া, বীরভূম এবং আশেপাশের এলাকা এবং ছোটনাগপুর এবং ওড়িশা থেকে আদিবাসীদের আনা হয়েছিল। তারা জঙ্গল পরিস্কার করে। ডাবলু ডাবলু এফ সূত্রে জানা যায়, আদিবাসীরা প্রাথমিকভাবে বসতি স্থাপনকারী ছিল এবং তাদের জমি সংগ্রহের সুযোগ ও ছিল, তারা তা করেনি কারণ তাদের অধিকাংশই কৃষিকে তাদের প্রাথমিক জীবিকা হিসাবে বিবেচনা করেনি। সুন্দরবনের আদিবাসীদের মধ্যে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার মাত্রা বেশ কম যার ফলে বনের উপর তাদের নির্ভরতা বৃদ্ধি পায়। নদীবেষ্টিত এলাকায় তারা বসতি স্থাপন করে, মাছ ধরাকে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করে। কিন্তু সুন্দরবনে ক্রমবর্ধমান জলবায়ুর প্রভাব, বিশেষ করে লবণাক্ততার কারণে কৃষি ও মৎস্য উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং ফলস্বরূপ সাম্প্রতিক সময়ে মাছ ধরা কমে যাওয়ায়, মানুষ মাছের সন্ধানে বনের গভীরে চলে যাচ্ছে। সরু খালগুলি ঘন বনের কাছাকাছি এবং ভাটার সময় এই ধরনের পরিস্থিতি প্রায়ই বাঘের আক্রমণ হয়। রাজ্যের বন বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, ১৮৮১ থেকে ১৯১৬ সালের মধ্যে সুন্দরবনে বাঘের আক্রমণে প্রায় ৭০০জন মারা গিয়েছিল, তাদের অধিকাংশই সম্ভবত উপজাতীয়। পরেও এই প্রবণতা অব্যহত থাকে। জলবায়ুর প্রভাব আদিবাসীদের প্রধান শত্রু হিসেবে বাঘকে প্রতিস্থাপন করেছে। দেউলবাড়ি দেবীপুরে এমনই একটি গ্রাম আছে আদিবাসী অধ্যুষিত যেখানে অনেক মানুষ বাঘের আক্রমণে নিহত ও হয়েছে। বর্তমানে আদিবাসীদের মধ্যে মোরগ লড়াই (ককফাইট) এর উদাহরণ এখন কম এবং হারিয়া (স্থানীয় মদ) খাওয়ায় প্রচলনও কমেছে । বাঘ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে কিছু আদিবাসী অন্য জীবিকা বেছে নিচ্ছে যেমন শিক্ষাগত যোগ্যতা কম থাকায় এবং অদক্ষতার কারণে অন্যের জমিতে সামান্য মজুরিতে চাষের কাজ, দিনমজুর, ইটভাটার কাজে তারা নিযুক্ত হচ্ছে । সুন্দরবনের আদিবাসীদের দারিদ্রতার অন্ধকার এখনো কাটেনি । যদিও সরকারি প্রকল্পে তাদের আওতাভুক্ত করা হচ্ছে , বিভিন্ন সরকারি পরিষেবা প্রদান করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসন সবসময় এই আদিবাসী জনগোষ্ঠীর উন্নতিকল্পে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে। কিন্তু জঙ্গল কেটে যারা বসতি স্থাপনা করল এখন তাদের বসতি টুকু ও কেড়ে নিচ্ছে সঙ্গতি সম্পন্ন মানুষেরা।

আমেরিকার ইউরেনিয়াম গোল্ড রাশ এর অশুভ ইতিহাস

রূপক সাধু

খনিজসম্পদ খুঁজে বের করতে প্রসপেক্টররা গাঁইতি এবং বেলচা নিয়ে আমেরিকার পশ্চিম দিকে ঘুরছিল। তারা তাদের ভাগ্য ফেরাতে সচেষ্ট ছিল। ১৮৮১ সালে একজন প্রসপেক্টর যখন মন্ট্রোজ কাউন্টি, কলোরাডোতে হলুদ পাথরের একটি খনি খুঁজে পান, তখনও তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কৃত হয়নি। যদিও নিউ মেক্সিকো, কলোরাডো, অ্যারিজোনা এবং উটাহ'র সংযোগস্থলের কাছে ইউরেনিয়াম খনিগুলো (যা বর্তমানে উরাভান খনিজ বেল্ট নামে পরিচিত) ২০ শতকের প্রথম দিকে সক্রিয় ছিল, কিন্তু উৎপাদন কম ছিল এবং খনির বেশিরভাগই রেডিয়াম এবং ভ্যানাডিয়ামের ওপর দৃষ্টি রাখা হয়েছিল।
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুর দিকে ইউরেনিয়ামকে 'ভ্যানডিয়াম শোধনের মূল্যহীন উপজাত' হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছিল। কিন্তু এটি ম্যানহাটন প্রকল্পের সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছে, যা বিশ্বের প্রথম পারমাণবিক অস্ত্র বিকাশের শীর্ষ গোপন প্রচেষ্টা। প্রকল্প বিজ্ঞানীরা একটি ইউরেনিয়াম বোমা এবং একটি প্লুটোনিয়ামের ওপর ভিত্তি করে উভয়ই উদ্ভাবনের চেষ্টা করেছিলেন। তারা একটি উপাদান আবিষ্কার করেছিলেন যা, ইউরেনিয়াম দ্বারা জ্বালানি চুল্লিতে উৎপাদিত হতে পারে।
১৯৪৫ সালের প্রথম দিকে ম্যানহাটন প্রকল্পের বিজ্ঞানীরা সফলভাবে ট্রিনিটি বিস্ফোরণ ঘটান, যা প্রথম প্লুটোনিয়াম বোমা। জাপানের হিরোশিমায় একটি অপরীক্ষিত ইউরেনিয়াম চালিত বোমা ফেলার মাত্র ৩ দিন পর নাগাসাকিতে একই ধরনের বোমা বিস্ফোরিত হয়। বিস্ফোরণের ফরেল যুদ্ধের অবসান ঘটে এবং পারমাণবিক যুগের সূচনা হয় এবং ইউরেনিয়ামের ডেরিভেটিভগুলোকে কেবল একটি মূল্যবান পণ্য নয়, বরং জাতীয় নিরাপত্তার বিষয় হিসেবে দেখা হয়।
যুদ্ধের পর পারমাণবিক বিস্তার নিয়ে বিশ্বব্যাপী বিতর্কের মধ্যে মার্কিন পরমাণু শক্তি কমিশন গঠন করা হয়েছিল। একটি বেসামরিক নেতৃত্বাধীন সংস্থা সমস্ত পারমাণবিক বিষয়ের তত্ত্বাবধানে ছিল। ম্যানহাটন প্রকল্প বেলজিয়ান কঙ্গো থেকে তার বেশিরভাগ ইউরেনিয়াম কিনেছিল। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার অস্ত্রের জন্য ঘরে তৈরি ইউরেনিয়াম ব্যবহার করতে চেয়েছিল এবং ক্রমবর্ধমান স্নায়ুযুদ্ধের উত্তেজনার মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন (ইউএসএসআর) এর হাত থেকে ইউরেনিয়ামকে দূরে রাখতে চেয়েছিল। এটি করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে তার পারমাণবিক অস্ত্রাগারের জন্য নিজস্ব ইউরেনিয়াম একচেটিয়া করতে হয়। যদিও ফেডারেল সরকার ইউএসভিত্তিক সমস্ত ইউরেনিয়াম খনির মালিকানা এবং পরিচালনা করতে পারত, তবে AEC এর পরিবর্তে ইউরেনিয়াম আবিষ্কার ও খনির জন্য বেসামরিক লোকদের অর্থ প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়।
ইতিহাসবিদ নেট হাউসলি লিখেছেন, একটি ফ্রি-এন্টারপ্রাইজ ইউরেনিয়াম প্রোগ্রাম স্পন্সর করার সিদ্ধান্ত কর্মকর্তাদের সংগঠিত শ্রমের সন্দেহ এবং রাজ্যগুলোর ওপর ইউরেনিয়াম শিল্পের তদারকি করার ইচ্ছার ভিত্তিতে ছিল। এবং তাই AEC ১৯৪৮ সালে যখন ঘোষণা করে, এটি ইউরেনিয়াম আকরিকের জন্য নিশ্চিত ন্যূনতম মূল্য এবং আবিষ্কার বোনাস প্রদান করবে, তখন ফেডারেল সরকার ইউরেনিয়াম শিল্পের একমাত্র গ্রাহক হয়ে ওঠে এবং যতটা সম্ভব ইউরেনিয়াম আবিষ্কার ও খনি করার দৌড় শুরু হয়।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউরেনিয়াম সঞ্চয়ে সমৃদ্ধ ছিল এবং ইউরেনিয়াম খনিগুলো দক্ষিণ-পশ্চিমজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৯৫২ সালে ভূতাত্ত্বিক চার্লি স্টিন উটাহে একটি বিশাল ইউরেনিয়ামের খনি আবিষ্কার করেন, যা প্রোগ্রামের প্রথম এবং প্রধান আবিষ্কার। আর এর ফলে তিনি তাৎক্ষণিক মাল্টি-মিলিওনিয়ার হয়েছিলেন। যে জমিতে ইউরেনিয়াম আকরিক পাওয়া গেছে, তার অনেকাংশের মালিকানা ছিল নাভাজো জাতির। শিগগিরই সারাদেশ থেকে প্রসপেক্টাররা পশ্চিম দিকে চলে গেল। এমনকি সরকার একটি করণীয় গাইড বই প্রকাশ করে, যেটি তেজস্ক্রিয় উপাদান, ইউরেনিয়াম প্রসপেক্টিং এবং কীভাবে নগদ অর্থ উপার্জন করতে হবে, সে বিষয়ে একটি ক্র্যাশ কোর্স অফার করে পাঠকদের নিশ্চিত করে যে, সাধনা কোনোভাবেই বিপজ্জনক নয়। শুধুমাত্র ১৯৪৯ এবং ১৯৬২ এর মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৩.৬ মিলিয়ন টন ইউরেনিয়াম আকরিক ক্রয় করে ভাগ্য বদল করেছে এবং একটি ক্রমবর্ধমান শিল্পকে উৎসাহিত করেছে। কিন্তু তেজস্ক্রিয় পদার্থের সঙ্গে কাজ করার স্বাস্থ্যগত প্রভাবগুলো খুব কমই জানা ছিল এবং অনেক ক্ষেত্রে শিল্পটি কার্যত অনিয়ন্ত্রিত ছিল। নাভাজো শ্রমিকরা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। নাভাজো রিজার্ভেশন জমিতে ১ হাজারটিরও বেশি খনি খনন করা হয়েছিল। অনেক শ্রমিকের বেতন কম ছিল এবং কোনো ধরনের প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা ছাড়াই কাজ করতে গিয়েছিল। খনির ভেতরে তারা বিপজ্জনকভাবে উচ্চমাত্রার রেডনের সম্মুখীন হয়েছিল ও বাড়িতে তাদের পোশাক এবং জুতাগুলোতে থাকা ধুলোর মানে হলো যে, তাদের পরিবারের সদস্যরাও তেজস্ক্রিয় পদার্থের সংস্পর্শে এসেছে। তবুও প্রাথমিকভাবে শ্বেতাঙ্গ খনি শ্রমিকদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। ইতিহাসবিদ ডগ ব্রুগ এবং রব গোবল ক্রমবর্ধমান সচেতনতা সত্ত্বেও ইউরেনিয়াম খনিতে কাজ করা উচ্চ ফুসফুসের ক্যান্সারের হার এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য সমস্যার সঙ্গে জড়িত AEC গবেষণাকে দমন করে জোর দিয়েছিলেন যে, রাজ্যগুলো ইউরেনিয়াম খনির নিয়ন্ত্রণ করে। অন্যান্য খনি শিল্পের নিরাপত্তায় ফেডারেল জড়িত থাকে প্রায় এক শতাব্দী। শুধুমাত্র ১৯৬৭ সালে ফেডারেল সরকার তার প্রথম প্রয়োগযোগ্য রেডন প্রবিধান সেট করেছিল। ততক্ষণে বুমটি একটি আবক্ষের দিকে চলে গেছে।
পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণের জন্য আন্তর্জাতিক চাপ বাড়তে থাকে এবং ১৯৬৪ সালে ইউরেনিয়াম ক্রয়ের ওপর সরকারের একচেটিয়া ক্ষমতার অবসান ঘটে।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও একটি উন্মুক্ত শক্তি সংকটের মুখোমুখি হয়, যা দেশটির পারমাণবিক অগ্রাধিকার পরিবর্তন করে। ১৯৪৭ সালে শক্তি পুনর্গঠন আইন পাসের মাধ্যমে AEC ভেঙে দেওয়া হয়।
তখন থেকে ইউরেনিয়াম শিল্পের উত্থান-পতন হয়েছে। ১৯৮৬ সালে চেরনোবিল বিপর্যয়ের পর ইউরেনিয়ামের দাম উল্লেখযোগ্য হারে কমে যায়। কিন্তু শিল্পের উত্থানের দিনগুলো আজও আলোচনায় আসে।
সূত্র: ন্যাশনাল জিওগ্রাফি

রূপা এখন একা

আহমদ রাজু

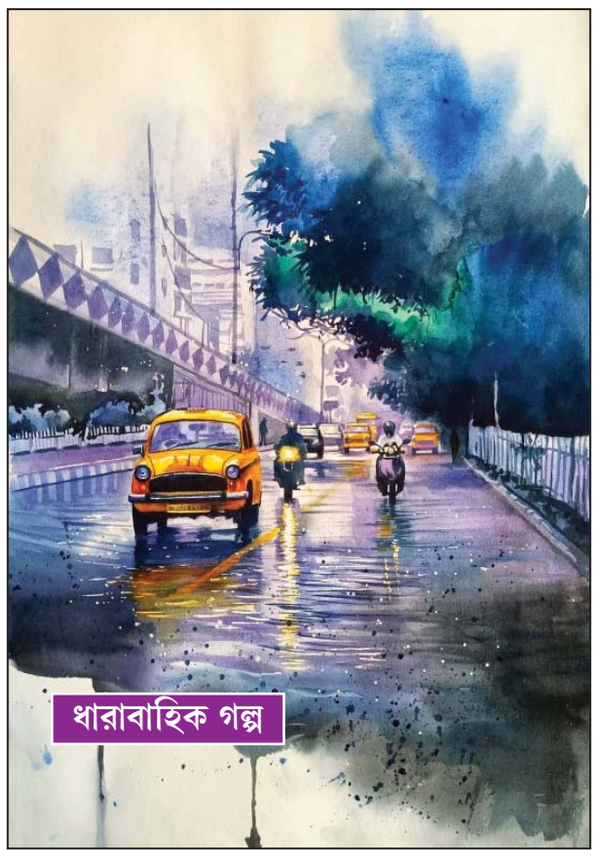

ধারাবাহিক গল্প

রায়হানের কথায় রূপা কোন উত্তর দেয় না। নীরবতা দেয়ে রায়হান আবারো বলে ওঠে, 'তুমি এফআরসিএস পাশ করে আসলে এর সমস্ত খরচইতো তোমার বাবা-মা বহন করেছে। এটা কী তুমি অস্বীকার করতে পারো?'

'হ্যাঁ; তা করেছে। তবে...'

'না রূপা; এটা আমি অন্তত মেনে নিতে পারি না। তুমিতো জানো না, বাবা-মাকে হারানোর যন্ত্রণা কী।'

'আমি দুঃখিত, আই এম সরি। আচ্ছা ঠিক আছে আমি এখনই বাড়িতে ফোন করছি। তোমার মোবাইলটা একটু দেবে?'

'অবশ্যই।' পকেট থেকে মোবাইল বের করে দেয় রূপার হাতে।

রূপা মোবাইলের এগারোটা বোতাম টিপে বলল, 'হ্যালো।'

ফোন ধরে রূপার বাবা সোলাইমান বেগ। 'হ্যালো কে বলছেন?' প্রশ্ন তার।

'আমি রূপা।'

'ও রূপা; তুমি কোথা থেকে?'

'গাড়িতে। এয়ারপোর্ট থেকে ফিরছি।'

'তোমার পরীক্ষার খবর কী?'

'আমি পাশ করেছি বাবা।'

'খুব ভাল। আচ্ছা, আগে বাড়ি আসো পরে কথা হবে। আমি একটা জরুরী মিটিংএ আছি। রাতে কথা হবে, এখন রাখি।'

রূপা মোবাইল বন্ধ করে সশব্দে কেঁদে ওঠে। রূপাকে কাঁদতে দেখে রায়হান প্রশ্ন করে, 'কী হয়েছে রূপা? কোন খারাপ কিছু?'

রূপা চোখ মুছে বলল, 'না; কিচ্ছু না। আচ্ছা তিতলিকে আমরা কবে আনতে যাচ্ছি কিছু ঠিক করলে?'

'তোমার যখন ইচ্ছা। চাইলে আজকেই যেতে পারি।'

'আজ যাবার দরকার নেই। কালকে যাবো না হয়।'

'তুমি যেমনটি চাও। কালতো শুক্রবার, ছুটির দিন। আমি বাড়িতেই থাকবো, সকাল সকাল এসো তাহলে। তুমি আসলেই দু'জনে ওকে আনতে যাবো।' বলে রায়হান রাস্তার পাশে গাড়ি থামায়। রূপা বলল, 'কী হলো থামলে কেন?'

'আমি এটুকু পথ রিক্সায় চলে যাই। তুমি একা যেতে পারবে না?'

'তা পারবো। তাহলে কাল সকালে আমরা যাচ্ছি তাহলে?'

'অবশ্যই; তুমি সময়মতো চলে এসো। ও হ্যাঁ, এই শাড়ীটা তোমার জন্যে। যদি পরে আসো তাহলে আমার খুব ভাল লাগবে।' রায়হান শাড়ীর ব্যাগটা রূপার হাতে দিয়ে গাড়ি থেকে নেমে একটা রিক্সা ডেকে উঠে পড়ে তাতে।

রূপা নিজে গাড়ি চালিয়ে যখন বাড়িতে পৌঁছায় তখন রাত আটটা। সমস্ত শহরটা আলোয় আলোকিত হয়ে আছে। বাড়িতে ঢুকতেই সে অবাক। মা তার জন্যে এক গোছা রজনীগন্ধা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে গেটের সামনে। গেটের আলোয় মাকে চিনতে মোটেও কষ্ট হয় না রূপার। গাড়িটা দাঁড় করিয়ে গাড়ি থেকে নেমে মায়ের কাছে এগিয়ে যেয়ে বলল, 'মা তুমি এখানে দাঁড়িয়ে?'

'হ্যাঁ মা; আমি তোর জন্যেই অপেক্ষায় আছি। কেমন আছিস মামনি?' রিজিয়া বেগমের চোখ ছল ছল করে ওঠে। যা রূপার চোখ এড়ায় না।

'ভাল ছিলাম মা। তোমার চোখে জল এখন আর দেখতে ভাল লাগছে না। কী হয়েছে তোমার মা।' প্রশ্ন রূপার।

'মারে, দীর্ঘ কয় বছরের ব্যবধানে বুঝতে পেরেছি তোর শূন্যতা। খুব বেশি দেরি হলেও আমি বুঝেছি এজন্যে গর্ববোধ করি। জানিস মা, তোর জন্যে আমি সবকিছু থেকে অব্যহতি নিয়েছি। এতদিন সন্তান হারা মায়ের মত ছিলাম, তোকে পেয়ে খুশিতে আমার মনটা ভরে উঠেছে।'

মায়ের ভুল স্বীকার করাতে নিজেকে আর সামলাতে পারেনা রূপা। সে মাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ওঠে। রিজিয়া বেগম ছলছল চোখে বলল, 'আমি এতদিন বুঝতে পারিনি তুই যে আমার শ্রেষ্ঠ সম্পদ। তোর সাথে টাকা পয়সার কোন তুলনা চলে না। তুই জানিস না, আমি খুব গরীব ঘরের মেয়ে। সেই ছোট্ট থেকে অর্থ কষ্টে মানুষ হয়েছি। ঔষুধ কিনতে না পেরে ধুকে ধুকে বাবা মারা গেল। বাবা মারা যাবার পরে অনেক দিন খেয়ে না খেয়ে কাটিয়েছি, যা তুই ভাবতেও পারবি না। একদিন আমি প্রতিজ্ঞা করি, আমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হবে অর্থ উপার্জন। কিন্তু আমি সেদিন বুঝতে পারিনি এই অর্থই একদিন আমার জীবনের অনর্থ ডেকে আনবে।'

রূপা বলল, 'মা তুমি এতো কষ্ট বুকের মধ্যে পুষে রেখেছিলে তা আমি আগে কোনদিন বুঝতে পারিনি। না জেনে তোমার মনে অনেক ব্যথা দিয়েছি। আমাকে ক্ষমা করবে না?'

'ক্ষমা চাইতে হয় না মায়ের কাছে; কোন মা কী তার সন্তানের অমঙ্গল চায়?'

রূপা কোন কথা বলে না। তার চোখের কোনে দেখা যায় জলের রেখা। সে আপন মনে বলে ওঠে, 'রায়হান ঠিকই বলেছিলো, সত্যিইতো বাবা-মায়েরা সন্তানের কোন অমঙ্গল চায় না।'

মেয়ের মুখে নামটা শুনে রিজিয়া বেগম বলল, 'রায়হানটা কে মা?'

'রা...য়...হা...ন। হ্যাঁ; রা..য়... হা...ন।'

'কী আমতা আমতা করছিস। রায়হান কে বললি নাতো?'

'আমার বন্ধু মা।'

'কী করে ছেলেটা?'

'ব্যবসা। ও খুব ভাল ছেলে। আমি জেনে শুনেই...'

'জেনে শুনে কী? বল।'

'তুমি বোঝনা?' মাকে উল্টো প্রশ্ন করে রূপা।

হেসে ওঠে রিজিয়া বেগম। ঠিক আছে আর বলতে হবে না। আমি নিজেই ওর সাথে কথা বলবো। ঠিকানাটা আমাকে দিবি।'

'ঠিক আছে দেবো। কিন্তু তুমি কী বলবে তাকে?'

'তাকে পরীক্ষা করে দেখতে চাই।'

হাসেম আলী এসে বলল, 'কী হে মামনি, কেমন আছো? বাইরে দাঁড়িয়ে কথা বলবে না বাড়ির ভেতরে আসবে?'

'যাবো কাকা। মাকে আজ অন্য রকম দেখাচ্ছিল তাই বাইরে বাইরে-ভেতরে কোনকিছু মাথায় আসেনি। তুমিতো কাকা একদম বদলাওনি। ঠিক আগের মতো আছো।'

'থাক থাক, ওসব কথা বলে কাকাকে আর প্রশংসা করতে হবে না। এবার বাড়ির ভেতরে চলো।' রূপা মায়ের সাথে বাড়ির ভেতরে যায়।

এই বাড়িতে ভালবাসা না থাকলেও বাড়ির প্রতি এক অন্যরকম টান মর্মে মর্মে অনুধাবন করেছে রূপা। সে বাড়ির ভেতর ঢুকে চারিদিকে একনজর তাকায়। হ্যাঁ সব ঠিক আছে। উত্তরের হিমেল হাওয়া, দোল খাওয়া ইজি চেয়ার, চড়ুইয়ের বাসা।

অনেক রাত পর্যন্ত বাবা- মায়ের সাথে বিলেতে থাকা দিনগুলোর কথা হয়। তারপর বুঝতে শেখার পরে এই প্রথম মায়ের সাথে ঘুমাতে যায় রূপা।

একুশ

ঘড়ির কাটা সকাল আটটার ওপর। রূপা চলে আসে রায়হানের বাড়ি। ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। কলিংবেল টিপতেই একটা ছেলে এসে দরজা খুলে দেয়। রূপা তাকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'সাহেব আছে?'

'জ্বে আছে।' ছেলেটির সহজসরল উত্তর।

'তাকে যেয়ে আমার কথা বলো, বলো রূপা আপা এসেছে।'

'স্যার তো ঘুমায়। এহনো ওঠেনাই।'

'কী বললে, ঘুম থেকে ওঠেনি! প্রতিদিন এভাবে ঘুমায় নাকি?'

'আজকে শুক্কুরবার, ঘুমোবার দিন।'

'সাহেবের রুমটা একটু দেখিয়ে দেবে?'

''আচ্ছা আহেন।' ছেলেটা রূপাকে রায়হানের ঘর দেখিয়ে দিয়ে নিজের দৈনন্দিন কাজ শুরু করে। সে ঘরে যেয়ে দেখে রায়হান অঘোর ঘুমের মধ্যে আছে। সে ডাকতে যেয়েও ডাকে না। ঘরটা এলোমেলো দেখে সেগুলি গোছাতে শুরু করে। গোছানো শেষ হলে কাজের ছেলেকে টাকা দিয়ে বাজারে পাঠিয়ে কাঁচা সবজী কিনিয়ে আনায়। তারপর রান্নার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। অনেকদিন রান্না করে না। আজ রান্না সে করবেই।

রায়হানের ঘুম ভেঙে যাওয়ায় হাত ঘড়িটার দিকে তাকায়। সর্বনাশ দশটা বেঁজে গেছে! আপন মনে বলে বলে ওঠে, 'রূপা নিশ্চয়ই এখন চলে আসবে। আমি কী অঘোর ঘুমে ঘুমাচ্ছিলাম!' তড়িঘড়ি করে উঠে দাঁত ব্রাশ শুরু করে।

ঘরের চারিদিক তাকিয়ে দেখে সবকিছু গোছগাছ। কিছু বুঝে উঠতে না পেরে কাজের ছেলেটাকে ডেকে বলল, 'এই পিচ্চি, তুইতো বেশ কাজ শিখেছিসরে। রান্না করতে জানিস তাতো আগে বলিসনি, তোর রান্নার ঘ্রাণে আমার যে ঘুমটাই ভেঙে গেলো।'

'স্যার আমিতো কিছুই করিনাই। রূপা আপা করছে। সে এখন রান্নায় ব্যস্ত।'

'কী বললি রূপা এসেছে? আমাকে ডাকলি না কেন?'

'আমাকে ডাকতে নিষেধ করছে বইলা ডাকিনাই।'

'রূপা; এ পাগলামির মানে কী? কে বলেছে তোমাকে এসব করতে?

রূপার কাছে যেয়ে বলল রায়হান।

'কেউ বলেনি। তুমি চুপ করে টেবিলে যেয়ে বসো। আমি এক্ষুনি নাস্তা রেডি করে নিয়ে আসছি।'

'এত আগে রান্নাঘরে ঢুকে পড়লে?' রায়হান হাসতে থাকে কথাটা বলে।

'মানে?' রূপার প্রশ্ন।

'মানে অতি সহজ। বউ হবার আগেই রান্না করে খাওয়াচ্ছো। বউ হলেতো মনে হয় হাতে তুলে খাওয়াবে।'

'বউতো হতে দাও, তারপর দেখবে কীভাবে খাওয়ায়।'

'তুমিতো আমার বউ হবেই। মনে রেখ এ জীবনে তুমি যদি কারো হও সে আমি।'

'বাদ দাও ওসব কথা। এখন তাড়াতাড়ি খেয়ে গুছিয়ে নাও। ওদিকে মাকে বলে এসেছি দুপুরের আগেই ফিরবো।'

'ব্যাপারটা কী হলো! মায়ের সাথে তাহলে গুড সম্পর্ক হয়ে গেছে।'

'হ্যাঁ রায়হান; তুমি ঠিকই বলেছিলে, মা-বাবা কখনও খারাপ হতে পারে না। মাকে তোমার কথা বলেছি।'

'কী বলেছো?' রায়হানের উদ্বেগজনক প্রশ্ন।

'কী বলেছি সেটা যদি তুমি বুঝতে না পারো তবে বুঝে কাজ নেই। মা কিন্তু যে কোনদিন তোমার সাথে দেখা করতে আসতে পারে।'

'কেন বলোতো?' রায়হান আবারো প্রশ্ন করে।

'কেন তা আমি কী জানি?'

'প্রতিক্ষায় থাকলাম শ্বাশুড়ী আম্মার অপেক্ষায়।'

বাইশ

রায়হানের বেড়েই চলেছে নতুন ব্যবসা, নতুন কাজ। রূপা বিলেত থেকে ডিগ্রি নিয়ে বড় ডাক্তার হয়ে দেশে ফিরেছে। সে দু'এক দিনের মধ্যে হয়তো শহরের বড় কোন হাসপাতালে জয়েন করবে।

নিয়মিত রূপার সাথে দেখা হয়, কথা হয়, ভালবাসা-ভাললাগা সবই হয়। এতদিন ব্যবসার কারণে গ্রামের বাড়ি যাওয়া হয়ে ওঠেনি। রায়হান অর্থ ভালবাসে, অর্থ রায়হানকে। টাকা-পয়সা, গাড়ি বাড়ি কোন কিছুর তার আজ অভাব নেই। যে বোনকে ফেলে একদিন শহরে এসেছিল সেই বোনকে নিজের কাছে আনতে এখন আর কোন বাধা নেই। একবুক আশা নিয়ে অনেকদিন পরে বোনকে দেখবে সে। একদিন নয় দুদিন নয়, দীর্ঘ পাঁচ বছর পর! ভাবতেই রায়হানের মন আনন্দে ভরে ওঠে। গ্রামের বাড়ি যাবার উদ্দেশ্যে রূপাকে নিয়ে গাড়িতে করে রওনা দেয় রায়হান।

'আচ্ছা রূপা, তোমার কী মনে হয় তিতলি আমাকে দেখে খুশি হবে?'

'তোমার মুখে যেভাবে শুনেছি তাতেতো আমার মনে হয় তিতলি তোমাকে হঠাৎ এভাবে দেখলে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠবে। তবে...'

'তবে কী?'

'আসলে এই যাওয়া আরো অনেক আগেই যাওয়া উচিৎ ছিল।'

'আমি জানি সেটা আমার ভুল। আসি সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই।'

'তুমি যখন তিতলির সামনে যেয়ে দাঁড়াবে তখন দেখো তার মনের সকল যন্ত্রণা দূর হয়ে যাবে।' বলল রূপা।

'থ্যাংক ইউ। আমি আসলে তোমার কাছ থেকে এমন একটা সান্ত্বনার বাণী আশা করেছিলাম।'

গাড়ি চালাচ্ছে রায়হান। রূপা পাশে বসা। 'প্রায় এসে পড়েছি। আর আধাঘন্টা মতো পরেই আমার কাঙ্খিত জায়গায় পৌঁছে যাবো।' রায়হান বলল।

'কী বললে তুমি! শুধু কী তোমার কাঙ্খিত জায়গা? আমার নয়?'

'আমি ঠিক এভাবে বলিনি; সরি।' অনুনয়ের স্বরে বলল রায়হান।

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। এখন আর সরি বলতে হবে না। ভাল কথা, তিতলির জন্য কিছু কিনেছো?'

'কেন?'

'এতদিন পরে যাচ্ছো; অন্তত তার পছন্দের জিনিসতো নিয়ে আসতে পারতে?'

'এনেছি; শুধু তিতলির জন্য নয়, ভাইয়া-ভাবীর জন্যেও এনেছি। তাছাড়া তিতলিতো আমাদের সাথে আসবে। তখন সবকিছু কেনা যাবে।'

'যে ভাই-ভাবীর জন্যে.....! তোমাকে যতই দেখছি ততই নতুন কিছু জানছি।'

'ভুল করে মানুষ অনেক কিছু করে। তা মনে রাখলে কী চলে? তাছাড়া ভাই-ভাবীর জন্যেইতো আমি আজ এখানে। অন্তত তোমার মত লক্ষী পেয়েছি।'

'লক্ষী না ছাই। যদি তাই হই তাহলে...।'

'তাহলে কী?'

'তাহলে আমাকে কাছে রাখার বন্দোবস্ত করো না কেন?'

'করবো; আর ক'টা দিন অপেক্ষা করো, দেখবে কাছে থাকা কাকে বলে।'

'সে সুযোগ বোধহয় আর হচ্ছে না।'

'কী বলছো এসব?'

'গতকাল রাতেই প্রফেসর দাস ফোন করেছিলেন। ওনার হাসপাতালে জয়েন করতে বলছে।'

'তুমি কী বলেছো?'

'আসলে এই শহরে ওনার হাসপাতালের মতো বড় হাসপাতাল আর একটাও নেই। তাই ভাবছি, আগামী কালই জয়েন করবো।'

'আগামী কাল!'

'কিছু করার নেই। দেশবাসীর অধিকার আছে তাদের সেবা পাবার। আমি একটু সুখের জন্যে চাইনা তাদের ঠকাতে।'

'তোমার সিদ্ধান্তটা সঠিক। কালই জয়েন করো- আমার সম্মতি আছে।'

'ধন্যবাদ তোমাকে।'

চলবে...

মেঘ-রৌদ্র

শংকর সাহা

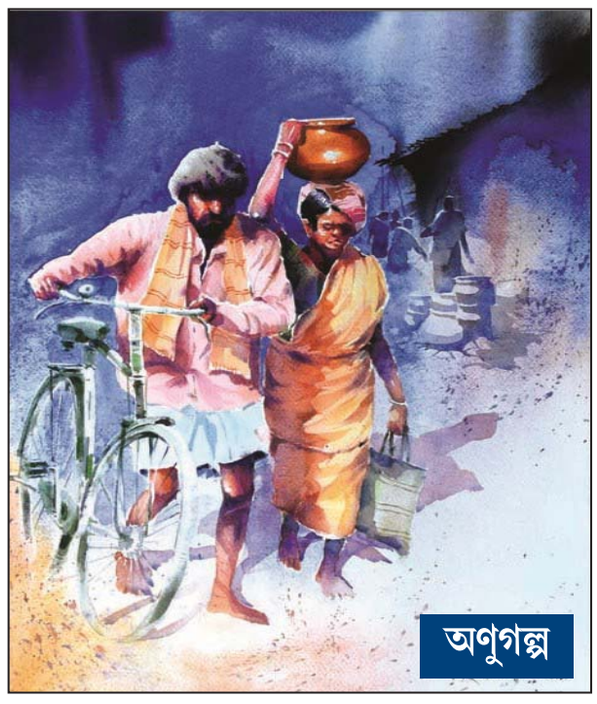

অণুগল্প

সেদিন বিকেল বেলায় বইয়ের সেল্ফ পরিষ্কার করতে করতে হঠাতই নীলাম্বরীর নজরে এলো সুন্দর করে মলাটে মোড়ানো একটি বই রাখা। সাথে সাথে বইটি হাতে নিয়ে মলাট খুলতেই নজরে এলো এতো সেই রবি ঠাকুরের গল্পগুচ্ছ যা একসময় তার বাবা কিনে দিয়েছিলেন।

বহুদিন বাদে হাতে বইটি পেয়ে যেন নীলাম্বরীর সেই সব দিনগুলোর কথা মনে পড়ে যায়।

গ্রামের প্রাথমিক স্কুলের মাস্টারমশাই ছিলেন মন্মথবাবু। নীলাম্বরী তাহার একমাত্র কন্যা। মেয়েকে নিজেরই আদর্শে বড় করে তুলেছিলেন তিনি । মেয়েকে বলতেন জীবনে বইকে যেন সারাজীবনের সঙ্গী করে রাখে সে। বাবার কথাগুলো আজ নীলাম্বরীর খুব মনে পড়ে।

এ বাড়িতে বিয়ে হয়ে আসার পরে এ পৃথিবীটি সম্পূর্ণ যেন অচেনা লাগে তার। এখানে যেন তার মূল্যবোধ ও ইচ্ছে নিয়ে কেউ কোনোদিন ভাবেনা। বিয়ে হয়ে আসার তিনদিন পর থেকেই রান্না ঘরটিই যেন তার ঠিকানা হয়ে হয়ে। পড়াশোনায় নিজে বরাবর ভালো হলেও পোস্ট গ্রাজুয়েট আর পড়া হয়ে উঠেনি তার। শাশুড়ী মা শুনিয়ে শুনিয়ে তাকে বলতেন,মেয়েদের ওতো বিদ্দ্যে নিয়েই কি হবে? শেষে সেই হেঁসেলই তো টানতে হবে তাকে।বই পড়ার স্বপ্নগুলো আজ যেন শ্বশুর বাড়িতে এসে সকলের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তা হারিয়ে গেছে।

নীলাম্বরীর খুব মনে পড়ছে যে বার কলেজে বটানি ডিপার্টমেন্টে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছিল সে সেইবার এই গল্পগুচ্ছ বাবা কিনে দিয়েছিলেন তাকে। টিফিনের পয়সা থেকে কিছু কিছু জমিয়ে বইমেলায় বই কিনত সে। আজ সবটাই কেমন যেন স্মৃতি হয়ে ফিরে আসছে তার চোখে। গল্পগুচ্ছের পাতাগুলো উল্টোতে উল্টোতে বাবার কথাগুলো খুব মনে পড়ছে তার।বাবা বলতেন যে,"গল্পগুচ্ছ যেন জীবনের কথা বলে ।কখনো কষ্ট পেলে যেন এই গল্পগুলো যেন বাঁচার প্রেরণা হয়ে ওঠে।"

নীলাম্বরীর দুইচোখ অশ্রু সজল হয়ে ওঠে। জানালার পাশ দিয়ে একভাবে বাইরের প্রকৃতির দিকে চেয়ে থাকে সে।বাইরের চেনা জগতটিকে তার কাছে আজ বড়ই স্বার্থপর লাগে তার....!

বাবা, আমার আর ডাক্তার হওয়া হলো না!

আফতাব মল্লিক

বাবা, তুমি চেয়েছিলে না তোমার মেয়ে ডাক্তার হোক?
আর তার জন্য কতো কষ্ট করেছো তুমি!
মাথায় করে গ্রামে গ্রামে কাপড় বিক্রি করেছো।
তুমি আর মা কোনোদিন ভালো খাবার খাওনি, দামী কাপড় পরোনি।
সব টাকা জমিয়েছিলে আমাকে পড়াবে বলে।
চৈত্র বৈশাখের রোদে যখন গ্রামে গ্রামে
পায়ে হেঁটে কাপড় ফেরি করতে বেরোতে -
অনেকেই বলতো, দেখ্ দেখ্ এরা দুপুরে বেরিয়েছে মেয়ে মানুষকে ঠকিয়ে
কম দামী কাপড় বেশি দামে বিক্রি করবে বলে।
আবার কেউ বলতো এরা সবাই মাতাল। সারাদিনে যা দুচার পয়সা পায়,
তাই দিয়ে সন্ধ্যা বেলায় মদ গেলে।
এদের কাছে আবার কেউ কিছু কেনে নাকি?
এসব কথা তুমি রাতে ভাত খেতে খেতে কতবার বলেছো।
এসব শুনে মা দীর্ঘশ্বাস ফেলতো,
আমিও অসহায়ের মতো তোমার তোমার মুখের দিকে চেয়ে থাকতাম!
জানো বাবা, আর ছয় মাস গেলে আমি তো সত্যি সত্যিই ডাক্তার হয়ে যেতাম! তারপর গলায় স্টেথোস্কোপ ঝুলিয়ে সবার আগে তোমার বুকে মাথা রেখে বলতাম-
এই বুকের স্পন্দন বোঝার জন্য আমার স্টেথোস্কোপ লাগে না।
আমি এমনিই অনুভব করতে পারি।
তুমিও আমাকে জড়িয়ে বলতে-
আরে রাখ তোর ডাক্তারি। আগে আমার অনেক রোগ থাকলেও,
এখন আমার কোনো রোগ নেই।
তোর সাফল্যে আমার সব অসুখ ভালো হয়ে গেছে।
ঐ দেখ্, তোর মাও কেমন চাঙ্গা হয়ে গেছে।
জানো বাবা, শুধু সেইদিনের সেই রাতটা আমার জীবনে না এলে আমি ডাক্তার হয়ে যেতাম!
কিন্তু আমার তো আর ডাক্তার হওয়া হলো না!
তোমার বুকে অনেক কষ্ট! মায়েরও।
একদিকে সন্তান হারানোর বেদনা,
অন্যদিকে স্বপ্ন সফল না হওয়ার যন্ত্রণা!
কিন্তু বাবা, পৃথিবীর কয়েকটা লম্পট,
আর শয়তান মিলে কোনো বাবা মায়ের স্বপ্ন মিথ্যে করে দিতে পারে না।
আজ থেকে তুমি যখনই হাজার হাজার
মেয়েদেরকে গলায় স্টেথোস্কোপ ঝোলানো অবস্থায় দেখবে-
ভাববে, ওরা সবাই তোমার মেয়ে।
তাহলে তোমার কষ্টগুলোও কমবে
আর নিজেকে কোনোদিন অসফল মনে হবে না।
ভালো থেকো বাবা। অনেক ভালো থেকো।

ছড়া-ছড়ি

মাতৃভূমি

মোঃ মহসীন মল্লিক

শস্য শ্যামল সবচে সেরা
আমার মাতৃভূমি
সকল দেশের সেরা এ দেশ আমার
জন্ম ভূমি।
পিতৃ পিতা মহের এদেশ
আমাদের অধিকার
সৈর শাসক কাড়বে কেন
ন্যায্য স্বাধিকার?
সকল দেশের সেরা এ দেশ প্রিয় জন্মভূমি
হীরের থেকে দামি
এর মাটি কেই চুমি...
খাঁ খাঁ রোদে পথের মোড়ে আহা
বটের ছায়া
ক্লান্ত শ্রান্ত পথিককে দেয়
শান্ত স্নিগ্ধ মায়া।
এই দেশেতে জন্ম সবার
মরবো তো এই দেশে
দেশের নিচে হবে দাফন
মরলে অবশেষে।
এই দেশে আছে শান্তি
আছে পরিত্রাণ
দেশের জন্য দিতে হয়
দেব জীবনটাকে কুরবান।

মৌমিতা তুমি

বিজন বেপারী

তুমি চেয়েছিলে ডাক্তার হতে
গরীবের দুখে পাশে,
তোমার কলিগ সাহায্য করে
তোমার সর্বনাশে।
হিংস্র পশুর মাংস হও তুমি
খাবলে খাবলে খায়,
পাশবিকতার শতেক চিহ্ন
মেয়েটির সারা গায়।
শ্লীলতাহানির এমন কান্ড
কেই বা শুনেছে কবে,
তবু যদি তাঁর থাকতো জীবন
শান্তি পেতাম তবে।
মানবতা হীন অমানুষ ওরা
কলি যুগের অসুর,
ফুটন্ত ফুল ঝরে যায় আজ
নজর পড়ে পশুর।
মৌমিতা তুমি মরেও অমর
দেখি সমাজের ক্ষত,
কঠোর শাস্তি হোক কি বা ফাঁসি
চোখে জল অবিরত।

ইতিহাসে আমরা

মোহাম্মদ জাকারিয়া

ইতিহাসে নেই আমাদের নাম,
বঞ্চিত আমরা, এক ছায়া ধরা।
তবু রক্তে লাল হলো মাটি,
আমাদের ত্যাগের কথা, কে শোনে?
স্বাধীনতার সংগ্রামে ছিলাম আমরা,
শাহিদদের সাথে মিশেছে রক্ত।
আজাদ, উবেদুল্লাহর কাহিনী,
ইতিহাসের ছেঁড়া পাতায় চাপা পড়ে।
ধর্ম, জাতের বিভাজন, এক দাগ,
তবু দেশ, মাটি আমাদেরও।
হিন্দু, মুসলমান, শিখ, জৈন, খ্রিস্টান,
একসাথে গড়েছি স্বাধীনতার স্বপ্ন।
স্বাধীনতা আমাদেরও অধিকার,
যদি না পাই নামের ঠাঁই,
তবু এই দেশ, এই মাটি,
আমাদের ভালোবাসার ঠিকানা।

বিবেক দংশন

সৌমেন্দু লাহিড়ী

সত্যি আমরা নির্জীব জীব
করতে পারিনা কিছু।
মহাঅন্যায় দেখলে পরেও
মাথা ক'রে থাকি নীচু।
বিবেকের কাছে দংশিত হই
প্রতিক্ষণে বারবার,
জ্বলে ওঠবার আগে মনে হয়
মোদের আছে সংসার।
এই জ্বালা নিয়ে বেঁচে থাকা দায়
মরতে ইচ্ছে করে,
ভেতরের যত যন্ত্রণাগুলি
কান্নায় ঝরে পড়ে।
কত মায়েদের ইজ্জত যায়,
কত হয় সাথীহারা,
কোর্ট চত্বরে মরে ঘুরে ফিরে
বাদী হয় দিশাহারা।
প্রভাবশালীরা খাটিয়ে প্রভাব
বেঁচে যায় বারবার,
এভাবেই চলে এ'খানে এখন
হত্যার কারবার।।

ভারত বাংলাদেশ

বাহাউদ্দিন সেখ

আকাশ দেখি রক্তমাখা মেঘ করেছে খোলামেলা,
সংঘ এসে বন্যা ভেসে ভেস্তে যাচ্ছে ধর্মশালা!
ধর্ম খেলার রক্তমাখা চলছে যেন বেশ,
ভারত হোক কিংবা বিদেশি,হোক না বাংলাদেশ!
যুদ্ধ খেলা খেলতে হবে,খেলাই মাতছে কত জাতি
বল ব্যাটের ক্রিকেট খেলাটা ঠিক শিখেছি-এটাই রাজনীতি
সবাই স্বাধীন সবাই স্বাধীন, স্বাধীন ভারত-বাংলাদেশ
মরছে মানুষ,মারছে মানুষ হিন্দু মুসলিম সংঘসালা শেষ!
আচ্ছা,মানুষ না কি ফানুস করছে ধর্ম ধর্ম
ফুটবে আগে ফাটবে আগে নেই কি তাদের কোন কাজকর্ম।
ধর্ম ধর্ম মারতে হবে,ছাড়তে হবে কর্ম কাজ
বলদ নাকি শেয়াল চালক সিংহ আসনে গড়তে সমাজ।
ধর্ম ধর্ম ঠিক শিখেছি,ধর্ম নিয়ে ঠিক শিখেছি কর্মশালা
কে দিবি ভাই হিন্দু মুসলিম সম্প্রীতি রক্তমাখা ওজন পাল্লা!
রক্ত নাকি সবার লাল,মূর্খ লোকে মূর্খ বলা
তবে আজ কিসের ভাই ভাই,কিসের হিন্দু মুসলিম সঙ্গ চলা।
ইতিহাসটা ঠিক পড়েছি,
গড়তে পারিনি মানুষের মতন মানুষ গড়া
স্বাধীন স্বাধীন সবাই স্বাধীন,তাই তো দেখি দিচ্ছে ভারত-বাংলাদেশে মানুষ ধরা।

বোধন

শীলা সোম

স্বাধীন দেশে আজ ও নারী কেমন অসহায়,
দেখছে মানুষ, নজির কত, লজ্জা ঢাকা দায়!
নারী নয় আর পর্দানসীন, উন্নত যে মাথা,
কত কিছুই যে করবে তারা, স্বপ্ন দিয়ে গাঁথা।
পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলার ই পথে--
ঘটছে কত অঘটন, তাদের আলোর রথে।
লালসার শিকার হয়ে নিজেকেই দেয় বলি,
থেমে যায় কত সম্ভাবনা, অকালেই ঝরে কলি।
হিংস্র শ্বাপদ পুরুষের কাছে তাদের পরাজয়,
স্বাধীনতা কী একেই বলে? নয় কী অবক্ষয়?
নারী রূপে জন্ম নিয়েই এই ধরণীর মাঝে--
করছে যে তারা বিশ্বজয়, কতরকম কাজে।
তবু ও তাদের নেই কেন বাঁচার অধিকার?
পদে পদে লাঞ্ছিত তারা, কে দেবে জবাব তার!
জবাব চাই, জবাব চাই, উঠেছে আজ শ্লোগান,
জবাব এবার দিতেই হবে রাখতে নারীর মান।
জাগবে নারী, উঠবে আবার, হয়ে তেজস্বিনী,
অসুর দলনী মাতৃরূপে মহিষাসুরমর্দিনী।
নারী শক্তি হবে জাগ্রত, হবে মায়ের বোধন,
ওঠো নারী, জাগো সবাই হোক শুভ উদ্বোধন।

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

সালাহর গোলের রেকর্ড, জয়ে মৌসুম শুরু করল স্লটের লিভারপুল

আপনজন ডেস্ক: ইপসউচ ০: ২ লিভারপুল

রাফা বেনিতেজ পারেননি, রয় হজসন পারেননি, কেনি ডালগ্লিশ পারেননি, ব্রেন্ডন রজার্স পারেননি, এমনকি পারেননি ইয়ুর্গেন ক্লপও। লিভারপুলের সর্বশেষ এই পাঁচ কোচ প্রথম প্রিমিয়ার লিগ ম্যাচে দলকে জয়ে এনে দিতে পারেননি। সেই ধারা থেকে অবশেষে লিভারপুল 'উদ্ধার' পেল, আজ কোচ হিসেবে প্রথম প্রিমিয়ার লিগ ম্যাচে যে দলকে জয় এনে দিলেন আর্নে স্লট।

২২ বছর পর প্রিমিয়ার লিগে ওঠা ইপসউইচ টাউনকে তাদের মাঠে ২-০ গোলে হারিয়ে প্রিমিয়ার লিগের নতুন মৌসুম শুরু করল লিভারপুল। অল রেডদের হয়ে গোল দুটি করেছেন দিয়োগো জোতা ও মোহাম্মদ সালাহ। জোতার করা প্রথম গোলটিতেও ছিল সালাহর ছোঁয়া। তাঁর পাস থেকেই গোল করেছেন জোতা। প্রথমার্ধের খেলা দেখে অবশ্য মনে হয়েছিল 'নতুন কোচের প্রথম ম্যাচের' জয় না পাওয়ার ধারা থেকে বোধ হয় এবারও বের হতে পারছে না লিভারপুল। ৬০ মিনিটে সেই শঙ্কা দূর করার প্রথম কাজটি করেন জোতা। ট্রেন্ট আলেকজান্ডার-আরনল্ড ডান প্রান্তে আগুয়ান সালাহকে পাস বাড়ান। সালাহ বলটি বাড়িয়ে দেন জোতার দিকে। পেনাল্টি বক্সের ভেতর থেকে সহজেই বলটিতে জালে জড়ান জোতা।

৫ মিনিট পরেই ব্যবধানটা দ্বিগুণ করেন সালাহ। ভার্জিল ফন ডাইকের বাড়ানো লম্বা পাস ধরে দমিনিক সবোসলাইয়ের সঙ্গে ওয়ান-টু খেলে আবারও বল পেয়ে যাওয়া সালাহ আরেকবার লিগের প্রথম ম্যাচেই পেয়ে যান গোল। এ নিয়ে প্রিমিয়ার লিগে মৌসুমের প্রথম ম্যাচে রেকর্ড ৯ গোল পেলেন সালাহ। সালাহ পেছনে ফেলেছেন ফ্র্যাঙ্ক ল্যাম্পার্ড, অ্যালান শিয়ারার ও ওয়েইন রুনির ৮ গোলের রেকর্ড। সালাহর এই গোলে মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে যায় একুশ শতকে নতুন কোচের অধীনে প্রথম প্রিমিয়ার লিগ ম্যাচে লিভারপুলের জয়।

ডোপিংয়ের দায়ে ডিকভেলা নিষিদ্ধ

আপনজন ডেস্ক: ডোপিং আইনভঙ্গের দায়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য নিষিদ্ধ হয়েছেন শ্রীলঙ্কার উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান নিরোশান ডিকভেলা। অধিকতর তদন্ত চলমান অবস্থায় ৩১ বছর বয়সী এই খেলোয়াড় কোনো ধরনের ক্রিকেটে অংশ নিতে পারবেন না বলে জানিয়েছে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট (এসএলসি)।

সম্প্রতি শেষ হওয়া লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগের (এলপিএলে) সময় পরিচালিত ডোপিং পরীক্ষায় উতরাতে পারেননি ডিকভেলা, যা বৈশ্বিক অ্যান্টিডোপিং নীতিমালার পরিপন্থী।

এসএলসির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ডিকভেলার নিষেধাজ্ঞার খবর জানিয়ে বলা হয়, ২০২৪ এলপিএলের সময় শ্রীলঙ্কা অ্যান্টিডোপিং এজেন্সি (এসএলএডিএ) ডোপিং পরীক্ষা চালিয়েছিল, 'এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতা এবং ওয়ার্ল্ড অ্যান্টিডোপিং এজেন্সির নীতিমালা অনুসারে, যা ক্রিকেটকে নিষিদ্ধ বস্তুমুক্ত নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করে।'

ডিকভেলা এলপিএলে গল মারভেলসের অধিনায়ক ছিলেন। ২০১৪ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পা রাখা ডিকভেলা সর্বশেষ ম্যাচ খেলেছেন গত বছরের মার্চে। চলতি বছরের শুরুর দিকে বাংলাদেশের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজের দলে থাকলেও খেলার সুযোগ পাননি।

এবারের আগেও শৃঙ্খলাজনিত কারণে শাস্তি পেয়েছিলেন ডিকভেলা। ২০২১ সালে করোনা মহামারির মধ্যে 'বায়ো-বাবল' প্রটোকল ভেঙে নিষিদ্ধ হয়েছিলেন তিনি। ডিকভেলা এখন পর্যন্ত শ্রীলঙ্কার হয়ে ৫৪ টেস্ট, ৫৫ ওয়ানডে এবং ২৮ টি-টোয়েন্টিতে খেলেছেন।

পাকিস্তানের পেসারের ক্যারিয়ার বাঁচাতে পিসিবির কাছে অনুরোধ তাঁর বাবার

আপনজন ডেস্ক: আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পাকিস্তানের পেসার ইহসানউল্লাহর আবির্ভাব গত বছর। এখন পর্যন্ত পাকিস্তানের হয়ে খেলেছেন একটি ওয়ানডে ও চারটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ। ওয়ানডেতে কোনো উইকেট না পেলেও টি-টোয়েন্টিতে তাঁর শিকারসংখ্যা ৬। এই ৬ উইকেট তিনি নিয়েছেন ১৮ গড় ও ৭.১২ ইকোনমিতে।

ইহসানউল্লাহর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের শুরুটাকে খারাপ বলা যাবে না। তবে পাকিস্তানের সম্ভাবনাময় এই প্রতিভা শেষ হয়ে যেতে পারেন শুরু হতে না-হতেই! অনেক দিন ধরেই কনুইয়ের চোটে ভুগছেন ইহসানউল্লাহ। তাঁর বাবা আবদুল নাসিরের দাবি, চোট কাটিয়ে ওঠার জন্য সুচিকিৎসা পাচ্ছেন না পাকিস্তানের এই উঠতি পেসার।

সম্ভাবনাময়ী পেসার ইহসানউল্লাহ যেন অকালেই ঝরে না পড়েন এর জন্য পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) কাছে আকুল আবেদন জানিয়েছেন আবদুল নাসির। তাঁর ছেলে যেন দ্রুত চোট কাটিয়ে উঠে খেলায় ফিরতে পারেন। এর জন্য পিসিবির কাছে নাসির আবেদন করেছেন, ইহসানউল্লাহকে যেন ন্যাশনাল ক্রিকেট একাডেমিতে (এনসিএ) সঠিকভাবে পুনর্বাসন করা হয়। এক বছরেরও বেশি সময় ধরে কনুইয়ের চোটে ভুগতে থাকা ইহসানউল্লাহর এ মুহূর্তে আছেন খাইবার পাখতুনখাওয়ায় তাঁর নিজের শহর সোয়াটে। নাসিরের দাবি, সেখানে তাঁর ছেলে সুচিকিৎসা পাচ্ছেন না। লাহোরে সংবাদমাধ্যমে দেওয়া এক বিবৃতিতে এমনটা বলেছেন নাসির। নাসির বিবৃতিতে লিখেছেন, 'সুযোগ-সুবিধা আর মানসম্পন্ন চিকিৎসকের অভাবে সোয়াটে আমার ছেলে পর্যাপ্ত চিকিৎসা পাচ্ছে না। তার পুনর্বাসনের জন্য তাকে এনসিএতে পাঠানোটা গুরুত্বপূর্ণ। সেখানে সে নিজের ক্যারিয়ার বাঁচানোর জন্য প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পেতে পারে। আমি তাকে লাহোরে নিয়ে আসার জন্য অনুরোধ করছি।'

সোয়াটে ইহসানউল্লাহ এখন যে চিকিৎসা পাচ্ছেন, সেটার খরচও পিসিবিই দিচ্ছে। কিন্তু সোয়াটে সুযোগ-সুবিধা পর্যাপ্ত নয় বলেই মনে করছেন নাসির।

ইহসানউল্লাহর কোচ মালিক নাসিরও পিসিবির কাছে একই আবেদন জানিয়েছেন, অন্য সব চোটে পড়া খেলোয়াড়ের মতো ইহসানউল্লাহকে এনসিএতে পুনর্বাসন করা উচিত।

আর জি কর কাণ্ড নিয়ে এবার বিস্ফোরক ক্রিকেটার

'প্রচণ্ড কষ্ট এবং রাগ হচ্ছে': ঋদ্ধিমান সাহা

আপনজন ডেস্ক: উত্তাল গোটা রাজ্য, স্তম্ভিত সমগ্র দেশ। আর এবার আর জি কর কাণ্ডের বিচার চেয়ে প্রতিবাদ জানালেন ক্রিকেটার ঋদ্ধিমান সাহা।

কলকাতার প্রথম সারির সরকারি হাসপাতালে রাতের অন্ধকারে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা দেশে। আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ এবং হাসপাতালে ঘটে যাওয়া এই নৃশংস হত্যার তদন্তভার ইতিমধ্যেই হাতে নিয়েছে সিবিআই।

এবার এই প্রসঙ্গে সরব হলেন বাঙালি ক্রিকেটার ঋদ্ধিমান সাহা। সোশ্যাল মিডিয়াতে তিনি লেখেন, "এই ঘটনায় আমার হৃদয় ভেঙে গেছে। আমার শহর কলকাতায় যে জঘন্য ঘটনা ঘটেছে, সেটা নিয়ে লিখছি শুধুমাত্র নিজেকে শান্ত করার জন্য। বাবা হিসেবে আমার প্রচণ্ড কষ্ট এবং রাগ হচ্ছে। নিজের সন্তানদের যদি সুরক্ষিত করে না রাখতে পারি, তাহলে আমরা নিজেদের মানুষ বলব কী করে?" আর জি করে ঘটে যাওয়া নৃশংস ঘটনা নাড়া দিল বুমরাকেও, কী লিখলেন এই জাতীয় ক্রিকেটার? তাঁর কথায়, "গোটা সমাজের জেগে ওঠা উচিৎ। এই বিশ্বকে মেয়েদের জন্য আরও সুন্দর করে তুলতে হবে। তারা যেন সবসময় সুরক্ষিত থাকতে পারেন। কোনওরকম ভয়ডর ছাড়া রাস্তায় হাঁটতে পারেন।"

কঠোর ভাষায় শিলিগুড়ির পাপালি বলেন, "যারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে, তাদের সবার কঠিন শাস্তির আবেদন জানাচ্ছি। এমন শাস্তি দিতে হবে যে, যাতে আর কেউ এমন কিছু করার কথা ভাবতেও না পারে। প্রয়োজনে আইন বদলাতে হবে। আমি ক্রিকেটার কিংবা তারকা হিসেবে এই কথা বলছি না। একজন বাবা এবং একজন মানুষ হিসেবে এই লেখা লিখছি। এমন পৃথিবী গড়তে হবে, যেখানে সন্তানরা নির্ভয়ে থাকতে পারে।"

নিজের সোশ্যাল মিডিয়াতে অভিনেত্রী আলিয়া ভাটের পোস্ট শেয়ার করেন তিনি। সেইসঙ্গে, তাঁর বার্তা "নারীর পথ বদলে নয়, জোর দিতে হবে পরিবেশ বদলে।

খেলা দিবসে নক আউট ফুটবল টুর্নামেন্ট

এম মেহেদী সানি ● স্বরুপনগর

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগণা জেলার স্বরুপনগরের তেপুল-মির্জাপুর অঞ্চল যুব তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে খেলা হবে দিবসে অনুষ্ঠিত হলো চার দলীয় নক আউট ফুটবল টুর্নামেন্ট। দলীয় পতাকা উত্তোলন করে খেলার সূচনা করেন বনগাঁ সংগঠনিক জেলা তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের সহ-সভানেত্রী সঙ্গীতা কর কুন্ড, উপস্থিত ছিলেন স্বরুপনগর পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি ও বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সম্পাদক নারায়ন চন্দ্র কর সহ অন্যান্যরা।

পরবর্তীতে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বরুপনগরের বিধায়ক বীনা মন্ডল। বর্তমান প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের মাঠ মুখী করতে মানবিক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'খেলা হবে দিবসে'র ভাবনা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে জানান বীনা মন্ডল, নারায়ণ চন্দ্র কররা। খেলা হবে দিবসকে সামনে রেখে এলাকার শিক্ষার্থীরা খেলাধুলা চর্চায় উৎসাহিত হচ্ছে বলে জানান সঙ্গীতা কর।

যে কঠিন চ্যালেঞ্জের সামনে হান্সি ফ্লিকের বার্সেলোনা

আপনজন ডেস্ক: বার্সেলোনার ডাগআউটে দাঁড়ানোর কঠিন বাস্তবতাটা এরই মধ্যে হান্সি ফ্লিকের বুঝতে পারার কথা। মৌসুমের শুরুতেই যে বড় ধাক্কা খেয়েছেন। হুয়ান গাম্পার ট্রফিতে মোনাকোর কাছে ৩-০ গোলে বিধ্বস্ত হয়ে শিরোপা হাতছাড়া করেছে তাঁর দল বার্সা।

সেই হারের রেশ কাটার আগেই আজ রাতে নতুন এক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে যাচ্ছেন ফ্লিক। লা লিগায় আজ রাতে ভ্যালেন্সিয়ার বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে নতুন আরেকটি যাত্রা শুরু করবেন জার্মান এই কোচ। বার্সায় মাঠের চ্যালেঞ্জে মুখোমুখি হওয়ার আগে মাঠের বাইরেও কিছু প্রতিবন্ধকতার মুখে পড়তে হচ্ছে ফ্লিককে। যার মধ্যে অন্যতম খেলোয়াড় নিবন্ধন নিয়ে তৈরি হওয়া জটিলতা। যদি এই সমস্যার দ্রুত সমাধান না হয়, তবে সীমিত বিকল্পের ভেতর থেকেই দল বাছাই করতে হবে তাঁকে।

পাশাপাশি মোনাকোর বিপক্ষে ম্যাচে হারার ধাক্কা সামলানোর বিষয়টি তো আছেই।

আর মাঠে ফ্লিকের বড় জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হবে সেন্টারব্যাক পজিশন সুনিশ্চিত করা। স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম স্পোর্ট জানিয়েছে, ফ্লিক আন্দ্রেস ক্রিস্টিনসেনকে দেখতে চান ডিফেন্সিভ মিডফিল্ড পজিশনে। সে ক্ষেত্রে রক্ষণে দেখা যেতে পারে ইনিগো মার্তিনেজকে। প্রশ্ন হচ্ছে, ইনিগোর সঙ্গে ডিফেন্সে জুটি বাঁধবেন কে?

এ ক্ষেত্রেও দুটি বিকল্প সামনে এসেছে। তাঁরা হলেন এরিক গার্সিয়া ও পাউ কুবারসি। এখন এ দুজনের মধ্যে ফ্লিক কাকে খেলাবেন, সেটা জানতে আরেকটু অপেক্ষা করতে হবে। বার্সার ফুলব্যাক পজিশন অবশ্য স্থিতিশীল আছে। জুলস কুন্দে এবং আলেহান্দ্রো বালদেকে দেখা যাবে দুই উইংয়ে। মিডফিল্ডেও বাছাই করার মতো কিছু খেলোয়াড় আছে ফ্লিকের হাতে। গাম্পার ট্রফির ম্যাচে ৪-৩-৩ ফর্মেশনে তিনি মিডফিল্ডে খেলিয়েছিলেন মার্ক বার্নাল, মার্ক কাসাদো এবং পাবলো তোরেকে। যদিও এই মিডফিল্ড সেদিন ফল এনে দিতে ব্যর্থ হয়েছে।

যে কারণে এখন তিনি অভিজ্ঞদের ওপরই ভরসা রাখবেন। সে ক্ষেত্রে দলের প্রয়োজনে ক্রিস্টিনসেনকে সেন্ট্রাল মিডফিল্ডেও দেখার সম্ভাবনা আছে। এর বাইরে ইলকাই গুনদোয়ান-পেদ্রিরা হবেন ফ্লিকের মূল অস্ত্র। এ ছাড়া ফ্রন্ট লাইনে যে তিনজনকে ফ্লিক খেলাবেন, তাঁরা হলেন রবার্ট লেভানডফস্কি, লামিনে ইয়ামাল ও রাফিনিয়া। দুই উইংয়ে রাফিনিয়া এবং ইয়ামাল খেলবেন। আর স্কোরারের ভূমিকায় থাকবেন লেভানডফস্কি। তবে এর বাইরে বার্সার বেঞ্চও বেশ শক্তিশালী। যেখানে প্রস্তুত থাকবেন দানি ওলমো, পাও ভিক্তর, ফারমিন লোপেজের মতো তারকারা।

এদিকে আজ রাতে ভ্যালেন্সিয়ার বিপক্ষে ম্যাচ নিয়ে বার্সা কোচ ফ্লিক বলেছেন, 'আমি এই ম্যাচের অপেক্ষায় আছি। আমি জানি ভ্যালেন্সিয়া দল হিসেবে অনেক কঠিন। এটা চ্যালেঞ্জিং ম্যাচ হবে।'

বোলাররাই অধিনায়কত্বের জন্য ভালো: বুমরা

আপনজন ডেস্ক: রোহিত শর্মা ভারতের টি-টোয়েন্টি অধিনায়কত্ব ছেড়ে দেওয়ার পর নতুন দায়িত্বের জন্য আলোচনায় ছিলেন বেশ কয়েকজন। এর মধ্যে ছিল যশপ্রীত বুমরার নামও। কিন্তু ভারতের ক্রিকেট বোর্ড বিসিসিআই শেষ পর্যন্ত সূর্যকুমার যাদবকে বেছে নিয়েছে। শুধু ভারতের ক্রিকেটে নয়, বেশির ভাগ দেশই বছরের পর বছর ধরে অধিনায়ক হিসেবে ব্যাটসম্যানদেরই দায়িত্ব দেয়। বুমরা মনে করেন, নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য সাহসের দরকার হয়। আর এই সাহসটা বোলারদের মধ্যেই বেশি। ভারতীয় এই পেসারের মতে, ব্যাটসম্যানদের তারকামূল্য বেশি হলেও একটা খেলায় নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় থাকেন বোলাররাই।

জুনে ভারতের হয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জেতার পর আপাতত বিশ্রামে আছেন বুমরা। সম্প্রতি আহমেদাবাদে ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসকে দেওয়া দীর্ঘ সাক্ষাৎকারে ক্রিকেট ক্যারিয়ার ছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলেছেন তিনি। বোলারদের কেন অধিনায়কত্বের জন্য বিবেচনা করা হয় না—এমন প্রশ্নে বুমরা বলেন, 'আমি তো দলকে বলতে পারি না যে আমাকে অধিনায়ক বানাও। আমার সেই ক্ষমতা নেই, আমি অত বড় পর্যায়ের লোকও নই। কিন্তু আমার মনে হয়, বোলাররা চৌকস হয়ে থাকেন। কারণ, তাঁদের ব্যাটসম্যান আউট করতে হয়। বোলারদের কঠিন কাজটিই করতে হয়। তাঁরা ব্যাটের পেছনে থাকেন না, ন্যাড়া উইকেটেও লুকানো যায় না।

আর জি কর কাণ্ডের জেরে কেন বাতিল ডার্বি?

কুণাল ঘোষ বললেন 'ভুল সিদ্ধান্ত'

আপনজন ডেস্ক: কেন বাতিল করা হল ডার্বি? ফুঁসে উঠলেন কুণাল ঘোষ। ডুরান্ড কাপের ডার্বি ম্যাচ বাতিল নিয়ে কার্যত চটে লাল তৃণমূলের প্রাক্তন রাজ্যসভার সাংসদ তথা মোহনবাগান ক্লাবের সহ সভাপতি কুণাল ঘোষ।

তাঁর কথায়, "ডার্বি বাতিল করে দেওয়াটা ভুল সিদ্ধান্ত। কোনওভাবেই এটা হওয়া উচিৎ ছিল না। মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরা যদি গ্যালারিতে প্রতিবাদ করার পরিকল্পনা করে থাকেন, তাহলে সেটা করতেন। কিন্তু ডার্বিটা হওয়া উচিৎ ছিল।"

আসলে শনিবার দুপুরে ডুরান্ড কমিটি এবং প্রশাসনিক কর্তাদের মধ্যে একটি বৈঠক হয়। এরপর ডুরান্ড কমিটির তরফ থেকে জানানো হয় যে, রবিবারের ডার্বি ম্যাচটি হচ্ছে না। মূলত নিরাপত্তাজনিত সমস্যার কথা জানায় পুলিশ। আর এরপরেই ডার্বি বাতিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগান সমর্থকদের দাবি, দুই দলের সমর্থকরা আর জি কর কাণ্ড নিয়ে গ্যালারিজুড়ে প্রতিবাদ জানানোর পরিকল্পনা করেছিলেন। সেইজন্যই ডার্বি বাতিল করে দিয়েছে প্রশাসন।

আর এই প্রসঙ্গেই কুণাল ঘোষ বলেন, "আমি নিজে মোহনবাগান ক্লাবের সহ সভাপতি হিসেবে বলছি, ডার্বি ম্যাচটা হওয়া উচিৎ ছিল। কোনও অবস্থাতেই তা বাতিল হতে পারে না। ন্যায় বিচার হত, রাজনৈতিক ব্যানার থাকত। পুলিশ তো তৈরি ছিল। আর জি কর কাণ্ডের প্রতিবাদ তো সব জায়গাতেই হচ্ছে। সমর্থকরা যদি ন্যায়বিচার চেয়ে গ্যালারিতে পোস্টার নিয়ে যেতেন বা স্লোগান দিতেন, সেটা দিতেই পারেন তারা। কিন্তু খেলা তো খেলার মাঠে। ডার্বি স্থগিত হয়ে যাওয়ার ফলে নেতিবাচক কুৎসা হবে।"

তিনি ডার্বি আয়োজন করার অনুরোধ জানিয়েছেন। সবমিলিয়ে, আর জি কর কাণ্ডের জেরে এমনিতেই ক্ষুব্ধ দুই দলের সমর্থকরা। আর এবার মুখ খুললেন কুণাল ঘোষ।

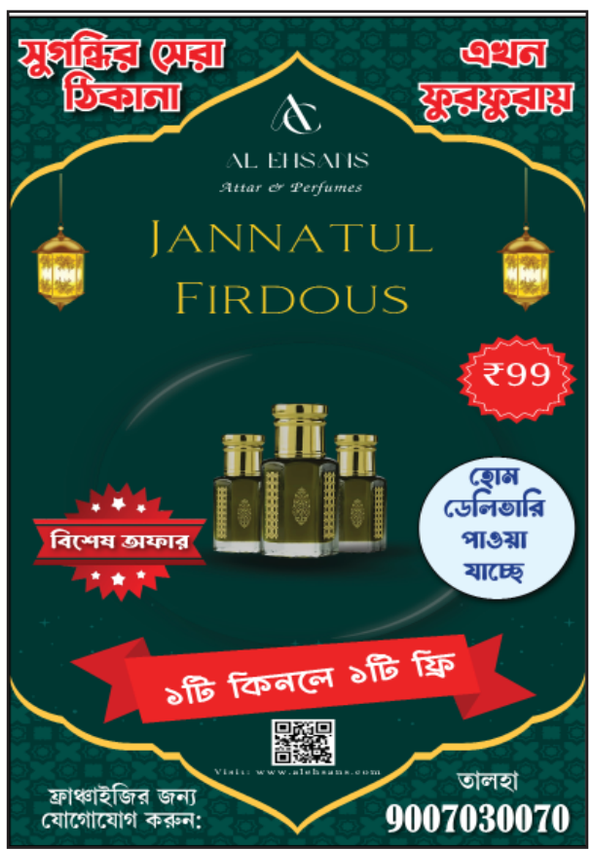

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**